বিজ্ঞানামৃত

অর্থাৎ

গর্ব্বগীতা, গীতাসার, তত্ত্বোদয়, জ্ঞানোপদেশ, অবধূত-
লক্ষণ, তত্ত্ববোধ, অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ
ও বিমুক্তিসোপান।

বরাহনগর ষষ্ঠীতলা হইতে
শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

"আত্মানঞ্চ পরঞ্চাপি জড়াজড়-বিভাগতঃ।
বিশেষেণৈব জানাতি বিজ্ঞানং তেন কথ্যতে॥"

আত্মপুরাণ।

কলিকাতা :

বাগবাজার, রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং. নব সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মাঘ, ১২৯৩।

চিদাত্মনে নমঃ।

ভূমিকা।

—oo—

এই অসত্যস্বরূপ সংসারে প্রায় সকলেই সত্যতা বুদ্ধিক্রমে অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সুহৃৎ, মিত্র, দক্ষতা, যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি বিষয়ব্যাপারে আজন্মকাল আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থতাসাধনপথে বুদ্ধিনদীর তীব্রবেগবৃত্তি কি অপূর্ব্বভাবে অহরহঃ প্রবাহিত করিতেছেন। আহা! আপনার অশাশ্বত পাঞ্চভৌতিক প্রিয়শরীরের সহিত এ সকলের যে, এক দিবস অবশ্যম্ভাবী অভাব উপস্থিত হইবে এবং জীবনের শেষ দিন যে এক দিন হঠাৎ সমাগত হইলে অতি অসার অপবিত্র বোধে আত্মীয়গণ আপনাকে রম্যহর্ম্ম্য হইতে ভীষণমূর্ত্তি শ্মশানাভিমুখে সমানীতকরতঃ শৃগাল কুক্কুরের বিবাদস্থানীয় করিবে অথবা চিতানলে চটচটাশব্দে বিদগ্ধ হইয়া বিকৃতভাবে ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত হইতে হইবে, মনঃ এ সকল একবার দেখিয়াও দেখে না, ভাবিয়াও ভাবে না, প্রত্যুত এই সকল অবস্থা অন্যের উপস্থিত হইতে দেখিলেও আপনি অমরের ন্যায় কার্য্য করে। যদি বলেন, মরণের পর যাহা হয় হউক, তাহাতে কষ্ট কি? মরণের পূর্ব্বে জীবদ্দশাতে যথেষ্ট সুখ আছে, সেটিও সম্পূর্ণ ভ্রম, যেহেতু যখন প্রতিজীব জীবনকালে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তখন জীবনেও সুখ নাই, মরণেও সুখ নাই এবং মরণের পরেও সুখ নাই। দেখুন মোহমুদ্গরে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন।

"যাবজ্জননং তাবন্মরণম্।
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং॥
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥"

যখন জীবের জন্মগ্রহণ হইয়াছে, তখন ত্রিতাপাগ্নিদ্বারা তাহার মরণ দুঃখ ও মরণের পর পুনরায় জননীজঠরে শয়নদুঃখ অবশ্যই হইবে. অতএব সংসারে সুস্পষ্ট কেবল কষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। হে মানব! এই সংসারে তোমার সন্তোষ কি প্রকারে ও কোথায়?

তবে কি দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই? অবশ্যই আছে। যাঁহারা দুঃখের মূলস্বরূপ অহং মম ইত্যাদি আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক নিত্য সুখের সন্ধানে সতত সৎসঙ্গ, সচ্চর্চ্চা ও সদনুষ্ঠানে রত হন, তাঁহারাই অচিরাৎ আত্ম-চিত্ত জয় করিয়া হস্তামলকের ন্যায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ পুরুষোত্তম পরম পুরুষে আত্মসংযোগ করিয়া অনন্তকাল দুঃখসংভিন্ন সুখের অধিকারী হন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের পরমশান্তি বা মোক্ষ অথবা পরব্রহ্মে বিলয়প্রাপ্তি হয়। কিন্তু চিত্ত জয় ব্যতীত আসক্তি প্রভৃতি জয়ের সম্ভাবনা নাই। চিত্ত জয়ের উপায় মহর্ষি বশিষ্ঠ যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন।

সৎসঙ্গো বাসনাত্যাগোঽধ্যাত্মশাস্ত্রবিচারণং।
প্রাণস্পন্দনিরোধশ্চেত্যুপায়শ্চেতসো জয়ে॥

সাধুসঙ্গ, বিষয়বাসনা-পরিত্যাগ, অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন এবং প্রাণ-স্পন্দনিরোধ অর্থাৎ কুম্ভককরণ বা যোগাভ্যাস চিত্ত জয়ের (১) এই চতুর্ব্বিধ উপায় হয়।

বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠে আরও কহিয়াছেন।

সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রপরো ভবসি রাম চেৎ।
তদ্দিনৈরেব রামাসৌ প্রাপ্নোষীমাং পরাং ধিয়াং॥

হে রাম! যে দিবস তুমি সাধুর সহিত সঙ্গত হইবে এবং সৎ শাস্ত্রের আলোচনা করিবে, সেই দিবসই সকল সংশয়শূন্য হইয়া পরম বুদ্ধিকে প্রাপ্ত হইবে।

---

(১) মনঃপ্রশমনোপায়ো যোগ ইত্যভিধীয়তে।

যোগবাশিষ্ঠ।

চিত্ত বা মনের শান্তির উপায়কেই পণ্ডিতেরা যোগ বলেন।

সুতরাং সৎ বা অধ্যাত্মশাস্ত্র দ্বারা যখন জীবনের সাফল্য ও পরম পুরুষার্থ লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইতেছে, তখন আর্য্যসন্তানমাত্রেরই এই সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রের অবলম্বন বা আলোচনা যে নিতান্ত শ্রেয়স্কর তাহা বিজ্ঞ বা সভ্য সমাজে ব্যক্ত করা অত্যুক্তি মাত্র। যাহাহউক আমি আপনার এবং অপর বন্ধুবান্ধববর্গের বা স্বধর্ম্মানুরাগী আত্মজ্ঞানানুসন্ধানার্থিগণের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির আশয়ে কতিপয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে অর্থাৎ গর্ভগীতা, গীতাসার, তত্ত্বোদয়, জ্ঞানোপদেশ, অবধূতলক্ষণ, তত্ত্ববোধ, অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ এবং বিমুক্তি-সোপান এই আটখানি গ্রন্থ, যাহার মূল পর্য্যন্তও এ পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত হয নাই, তাহাই আমি বহু আয়াসে ও বহুযত্নে একত্র সংগৃহীত করিয়া মূলের সহিত বঙ্গভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক "বিজ্ঞানামৃত" (১) নামে পুস্তকাকারে প্রকটিত করিলাম। যদিও আমার পূর্ব্ব অনুবাদিত "যোগোপনিষৎ" এবং "পঞ্চামৃত" পুস্তকের অনুবাদ ও প্রকাশপক্ষে গুণজ্ঞ বিজ্ঞ মহোদয়গণ অনাদর বা অপ্রীতি প্রকাশ করেন নাই, তথাপি সুধী মহাত্মগণসন্নিধানে বিহিতসম্ভাষণানন্তর নিবেদন এই, যদি তাঁহারা স্বকীয় মহিমাগুণে ইহার ভ্রম প্রমাদাদি দোষাংশ প্রতি পরিহাসাদি না করিয়া ইহা সংশোধন করতঃ স্বীকার করেন, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক বোধ করি এবং ভবিষ্যতে আরও দুই একখানি মোক্ষ-শাস্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হই।

---

(১) বিজ্ঞানই অমৃত (মুক্তি) ইহা শ্রুতিতে পরিব্যক্ত আছে। যথা,—

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥

মহর্ষি ভৃগু সুদীর্ঘ তপোবলে বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন;

বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞানদ্বারা জীবিত আছে এবং অন্তকালে বিজ্ঞানময় ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে।

অপিচ ঋষিপ্রবর অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে কহিয়াছেন।—

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, এই পুস্তকের কয়েক স্থলে অনুবাদ বিষয়ে পণ্ডিতবর ৺কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয় অশেষ সাহায্য দান করিয়াছিলেন এবং ইদানীং সুধীর সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যুৎপন্ন কেশরী ষড়দর্শন উপনিষৎ, সংহিতা, তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ আদির অনুবাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহার প্রথমাবধি সকল খণ্ডেরই ভ্রম অনবধানাদিদোষ খণ্ডন ও সংশোধন এবং শেষ খণ্ডের সম্পূর্ণ অনুবাদ সম্বন্ধে সাতিশয় সানুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপিচ এই অনুবাদিত পুস্তক শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহোদয়কে আমি যোগোপনিষৎ ও পঞ্চামৃত পুস্তকের ন্যায় নিঃস্বত্ব হইয়া দান করিলাম, অলং বিস্তরেণেতি।

বঙ্গাব্দ ১২৯৩, মাঘ।
ষষ্ঠীতলা, বরাহনগর ;
২৪ পরগণা।

শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষয়তৃষ্ণার নাম বন্ধন এবং বিষয়বিতৃষ্ণার নাম মোক্ষ, এতদ্বিষয়ক বোধের নাম বিজ্ঞান, অতএব ইহা বিজ্ঞাত হইয়া যেরূপ ইচ্ছা হয় কর।

সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্ শঙ্করাচার্য্যও সমগ্র শাস্ত্রবিচার করিয়া সদাচারে কহিয়াছেন।—

মনোমাত্রমিদং সর্ব্বং তন্মনো জ্ঞানমাত্রকং।
অজ্ঞানং ভ্রমমিত্যাহুর্ব্বিজ্ঞানং পরমং পদং।

এই সমস্ত সংসার সংকল্পাত্মক মনোমাত্র, সেই মনঃই বিশ্ববোধক বোধস্বরূপ, পণ্ডিতেরা বলেন, এ সকলই অজ্ঞান ভ্রম, কেবল বিজ্ঞানই পরমপদ।

নির্ঘণ্ট পত্র।

—oo—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	২০	পাদসন্ধি বিতল	পাদসন্ধি নিতল
১৮	১৩	কেশকর	কেশর
২৭	২	বাসুদেশ্য	বাসুদেবস্য
৩৮	২	চাব্যয়	চাব্যয়ঃ
৪৫	১৬	রূপাতী	রূপাতীত
৫৫	১১	করি৷	করিয়া
৬০	২	মুমুক্ষণাং	মুমুক্ষূণাং
৬৩	৪।৬	কি	কিং
৭৮	২	পশ্যন জল	পশ্যন্ জনো
৭৮	১১	বুভূৎসুঃ	বুভুৎসুঃ
৮০	৯	রাপত্রয়	তাপত্রয়
৮৪	৬	ভূভানি	ভূতানি
৯১	৯	মূঢ়াস্তে	মূঢ়াঃ। তে
৯৭	১৩	তখন	যখন
১০৫	৫	মাসস্ত	মনসস্ত
১১৮	৯	জ্ঞানোৎপত্যুত্তর	জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তর
১২৮	১১	যেই	সেই
১২৯	৬	পুরুষরূপ	পুরুরূপম্
১৩৮	১১	মিণ্যস্ত	বিণ্যস্ত
১৩৮	১২	ঐ	অপর
১৩৮	১২	অপরপাদ হৃদয়ে ধারণ	হৃদয়ে ধ্যান
১৪৯	১০	ন	না,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫২	২০	ইচ্ছার গৌরী,	ইচ্ছার ব্রাহ্মী
		জ্ঞানের ব্রাহ্মী ও	জ্ঞানের বৈষ্ণবী ও
		ক্রিয়ার বৈষ্ণবী।	ক্রিয়ার গৌরী।
১৬১	৭	একত্রি	একস্ত্রি
১৬৭	১৪	আধারে	আধারের

বিজ্ঞানামৃতম্।

গর্ভগীতা।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

গর্ব্ভবাসং জরাং মৃত্যুং কিমর্থং ভ্রমতে নরঃ।
কিমর্থং রহিতো জন্ম কথং দেব জনার্দ্দন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মে আনন্দবিশিষ্ট, পরম সুখপ্রদ, শুদ্ধ, জ্ঞানমূর্ত্তি, মায়াগুণবিহীন, আকাশতুল্য, তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জ্ঞেয়, অদ্বিতীয়, নিত্য, নির্ম্মল, নিশ্চল, সর্ব্বদা সাক্ষি-স্বরূপ, ষড়্ভাব-বিকার-বর্জ্জিত ও ত্রিগুণাতীত সেই সদ্গুরুকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেব জনার্দ্দন! মনুষ্য গর্ব্ভবাস, জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া কি নিমিত্ত ভ্রমণ করে? এবং কি নিমিত্ত গর্ব্ভবাসাদি-রহিত হয়? আর জন্মই বা কি জন্য হয়? ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মানবো মূঢ় অন্ধশ্চ সংসারেষ্বপি লিপ্যতে।
আশামেকাং ন ত্যজতি জীবনং ধনসম্পদাম্ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

আশা কেন জিতা প্রাণী সংসারবিষয়ং ধনম্।
কেন কর্ম্মপ্রকারেণ লোকোমুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আশামেকাং যে ত্যজন্তি নিরাশাং গৃহ্নতে যদি।
নিষ্কামকর্ম্ম কর্ত্তব্যং প্রাণী কর্ম্ম ন লিপ্যতে ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মনোঽগ্রে বর্ত্ততে সদা।
এতে মনসি বর্ত্তন্তে কর্ম্মনাশঃ কথং হরে ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—অজ্ঞানান্ধ মূঢ় মনুষ্যই সংসারে লিপ্ত হয়; যেহেতু সে ধনসম্পত্তি ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—আশাকে কে জয় করিয়াছে? প্রাণী কে? সংসার বিষয়ক ধন কি? এবং লোক কিরূপ কর্ম্ম করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয়? ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যাহারা এক আশাকে ত্যাগ করে, তাহারা নিরাশাকে (নিস্পৃহভাবকে) গ্রহণ করে; সুতরাং তাহাদিগের নিষ্কাম কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাদৃশ প্রাণী কর্ম্ম করিয়া লিপ্ত হয় না ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হরে! কাম, ক্রোধ, লোভ ইহারা সর্ব্বদা মনের অগ্রভাগে অবস্থিতি করে এবং মনেতে তন্ময় হইয়াই থাকে; অতএব কর্ম্মনাশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মাগ্নির্দ্দহতে কর্ম্ম পুনঃ কর্ম্ম ন লিপ্যতে।
নির্ম্মলঞ্চ মনঃ কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৭॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

মানসঃ পুণ্যপাপানি বুদ্ধ্যশুদ্ধিকরাণি চ।
যদ্বৈ মনসি বর্ত্তন্তে কর্ম্মনাশঃ কথং হরে॥ ৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

জিতং সর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম বিষ্ণু-শ্রীগুরুচিন্তনাৎ।
সংকল্পবিরহাদেব পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৯॥
নানাশাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানাদেবপ্রপূজনম্।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্॥ ১০॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ব্রহ্মরূপ অগ্নি কর্ম্মকে দহন করে; সুতরাং আর কর্ত্তা কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না। মনকে নির্ম্মল করিলে উপাসকের পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ মুক্তি হয়॥ ৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—পুণ্য ও পাপ মনের ধর্ম্ম এবং বুদ্ধির অপবিত্রতাকর, যেহেতু ইহারা মনেতেই সংস্থিতি করে; অতএব কর্ম্মনাশ কিরূপে হইতে পারে?॥ ৮॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—বিষ্ণু ও শ্রীগুরুর চিন্তাদ্বারা কৃতকর্ম্ম সমস্তই জয় করা যায়; সংকল্পত্যাগহইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ৯॥

হে পার্থ! লোক নানাশাস্ত্র পাঠকরে এবং নানাদেবতার অর্চ্চনা করে, কিন্তু আত্মজ্ঞানব্যতিরেকে সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল॥ ১০॥

আচারঃ ক্রিয়তাং কোটিদানঞ্চ গিরিকাঞ্চনম্।
আত্মতত্ত্বং ন জানাতি মুক্তির্নাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥
কোটিযজ্ঞে কৃতে যজ্ঞং কোটিদানং গজং হয়ম্।
গোদানঞ্চ সহস্রাণি মুক্তির্নাস্তি ন বা শুচিঃ ॥ ১২ ॥
ন মোক্ষং ভ্রমতে তীর্থং ন মোক্ষং ভস্মলেপনম্।
ন মোক্ষং চর্ম্ম চাধানাৎ ন মোক্ষেন্দ্রিয়নিগ্রহম্ ॥ ১৩ ॥
ন মোক্ষং কোটিযজ্ঞঞ্চ ন মোক্ষং দানকাঞ্চনম্।
ন মোক্ষং বনবাসেন ন মোক্ষং ভোজনং বিনা ॥ ১৪ ॥
ন মোক্ষং নগ্নমৌনেন ন মোক্ষং দেহতাড়নম্।
ন মোক্ষং গায়নে গীতং ন মোক্ষং শিশ্ননিগ্রহম্ ॥ ১৫ ॥

সদা সদাচাব করুন্ কিম্বা কোটিমুদ্রা দান করুন্ অথবা সুবর্ণের পর্ব্বতই দান করুন, কিন্তু আত্মতত্ত্ব না জানিলে মুক্তি হয় না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

কোটিযজ্ঞ কৃত হইলেও সেই যজ্ঞোদ্দেশে যদি কোটি কোটি দ্রব্য এবং বহু সহস্র হয়-হস্তী-গোপ্রভৃতি দান করা হয়, তাহাতেও মুক্তি হয় না ও পবিত্রও হওয়া যায় না ॥ ১২ ॥

তীর্থভ্রমণ করিলে মুক্তি হয় না, ভস্মলেপন করিবে মুক্তি হয় না, ব্যাঘ্রাদিব চর্ম্ম পরিধানকরিলে মুক্তি হয় না এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলেও মুক্তি হয় না ॥ ১৩ ॥

কোটি কোটি যজ্ঞদ্বারা মুক্তি হয় না, সুবর্ণদানদ্বারা মুক্তি হয় না, বনবাসদ্বারা মুক্তি হয় না এবং ভোজনবিহীন (অনশনব্রতাবলম্বী) হইলেও মুক্তি হয় না ॥ ১৪ ॥

দিগম্বর হইলে বা মৌনব্রত অবলম্বন করিলে মুক্তি হয় না, দেহপীড়নদ্বারা মুক্তি হয় না, সুস্বরে বেদপাঠ করিলে মুক্তি হয় না এবং উপস্থনিগ্রহ (বন্ধন বা তাড়ন) দ্বারাও মুক্তি হয় না ॥ ১৫ ॥

ন মোক্ষং কর্ম্মধর্ম্মেষু ন মোক্ষং মূর্ত্তিভাবনাৎ।
ন মোক্ষং সুজটাভারং চৈকান্তসেবনস্তথা ॥ ১৬ ॥
ন মোক্ষং ধারণং ধ্যানং ন মোক্ষং বায়ুরোধনম্।
ন মোক্ষং কন্দভক্ষেণ ন মোক্ষং সর্ব্বরোধনম্ ॥ ১৭ ॥
যাবদ্‌বুদ্ধিবিকারেণ আত্মতত্ত্বং ন বিন্দতি।
যাবদজ্ঞানজাধ্যাসং তাবচ্চিত্তস্থিরং ন হি ॥ ১৮ ॥

'বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা মুক্তি হয় না এবং মূর্ত্তিভাবনাদ্বারাও মুক্তি হয় না, সুন্দরজটাভারবহনদ্বারা মুক্তি হয় না, নির্জ্জন প্রদেশে বাসদ্বারাও মুক্তি হয় না ॥ ১৬ ॥

ধ্যান ও ধারণাদ্বারা মুক্তি হয় না, বায়ুরোধ (কুম্ভক) দ্বারা মুক্তি হয় না, কন্দমূলভক্ষণদ্বারা মুক্তি পায় না এবং সমুদয়সংরোধদ্বারাও মুক্তি হয় না ॥ ১৭ ॥

যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির বিকার থাকে, যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব (১) জানিতে না পারে এবং যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানজাত অধ্যাস (ভ্রম) থাকে, সে পর্য্যন্ত চিত্ত-স্থির হয় না ॥ ১৮ ॥

---

(১) অনেকে মনে করিতে পারেন, নানাশাস্ত্র পাঠ, নানা দেবতার আরাধনা, নানা তীর্থপর্য্যটন ও বহুবিধ ভূরি-ভূরি দান এবং নানাপ্রকার শারীরিক ক্লেশকর কর্ম্মই কষ্টসাধ্য, আত্মতত্ত্বে কষ্ট কি? অতএব আমরা অনায়াসে আত্মতত্ত্বসাধনদ্বারা আত্মোদ্ধার করিব; এরূপ বিবেচনা করিয়া যাঁহারা নিখিল কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মতত্ত্ব আশায় ধাবিত হন, তাঁহা-দিগের সকলদিক বিনষ্ট হয়; ফলতঃ আত্মতত্ত্বও বিলক্ষণ কষ্টসাধ্য ও যম-নিয়মের অধীন।

"কষ্টসাধ্যং আত্মতত্ত্বং নিয়মাল্লভতে নরঃ।"

তন্ত্রম্।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্ম্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রী মতিশ্চ জপো হুতং।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।

হঠপ্রদীপিকা।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ এই দশকে যম কহে। তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবদেবীর পূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, সদ্‌বুদ্ধি, জপ ও হোম এই দশকে যোগতত্ত্ব-বিদ্‌গণ নিয়ম বলেন।

আর ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন।—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

গীতা তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি॥

ইহার টীকাতে শ্রীধরস্বামীমহাশয় চমৎকার আভাস প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, তাবৎ আপনার জাতি ও আশ্রমোচিত কর্ম্মসকল করা অতীব কর্ত্তব্য, নচেৎ চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোৎপত্তিরও অভাব হয়; এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ কহিতেছেন,—কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান না করিলে তত্ত্বজ্ঞান (আত্মতত্ত্ব) প্রাপ্তি হয়না এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবজন্য মোক্ষও হয় না।

অভ্যন্তরস্তবেৎ শুদ্ধং চিজ্জড়স্য বিবেকজম্।
প্রক্ষালিতং মনোমাল্যং কিন্তবেৎ তপকোটিষু॥ ১৯॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

অভ্যন্তরং কথং শুদ্ধং চিজ্জড়স্য পৃথক্ কথম্।
মনোমলং সদা কৃষ্ণ কথং তন্নির্ম্মলং ভবেৎ॥ ২০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রশুদ্ধাত্মতপোনিষ্ঠ-জ্ঞানাগ্নির্ম্মলনাশকঃ।
গুরুবাক্যাৎ পৃথক্ কৃত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ২১॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্ম দ্বয়ং বীজং লোকে হি দৃঢ়বন্ধনে।
কেন কর্ম্মপ্রকারেণ লোকোমুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ২২॥

চিৎ (১) ও জড়ের (২) বিচারদ্বারা অন্তর শুদ্ধ (পবিত্র) হয়; মনের মালিন্য দূর হইলেই মুক্তি হয়; কোটি কোটি তপস্যাদ্বারা কি হইতে পারে? ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! অন্তরশুদ্ধি কিরূপ? এবং চিৎ ও জড়ের পৃথগ্‌ভাবই বা কি? মনঃ সর্ব্বদা বাসনারূপমলযুক্ত; অতএব সে নির্ম্মল কিরূপে হইতে পারে? ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—বিশুদ্ধচিত্ত ও তপোনিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানাগ্নিদ্বারা মল নাশ করে; গুরুবাক্যদ্বারা চিৎকে জড়হইতে পৃথক্ করিয়া যে অবস্থান করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ২১॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই দুইটি জগতে দৃঢ় বন্ধনবিষয়ে কারণস্বরূপ; অতএব কি কর্ম্ম করিলে লোক বন্ধনহইতে মুক্ত হয়? ॥ ২২ ॥

---

(১) চিৎ—জ্ঞানাত্মা বা ব্রহ্ম।

(২) জড়—আত্মদেহ বা জগৎ।

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগী কর্ম্মণ্যকর্ম্মা চ জ্ঞানঞ্চাভ্যাসযোগতঃ।
ব্রহ্মাগ্নির্ভর্জ্জতে বীজং অবীজং যোগিনাম্ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
যোগিনাং সহজানন্দং জন্মমৃত্যুবিনাশকম্।
নিষেধবিধিহীনঞ্চ অবীজং যোগিনাম্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বং পৃথক্‌কৃত্য আত্মন্যেব বসেৎ সদা।
মিথ্যাভূতং জগৎ ত্যক্ত্বা নান্যথা তপকোটিষু ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রীভগবদ্‌গর্ব্ভগীতাসূপনিষৎসু আত্মতত্ত্বযোগোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যোগী ব্যক্তি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্মবোধ করেন, অভ্যাসযোগে জ্ঞানযোগ লাভ হয়, অর্থাৎ যোগাভ্যাসদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, ব্রহ্মাগ্নি বীজকে ভর্জ্জন করেন (ভাজেন), তাহাতে যোগিগণের অবীজ হয়, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের কারণ থাকে না ॥ ২৩ ॥

যোগিগণের স্বাভাবিক ব্রহ্মানন্দভাবই জন্ম ও মৃত্যু বিনাশকবে ; সুতরাং তাঁহারা বিধি (নিয়ম) এবং নিষেধ (বিধিরবিপরীত-ভাব) রহিত, তাহাতেই তাঁহাদিগের অবীজ হয়। ২৪ ॥

সেইহেতু সমস্তকে পৃথক্‌করিয়া, অর্থাৎ আত্মভিন্ন পদার্থমাত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং মিথ্যাস্বরূপ জগৎকেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনকরতঃ আত্মাতেই অনুক্ষণ অবস্থানকরিবে, তদ্ভিন্ন বহুকোটি তপস্যাতেও কিছু হয় না ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রীভগবদ্‌গর্ব্ভগীতা-উপনিষদে আত্মতত্ত্বযোগ নামে প্রথমাধ্যায় ভাষাবিবরণ সমাপ্ত।

গীতাসার।

—০০—

অস্য ভগবদ্গীতাসারস্য শ্রীবিষ্ণু-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ।
পরমাত্মা দেবতা সর্ব্বদুরিতোপশান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

ওঁকারস্য চ মাহাত্ম্যং রূপং স্থানং পরন্তথা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে পুরুষোত্তম॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধু পার্থ মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ২॥
পৃথিব্যগ্নিশ্চ ঋগ্বেদো ভূরিত্যেব পিতামহঃ।
অকারে তু লয়ং প্রাপ্তে প্রথমে প্রণবাংশকে॥ ৩॥

এই ভগবদ্গীতাসারের শ্রীবিষ্ণু ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ও পরমাত্মা দেবতা ইহা সমস্ত পাপনিবারণের নিমিত্ত জপে নিয়োগ হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! প্রণবের মাহাত্ম্য, রূপ এবং পরমস্থান এই সকল শুনিতে অভিলাষকরি, অতএব আমাকে অনুগ্রহকরিয়া বলুন॥ ১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো পার্থ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা অতিসুন্দর প্রশ্ন; অতএব আমি বিস্তারপূর্ব্বক বলি, আমার নিকট শ্রবণকর॥ ২॥

প্রণবের প্রথম অংশ অকার লয়প্রাপ্ত হইলে পৃথিবী, অগ্নি এবং ঋগ্বেদ ভূঃ পদের বাচ্য ব্রহ্মা হন॥ ৩॥

অন্তরীক্ষং যজুর্ব্বেদো ভুবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
উকারে তু লয়ং প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ ৪ ॥
দ্যৌঃ সূর্য্যঃ সামবেদশ্চ স্বরিত্যেব মহেশ্বরঃ।
মকারে তু লয়ং প্রাপ্তে তৃতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ ৫ ॥
অকারঃ পীতবর্ণশ্চ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
উকারঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো মকারঃ কৃষ্ণতামসঃ ॥ ৬ ॥
উঁকারঃ শুক্লবর্ণাভঃ সত্ত্বরূপো নিরঞ্জনঃ।
অকারো রাজসঃ পীতো মকারঃ কৃষ্ণতামসঃ ॥ ৭ ॥
অকারশ্চ উকারশ্চ মকারশ্চ ধনঞ্জয়।
অর্দ্ধমাত্রাসমাযুক্তমোমিতি জ্যোতিরূপকম্ ॥ ৮ ॥

প্রণবের দ্বিতীয় অংশ উকার লয় প্রাপ্ত হইলে আকাশ এবং যজুর্ব্বেদ ভুবঃ পদের বাচ্য সনাতন বিষ্ণু হন ॥ ৪ ॥

প্রণবের তৃতীয় অংশ মকার লয় প্রাপ্ত হইলে স্বর্গ সূর্য্য এবং সামবেদ স্বঃ পদের বাচ্য মহেশ্বর হন ॥ ৫ ॥

অকার পীত (হরিদ্রা) বর্ণ এবং রজোগুণহইতে উৎপন্ন, উকার শুক্লবর্ণ এবং সত্ত্বগুণহইতে উৎপন্ন ও মকার কৃষ্ণবর্ণ এবং তমোগুণহইতে উৎপন্ন ॥ ৬ ॥

এক নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তিনিই শুক্লবর্ণ ও সত্ত্বস্বরূপ উকার, তিনিই পীতবর্ণ ও রজঃস্বরূপ অকার এবং তিনিই কৃষ্ণবর্ণ ও তমঃস্বরূপ মকারের বাচ্য হন ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! ব্রহ্ম অকার, উকার ও মকার অর্দ্ধমাত্রাতে (১) যুক্ত হইয়া ওঁ এই জ্যোতিঃস্বরূপ হন ॥ ৮ ॥

---

(১) নাদবিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ণ, যাহা অনুচার্য্য ও ব্রহ্মস্বরূপ।

ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমাত্রঞ্চ ত্বিদং ব্রহ্ম চ ত্র্যক্ষরম্।
ত্রিমাত্রঞ্চার্দ্ধমাত্রঞ্চ ত্বিদং ব্রহ্ম চ ত্র্যক্ষরম্॥ ৯॥
ত্রিমাত্রঞ্চার্দ্ধমাত্রঞ্চ যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১০॥
যোনিবীজং মহাবীজং বীজং ত্বং বীজভাবিতঃ।
স বিষ্ণোর্ভববীজাখ্যৈর্ব্বহুবিদ্যা বিভাব্যতে॥ ১১॥

এই ওঁকার ত্রিস্থান (ভূর্ভুবঃ স্বঃ), ত্রিমাত্র (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব) ও ত্র্যক্ষর (অকার উকার মকার) ব্রহ্মস্বরূপ হন এবং এই ওঁকার ত্রিমাত্র (হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত) ও অর্দ্ধমাত্র (১) স্বরূপ ব্রহ্মপদ বাচ্য হন, ফলতঃ এই প্রণবকেই ত্রিমাত্র অর্দ্ধমাত্র এবং ত্র্যক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে॥ ৯॥

অতএব এই ওঙ্কারকে ত্রিমাত্র এবং অর্দ্ধমাত্র বলিয়া যিনি জানেন তিনিই বেদবেত্তা পণ্ডিত॥ ১০॥

হে অর্জ্জুন! সেই প্রণব যোনিবীজ (২) মহাবীজ ও বীজ (করণ) পদের বাচ্য, তুমি ঐ বীজ (প্রণব) হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। বিষ্ণু এবং শিবের বীজনামক প্রণবদ্বারা বহুবিধ বিদ্যাপ্রাপ্তি হয়॥ ১১॥

---

(১) যাহা উচ্চারণকরা যায় না, তাহাকেই অর্দ্ধমাত্র কহে, যথা চণ্ডী—

"অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।"

শব্দশাস্ত্রেও উক্ত আছে।—

"একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।"

একমাত্র বর্ণকে হ্রস্ব, দ্বিমাত্র বর্ণকে দীর্ঘ ও ত্রিমাত্র বর্ণকে প্লুত এবং অর্দ্ধমাত্র বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে (মাত্রাশব্দে অংশ); ফলতঃ স্বরবর্ণের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না, এ কারণ ব্যঞ্জনবর্ণকেই অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপ বলিয়াছেন।

(২) বীজশব্দে মন্ত্র ও সকল মন্ত্রের উৎপত্তিস্থানকে যোনিবীজ কহে।

ওঁকারপ্রভবা বেদাঃ ওঁকারপ্রভবাঃ সুরাঃ।
ওঁকারপ্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ১২॥
পাদাধস্তুতলং বিদ্যাৎ পাদান্তে বিতলস্তুবেৎ।
পাতালং সন্ধিদেশে তু সপ্ত সপ্ত বিকীর্ত্তিতম্॥ ১৩॥
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকশ্চ কুক্ষিণঃ।
হৃদিস্থঃ স্বর্গলোকশ্চ মহর্লোকশ্চ বক্ষসি॥ ১৪॥

বেদসকল প্রণবহইতে উৎপন্ন, দেবতাসকল প্রণবহইতে উৎপন্ন এবং চরাচর অখিল বিশ্বসংসার সকলই প্রণবহইতে উৎপন্ন॥ ১২॥

বিশ্বরূপ ব্রহ্মের পদের অধোদেশকে অতল, পদের অগ্রভাগকে বিতল ও সন্ধিস্থলকে পাতাল (১), এইরূপে সপ্ত পাতাল এবং সপ্তস্বর্গ কথিত হয়॥ ১৩॥

তাঁহার নাভিদেশে ভূর্লোক, কুক্ষিতে (উদরে) ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক (২) বক্ষঃস্থলে মহর্লোক॥ ১৪॥

---

(১) এস্থলে ভগবান্ অতল বিতল এবং পাতালাদি সপ্ত বলিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উত্তরগীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে সকলগুলি পৃথক্ করিয়া বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

"অধঃ পাদেঽতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ।
নিতলং পাদসন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে॥ ২৬॥
মহাতলং হি জানুঃ স্যাৎ উরুদেশে রসাতলং।
কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতালসংজ্ঞয়া॥ ২৭॥"

পাদের অধোদেশ অতল, উর্দ্ধদেশ বিতল, পাদসন্ধি বিতল, জঙ্ঘা সুতল, জানু মহাতল, উরু রসাতল ও কটি তলাতল এই সপ্তস্থলস্থিত সপ্তকে সপ্তপাতাল কহে।

(২) হৃদয় এবং বক্ষঃ এক পর্য্যায়স্থলপ্রযুক্ত বিলক্ষণ বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে, কিন্তু উত্তরগীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের উনত্রিংশৎ ও একত্রিংশৎ শ্লোকেও এইরূপ একবাক্যতা আছে। যথা,—

জনোলোকশ্চ কণ্ঠস্থ-স্তপোলোকো-মুখস্থিতঃ।
সত্যলোকশ্চ মূর্দ্ধ্নিস্থো ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
অবাগ্জং প্রণবস্যাগ্রং যস্তম্বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥
অকারমগ্নিসংযুক্তং উকারং বায়ুসংযুতং।
মকারং সূর্য্যসংযুক্তমোঙ্কারং পরমং পদং ॥ ১৬ ॥

কণ্ঠে জনলোক, মুখে তপোলোক (১) এবং মস্তকে ব্রহ্মলোক; এই নিয়মে চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থিতি হয়। বাগিন্দ্রিয়ের অবিষয় সেই প্রণবের অগ্রভাগকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ (বেদজ্ঞ বিপ্র)॥ ১৫।

অকার অগ্নিযুক্ত, উকার বায়ুযুক্ত, মকার সূর্য্যযুক্ত; অতএব অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যস্বরূপ এই ওঁকারই পরমপদ বলিয়া গণ্য হয়। ১৬।

ভূর্লোকং নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ।
হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদিগ্রহতারকং ॥ ২৯ ॥
হৃদয়েঽস্থ মহর্লোকং জনোলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
তপোলোকং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে মূর্দ্ধ্নি সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩১ ।

নাভিতে ভূর্লোক, উদরে ভুবর্লোক এবং হৃদয়ে সূর্য্যাদিগ্রহ ও তারকারাজি বিরাজিত স্বর্গলোক। ২৯।

মনুষ্যের হৃদয়ে মহর্লোক, কণ্ঠে জনোলোক, ভ্রূমধ্যে তপোলোক এবং মস্তকে ব্রহ্মলোক। ৩১॥

এই উভয়লোক যখন এক হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন, তখন হৃদয়ের উর্দ্ধাধোভাগের একৈক দেশকেই উভয়লোকের স্থূলরূপে পরিকল্পনাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(১) উত্তরগীতাতে তপোলোক ভ্রূমধ্যে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অকারে তু ভবেদ্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে।
মকারে তু ভবেদ্ রুদ্রো অর্দ্ধমাত্রে তুরীয়কং ॥ ১৭ ॥
আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পশ্যেদাত্মনি গূঢ়বৎ ॥ ১৮ ॥
প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা চ পূরকো জ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণুরুচ্যতে।
রেচকঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ পরাৎপরতরঃ শিবঃ ॥ ১৯ ॥
মুখনাসিকয়োর্ম্মধ্যে বায়োঃ সঞ্চারগোচরে।
অত্র সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

অক্ষরাণি চ মাত্রাণি সর্ব্বে বিন্দুসমাশ্রিতাঃ।
নাদেন ভিদ্যতে বিন্দুঃ স নাদঃ কেন ভিদ্যতে ॥ ২১ ॥

অকারে ব্রহ্মা, উকারে বিষ্ণু, মকারে মহেশ্বর এবং তুরীয়ে (চতুর্থে) অর্দ্ধমাত্র বলা যায় ॥ ১৭ ॥

জীবাত্মাকে অরণি এবং প্রণবরূপ পরমাত্মাকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যান রূপ সংঘর্ষণের পৌনঃপুন্যবশতঃ আপনাতে গুপ্তভাবে ব্রহ্মদর্শন করিবে ॥১৮॥

প্রণব-প্রাণায়ামই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ব্রহ্মা এই প্রাণায়ামের পূবকস্বরূপ, সনাতন বিষ্ণু ইহার কুম্ভক এবং পরাৎপর পরমমঙ্গলময় শিব ইহার রেচকস্বরূপ জানিবে ॥ ১৯ ॥

মুখ ও নাসিকার মধ্যে মনকে বায়ুর গতিবিষয়স্থলে (বায়ুর গতি যে পর্য্যন্ত হয়, অর্থাৎ শূন্যস্থলে) রাখিয়া ব্রহ্ম ধ্যান করিবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না, অর্থাৎ যোগিরা কেবল ব্রহ্মধ্যানদ্বারা ব্রহ্মময় হইয়া থাকিবে ॥২০॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—বর্ণ ও মাত্রা সকলেই বিন্দুকে (শূন্যকে) আশ্রয় করিয়া থাকে এবং নাদ (শব্দ) দ্বারা বিন্দুর ভেদ হয়, কিন্তু নাদের ভেদ কাহারদ্বারা হয়? ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ওঁকারধ্বনিমাত্রেণ বায়োঃ সংহরণাত্মকং।
নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য তত্র নাদো লয়ং গতঃ॥ ২২॥
নিরালম্বে পদে শূন্যে চিত্তে তন্ময়তাঙ্গতে।
নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা দৃষ্টে দেবে পরাৎপরে॥ ২৩॥
প্রণবান্তং বিজানীয়াৎ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরন্তপ।
নাদান্তে চ সমুৎপশ্যেৎ পশ্যেদাত্মান-মাত্মনি॥ ২৪॥
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যোধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্জ্যোতিরন্তর্গতং রবিঃ॥ ২৫॥
রবেরন্তর্গতঃ স্থাণুঃ স্থাণোরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ ২৬॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ওঁকারের ধ্বনিমাত্রে বায়ুর সংহার হয়। যদ্যপি চিত্তে কোন অবলম্বন না থাকে, তাহা হইলে নাদ (১) লয় প্রাপ্ত হয়॥ ২২॥

শূন্যরূপ নিরালম্বপদে চিত্তশূন্যতা প্রাপ্ত হইলে সেই পরাৎপর পরমেশ্বর দৃষ্ট হন। তাহাতেই সমস্ত ক্রিয়া নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মভাবের আবির্ভাব হয়॥ ২৩॥

হে অর্জ্জুন! জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুকে প্রণবের অন্তভাগে জানিবে এবং নাদের অন্তভাগে আত্মশরীরে আপনাকে ব্রহ্মরূপে সন্দর্শন করিবে॥২৪॥

বিনা আঘাতে যে শব্দ হয়, সেই শব্দের যে ধ্বনি (সূক্ষ্মরব), সেই ধ্বনির মধ্যবর্ত্তী যে জ্যোতিঃ (তেজঃ), সেই জ্যোতির মধ্যে নিবিষ্ট যে সূর্য্য, সেই

---

(১) বায়ুজন্য শব্দ, অর্থাৎ আকাশে যে ধ্বনি হয়, তাহা বায়ুজন্যই হয়, বায়ু না থাকিলে নাদও থাকে না এবং নাদ না থাকিলে শূন্যও থাকে না; সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাহাতেই শ্রুতিতে বলিয়াছেন "এক মেবাদ্বিতীয়ম্"॥

তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ২৭ ॥
নাভিমধ্যে স্থিতং পদ্মং নালং তস্য দশাঙ্গুলং।
কোমলং তস্য তন্নালং নির্ম্মলঞ্চাপ্যধোমুখং ॥ ২৮ ॥
কদলীপুষ্পসঙ্কাশং চন্দ্রকোটিসমপ্রভং।
বিশালদলসম্পন্নং চারুহাসং সুনির্ম্মলং ॥ ২৯ ॥
হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং সকর্ণিকং কেশরমধ্যলীনং।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়োবদন্তি ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণং ॥ ৩০
গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিদ্রূপমাত্রং তিমিরান্তকারং।
পশ্যন্ত্যজং সর্ব্বজনান্তরস্থং নমামি হংসং পরমাত্মরূপং ॥ ৩১

সূর্য্যের অন্তর্গত যে স্থাণু (স্থিরভাব), সেই স্থাণুর মধ্যগত যে মনঃ, সেই মনঃ যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বিষ্ণুর পরমপদ ও সেই পদই পরমধ্যান এবং সেই ধ্যানকেই ব্রহ্ম বলা যায় ॥ ২৫ । ২৬ ॥ ২৭ ॥

নাভিমধ্যে যে পদ্ম আছে, তাহার নাল (দণ্ড) দশ অঙ্গুলি-পরিমিত, সেই নাল কোমল (নরম) নির্ম্মল এবং অধোমুখ ॥ ২৮ ॥

কদলীকুসুম (১) সদৃশ, কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, বিস্তৃত দলবিশিষ্ট, সুপ্রকাশ ও সুনির্ম্মল কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদলপদ্ম আছে। মুনিগণ বলেন,—অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিত পুরাণপুরুষ ভগবান বিষ্ণু ঐ কেশরমধ্যে লীন আছেন। মহাত্মারা তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে অবস্থিত, গমনাগমনাদি-ক্রিয়ারহিত, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নাশকর, সকল লোকের অন্তরস্থ, চিৎস্বরূপ ও জন্মপরিশূন্য পরমাত্মা হংসকে মুনিগণ জ্ঞাননেত্রে সন্দর্শন করেন ; অতএব তাঁহাকে প্রণাম করি। ৩১ ॥

---

(১) মোচার ন্যায় অধোমুখ।

অর্জ্জুন-উবাচ।

দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং দুরারাধ্যং দুঃখগম্যং জনার্দ্দন!।
অধোমুখমদোভূত্বা হৃদয়ে কেন গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইড়য়া বায়ুমাকৃষ্য পূরয়িত্বা দশাঙ্গুলং।
ধ্যায়েত হৃদি চিদ্রূপং পশ্চাৎ পিঙ্গলয়া ত্যজেৎ ॥ ৩৩ ॥
ততঃ পিঙ্গলয়া পূর্ব্বং বামে দক্ষিণয়া সুধীঃ।
অধোমুখন্তং হৃৎপদ্মং উদ্ধৃত্য প্রণবেন তু ॥ ৩৪ ॥
স গত্বা পদ্মকোষান্তর্ব্বিকশেদাহৃতং পুনঃ।
ততঃ পশ্চাদ্ ভবেৎ পদ্মং সর্ব্বগাত্রে সুখাবহং ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! হৃদয়স্থিত ঐ পদ্ম অধোমুখ হইয়া দুর্ব্বিজ্ঞেয় (যাহা বহুকষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়) দুরারাধ্য (দুঃখে উপাস্য) দুঃখগম্য (ক্লেশপ্রাপ্য) পরমাত্মাকে কি প্রকার প্রাপ্ত হয়?। ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—ইড়া (বাম) নাড়ীদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দশাঙ্গুলিপরিমাণে পূরকপূর্ব্বক কুম্ভকে হৃদয়ে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে, পরে পিঙ্গলা (দক্ষিণ) নাড়ীদ্বারা ঐ বায়ুকে রেচন (ত্যাগ) করিবে। ৩৩।

অনন্তর পিঙ্গলাদ্বারা ঐরূপ বায়ু পূরকপূর্ব্বক বামনাড়ীদ্বারা পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় বাম নাসিকাদ্বারা পূরকপূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা রেচন করিবে। এইরূপে পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ অধোমুখ হৃৎপদ্মকে উক্তরূপ প্রণব-প্রাণায়ামদ্বারা ঊর্দ্ধমুখকরতঃ মনঃপ্রাণাদিকে পদ্মকোষের মধ্যগত করিয়া ঐ পদ্মকে বিকসিত করিবে। পুনর্ব্বার ঐ পদ্ম হইতে মনঃপ্রাণাদি স্বস্থানে আনীত হইলে সাধকের সকল শরীর সুখকর বোধ হইয়া থাকে। ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

অষ্টপত্রঞ্চ হৃৎপদ্মং দ্বাত্রিংশৎ কেশরান্বিতং।
তস্য মধ্যে স্থিতং ধ্যায়েৎ ইন্দ্রাশ্চ সর্ব্বদেবতাঃ॥ ৩৬॥
তস্য মধ্যে গতো ভানুঃ ভানুমধ্যে গতঃ শশী।
শশিমধ্যে গতো বহ্নির্ব্বহ্নিমধ্যে গতা প্রভা॥ ৩৭॥
প্রভামধ্যে গতং পীঠং নানারত্নোপশোভিতং।
অনেকরত্নসংকীর্ণং জ্বলদগ্নিসমপ্রভং॥ ৩৮॥
তস্য মধ্যে স্থিতং দেবং নারায়ণময়ং হরিং।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতং॥ ৩৯॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মং মুষলং খড়্গমেব চ।
ধনুশ্চৈবঞ্চ বাণঞ্চ অষ্টবাহুধরং হরিং॥ ৪০॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং চন্দ্রকোটিসমপ্রভং।
পদ্মকিঞ্জল্কসদৃশং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভং॥ ৪১॥

অষ্টদল ও দ্বাত্রিংশৎ কেশরযুক্ত ঐ হৃৎপদ্মমধ্যে পরমাত্মাকে ধ্যান-করিবে এবং তত্রস্থিত ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকেও ধ্যান করিবে॥ ৩৬॥

সেই পদ্মমধ্যে সূর্য্য আছেন, সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র, চন্দ্রমধ্যে অগ্নি, অগ্নিমধ্যে তেজঃ, তেজের মধ্যে নানারত্নবিভূষিত এক বেদিকা আছে। ঐ বেদিকা বহুসংখ্যক বিবিধ রত্নদ্বারা সমাকীর্ণ এবং দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট॥ ৩৭। ৩৮।

সেই বেদিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন (১) ও কৌস্তুভমণি-যুক্ত, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুষল, খড়্গ, ধনুর্ব্বাণধারী অষ্টবাহু পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত দেব নারায়ণ হরিকে চিন্তা করিবে। ৩৯। ৪০॥

সেই হরি বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য, কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, পদ্ম-কেশরের সমান এবং তপ্তকাঞ্চনপ্রভ॥ ৪১॥

---

(১) বক্ষঃস্থিত শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী।

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভং।
কেয়ূরনূপুরোপেতং কটিসূত্রাদিসংযুতং ॥ ৪২ ॥
শুদ্ধং সূক্ষ্মং নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
অপ্রমেয়মজং দেবং তদ্বিদ্যাৎ পুরুষোত্তমং ॥ ৪৩ ॥
অষ্টাক্ষরমিদং বীজং তন্মধ্যে জ্যোতিরূপকং।
তৈলাগ্নিবর্ত্তিসংযোগমধূম-জ্যোতিরূপকং।
তাদৃশং পরমং রূপং স্মরেৎ পার্থ হ্যনন্যভাক্ ॥ ৪৪ ॥
কৃতে শুক্লং হরিং বিদ্যাৎ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণকং।
দ্বাপরে পীতবর্ণঞ্চ নীলবর্ণং কলৌ যুগে ॥ ৪৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমানো বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥ ৪৬ ॥

তিনি কোটিসূর্য্যসম তেজস্বী, নিবিড় কজ্জলবৎ প্রভান্বিত, কেয়ূর ও নূপুরাদিযুক্ত এবং কটিভূষণদ্বারা বিভূষিত ॥ ৪২ ॥

শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, অপ্রমেয় ও অজস্বরূপ উক্ত দেবকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবে ॥ ৪৩ ॥

হে পার্থ! ঐ পদ্মমধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ অষ্টাক্ষর এক মন্ত্র আছে। তৈল, অগ্নি এবং বর্ত্তি (শলিতা)-সংযুক্ত ধূমশূন্য প্রদীপের সমান স্বপ্রকাশস্বরূপ তাদৃশ পরমরূপকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিবে ॥ ৪৪ ॥

হরিকে সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগে পীতবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—অদৃশ্যপদার্থের ভাবনা (ধ্যান) নাই এবং দৃশ্যমান বিষয় বিনষ্ট হয়; অতএব যোগিগণ নিরাকার নিখিলনিয়ন্তা ব্রহ্মবস্তুকে কি প্রকারে ধ্যান করিবে? ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং মধ্যে পূর্ণস্তু সংস্থিতং।
এবং পূর্ণস্তু যঃ পশ্যেৎ সমাধেস্তচ্চ লক্ষণং ॥ ৪৭ ॥
যাবৎ পশ্যেৎ খমাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
ভিন্নে কুম্ভে যথাকাশং মহাকাশং প্রপদ্যতে।
বিভিন্নে প্রাকৃতে দেহে তথাত্মা পরমাত্মনি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সেই পরব্রহ্ম অন্তরে পূর্ণ, বাহ্যে পূর্ণ এবং সকল পদার্থের মধ্যে পরিপূর্ণ আছেন। এইরূপ সম্পূর্ণ পদার্থকে যিনি দর্শন করেন তাঁহারই সমাধির লক্ষণ জানিবে, অর্থাৎ সমাধিদ্বারাই সেই পরব্রহ্মের দর্শন হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

যে পর্য্যন্ত শূন্যরূপ সন্দর্শন হয়, সে পর্য্যন্ত সেই শূন্যরূপই চিন্তা করিবে। আকাশ (১)-মধ্যে আপনাকে স্থাপন কর, আপনাকে আকাশময় জ্ঞান করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ৪৮ ॥

যেমন ঘট ভগ্ন হইলে তদবচ্ছিন্ন আকাশ মহাকাশকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিসম্বন্ধীয় শরীর ভগ্ন হইলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলিত হয় ॥ ৪৯ ॥

---

(১) আকাশ ত্রিবিধ,—চিত্তাকাশ, মহাকাশ এবং চিদাকাশ। এখানে সেই চিদাকাশই জ্ঞাতব্য, অর্থাৎ চিদাকাশমধ্যে হংসরূপ জীবাত্মাকে যোগদ্বারা পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিবে এবং আপনি ব্রহ্মময় হইয়া আপনাতে চিত্তাকাশ (জগৎ), মহাকাশ (বাহ্যাকাশ) এবং চিদাকাশ (উক্ত দুই আকাশের কারণস্বরূপ চিদাভাস) লয় করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইবে, ইহাকেই যোগসমাধি বা জীবন্মুক্তি বলা যায়।

তাদৃশং পরমাত্মানং স্মরেৎ পার্থ হ্যনন্যভাক্‌ ॥ ৫০ ॥
অশ্বারূঢ়ো গজারূঢ়ঃ সংগ্রামে সঙ্কটে বনে।
এতদেবং সদা ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৫১ ॥
আসীনো বা সংবিশন্‌ বা গচ্ছংস্তিষ্ঠন্‌ সদা শুচিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ৫২ ॥
আসক্তে বিশদং শাস্ত্রং অন্ধস্য দর্পণং যথা।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তো যঃ পশ্যেদাত্মনমাত্মনি ॥ ৫৩ ॥
নিরালম্বে পদে শূন্যে যত্তেজ উপজায়তে।
তৎ সর্ব্বমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাং ॥ ৫৪ ॥

হে পার্থ! এইরূপ একচিত্ত হইয়া সেই পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে ॥৫০॥

অশ্বারূঢ় (ঘোড়-সওয়ার) অথবা গজারূঢ় (হস্ত্যারোহী) ব্যক্তি কিম্বা যুদ্ধস্থলস্থ, আপদগ্রস্ত এবং অরণ্যমধ্যগত ব্যক্তি যে কোনস্থলে উপবিষ্ট হউক বা শয়িতই হউক, গমনাগমন করুক, অথবা অবস্থিতিই করুক, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা শুচি হইয়া এইরূপ পরমাত্মার ধ্যানযোগবশতঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি ও সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নসহকারে যোগযুক্ত হও ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

অন্ধসম্বন্ধে দর্পণের ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে নির্ম্মলযোগশাস্ত্র নিরর্থক। যাহারা সর্ব্বপ্রকার সঙ্গরহিত, তাহারাই সেই আপনাতে আত্মাকে (ব্রহ্ম) দর্শন করিতে পারে ॥ ৫৩ ॥

শূন্যস্বরূপ নিরালম্ব (১) পদেতে যে তেজঃ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত ব্রহ্মতেজঃ নিত্য অভ্যাস করিবে। ইহাই যোগিগণের ধ্যানযোগ ॥ ৫৪ ॥

---

(১) নিরাশ্রয়, অর্থাৎ যিনি কোন আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না (ব্রহ্ম)।

নিরালম্বে পদে প্রাপ্তে চিত্তে তন্ময়তাং গতে।
নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে॥ ৫৫॥
শিলামৃদ্দারুরচিতে দেবতাবুদ্ধিকল্পিতে।
অকল্পিতং স্বয়ংজ্যোতিরাত্মনো দেবতা ন কিং?॥ ৫৬
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোহম্ভাবেন পূজয়েৎ॥ ৫৭॥
স্বদেহে পূজয়েদ্দেবং নান্যদেহে কদাচন।
স্বগেহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ॥ ৫৮॥
স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অভেদদর্শনং ধ্যানং জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥ ৫৯॥

নিরালম্ব পদপ্রাপ্ত হইয়া চিত্ত তন্ময়তা লাভ করিলে এবং পরাৎপর পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে সমুদায় ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়॥ ৫৫॥

প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠাদিদ্বারা রচিত প্রতিমাদিতে দেবতাবুদ্ধি কল্পনা করিয়া যাঁহারা অবস্থিত আছেন, সেই পুরুষের কল্পনার অবিষয়ীভূত স্বতঃসিদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ পদার্থ কি আপনার দেবতা নহে?॥ ৫৬॥

দেহ দেবালয়স্বরূপ কথিত হইয়াছে এবং জীবই দেব সদাশিবস্বরূপ; অতএব অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য পরিহারপূর্ব্বক সোহং অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই আমি; এই ভাবে পূজা করিবে॥ ৫৭॥

আপনার দেহেতে পূজা করিবে, কদাচ অন্য দেহে পূজা করিবে না। দুর্ব্বুদ্ধি লোক আপনার গৃহে পায়স পরিত্যাগকরিয়া ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করে॥৫৮॥

মনের মল (১)-ত্যাগই স্নান, ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহই শৌচ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দর্শনই ধ্যান এবং নির্ব্বিষয় মনঃই জ্ঞান॥ ৫৯॥

---

(১) "বিষয়ষ্বাতিরাগশ্চ মনসো মল উচ্যতে।"
বিষয়ভোগেচ্ছাসম্বন্ধে অন্তঃকরণের আত্যন্তিক অনুরাগকে মনোমল কহে।

অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেকং প্রয়োজনং।
অচিন্তৈব পরং ধ্যানমনিচ্ছেয়ং পরং সুখং ॥ ৬০ ॥
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোমন্ত্রো ন দেবঃ স্মরণাৎ পরং।
নান্বেষণাৎ পরা পূজা ন হ্যভ্যস্তপরং সুখং ॥ ৬১ ॥
ঘটে ভিন্নে যথাকাশো মহাকাশে প্রপদ্যতে।
দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ ৬২ ॥
যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ।
দেহজাড্যাদিসম্বন্ধ-বর্ণাশ্রমসমন্বিতান্।
ভবান্ তাংস্তান্ পরিত্যজ্য স্বভাবং ভাবয়েদ্বুধঃ ॥ ৬৩ ॥

অক্রিয়াই (১) পরমপূজা, মৌনাবলম্বনই একমাত্র প্রয়োজন, অচিন্তাই পরম ধ্যান এবং অনিচ্ছাই পরম সুখ ॥ ৬০ ॥

জ্ঞানের (২) পর মন্ত্র নাই, অর্থাৎ জ্ঞানই পরম মন্ত্র, স্মরণের (৩) পর দেবতা নাই, আত্মানুসন্ধানের পর পূজা নাই এবং যোগাভ্যাসের পর সুখ নাই ॥ ৬১ ॥

ঘটভেদ হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব-প্রকার শরীরের অভাবে স্বস্বরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২ ॥

যে যে স্থানে মনঃ গমন করে, সেই সেই স্থানে চিত্তের সমাধান (একাগ্রতা) হয়। দেহের জড়তাদিসম্বন্ধ এবং বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ও আশ্রম (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু)-সংযুক্ত সেই সেই ভাবসকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আপনার অভিরূপ অনুধ্যান করিবে ॥ ৬৩ ॥

---

(১) যাহাতে কোন ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ভাব সমাধি।

(২) ব্রহ্মবোধ।

(৩) ব্রহ্মধ্যান।

বাসনাসু বিশীর্ণাসু চিত্তে নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
যস্য নির্ব্বিষয়ং চিত্তং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

কিং করোমি জগৎস্বামিন্ কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পেঽম্বুনা যথা ॥ ৬৫ ॥
নৈব কশ্চিৎ পুরা বন্ধো মোক্ষদো বন্ধনং ভবেৎ।
বন্ধমোক্ষো বিকল্পো যৎ কিঞ্চিদজ্ঞানলক্ষণং ॥ ৬৬ ॥
যস্তু ভয়োর্ভাবমসত্যরূপং ন চাল্যতে ভাবয়িতা স পশ্যেৎ।
স্বভাবসম্বিৎপ্রতিভাতি কেবলা গ্রাহ্যং গৃহীতুর্হি বৃথা বিকল্পন
॥ ৬৭ ॥

অন্তঃকরণে বাসনাজাল বিশীর্ণ হইলে মনঃ নির্ব্বিষয় হয়, যাহার নির্ব্বিষয়, মনঃ তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ৬৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জগৎপ্রভো! কি কর্ম্ম করি? কি বস্তু গ্রহণ করি? এবং কি পদার্থই বা ত্যাগ করি? যেরূপ মহাপ্রলয়কালে জলদ্বারা জগৎ অভিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাকর্তৃক সমস্ত সংসার সম্যক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বে কোন বন্ধন ছিল না এবং মোক্ষদাতাও ছিলেন না, অথচ বন্ধন বোধ হইতেছে, অতএব বন্ধমোক্ষের যে কল্পনা, তাহা অজ্ঞানেরই চিহ্ন ॥৬৬॥

যে ব্রহ্মভাবুক ব্যক্তি বন্ধ ও মোক্ষের ভাব অসত্যরূপ সন্দর্শন করে, তাহাকে ব্রহ্মভাব হইতে বিচলিত করা যায় না, তাহার স্বভাবসিদ্ধ সম্বিৎ শুদ্ধই প্রকাশ পায়; অতএব গ্রাহ্য বস্তুর (১) গ্রহণশীল পুরুষের বন্ধমোক্ষ যে কল্পনা, তাহা বৃথাই বোধ হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

---

(১) ব্রহ্ম।

শ্রীভগবানুবাচ।

ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ং।
একমাত্রং স চাত্মা ত্বং সুবিখ্যাতং বিজৃম্ভণং ॥ ৬৮ ॥
গীতাসারমিদং পুণ্যং সর্ব্বসারসমুচ্চয়ং।
তত্র স্থিতং ব্রহ্মজ্ঞানং বেদশাস্ত্রেষু নিশ্চিতং ॥ ৬৯ ॥
ইদং শাস্ত্রং ময়া প্রোক্তং গ্রাহ্যং বেদার্থসম্মতং।
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ৭০ ॥
এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃস্বপ্ননাশনং।
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমং ॥ ৭১ ॥
অষ্টাদশপুরাণানি নব ব্যাকরণানি চ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—বন্ধন নাই, মোক্ষও নাই, একমাত্র নিরাময় (রোগবর্জিত) ব্রহ্মই আছেন, সেই ব্রহ্ম তুমি। ঐ ব্রহ্মের প্রকাশ সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত রহিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

সকল সারসংগ্রহস্বরূপ এই গীতাসার নামক গ্রন্থ অতি পবিত্র। যে ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রে বিনির্ণীত হইয়াছে, তাহাই এই গীতাসারমধ্যে বিবৃত আছে ॥ ৬৯ ॥

বেদার্থসম্মত এই গীতাসার শাস্ত্র আমি বলিলাম; ইহা সর্ব্বলোকের গ্রাহ্য। যে ব্যক্তি পরম ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, সে অব্যয় বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭০ ॥

এই উত্তম বিষ্ণুমাহাত্ম্য মহাপুণ্যদায়ক, পাপনাশক এবং কৃতার্থতাজনক। যাঁহারা এই বিষ্ণুর উত্তম মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হয় ॥ ৭১ ॥

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও নবসংখ্যক ব্যাকরণ এবং চারিবেদ এই সমুদায় শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস যে মহাভারত প্রণয়ন

নির্ম্মথ্য চতুরো বেদান্ মুনিনা ভারতং কৃতং ॥ ৭২ ॥
ভারতোদধি নির্ম্মথ্য গীতানির্ম্মথনস্য চ।
সারমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জ্জুনস্য মুখে হুতং ॥ ৭৩ ॥
মলনির্ম্মোচনং পুংসাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারস্য চ মোচনং ॥ ৭৪ ॥
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।
গীতানামসহস্রস্তু স্তবরাজ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৭৫ ॥
যস্য কুক্ষৌ চ বক্তে চ স বৈ নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্ববেদময়ী গীতা স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥

করিয়াছেন, সেই মহাভারতরূপ সমুদ্র নির্ম্মন্থন করিয়া এবং অপরাপর গীতাশাস্ত্র সমূহ বিলোড়ন করিয়া সেই সেই শাস্ত্রের সারোদ্ধার-পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থ প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনকে অর্পণ করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

এই গীতাসার ভক্তিসহকারে পাঠ করিলে পুরুষগণের সমস্ত পাপবিমোচন হয় এবং প্রতিদিন গঙ্গাস্নানজন্য ফললাভ হইয়া থাকে। অধিক কি, এই গীতারূপজলে একবারমাত্র অবগাহন করিলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও সংসারসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায় ॥ ৭৪ ॥

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে; সেই গীতা-নাম সহস্র স্তবরাজ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

সর্ব্ববেদময়ী গীতা যাহার কুক্ষিতে (উদরে) ও মুখে আছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা এই গীতা পাঠ করে, সে নারায়ণস্বরূপ এবং সেই ব্যক্তিই মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

গঙ্গা গীতা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বত্থসেবনং।
বাসরং বাসুদেবস্য পাবনানি কলৌ যুগে॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রীভগবদ্গীতাসারঃ সমাপ্তঃ।

হরিবাসরে (একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে) গঙ্গাস্নান, গীতাপাঠ, ভিক্ষু (চতুর্থাশ্রমী বা পরিব্রাজক), কপিলা (কামধেনু) এবং অশ্বত্থবৃক্ষ ইহাঁ-দিগের সেবা কলিযুগে পাবন অর্থাৎ মুক্তির কারণ হয়॥ ৭৭॥

এই স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসার ভাষাবিবরণ সমাপ্ত।

তত্ত্বোদয়ঃ।

—oo—

ঈশ্বর-উবাচ।

বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থ-ত্বক্-জিহ্বা-শ্রোত্র-
নাসিকা-চক্ষুর্ম্মনাংসি এতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি।
সত্ত্বরজস্তমাংসীতি ত্রয়োগুণাঃ।
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দা এতে পঞ্চবিষয়াঃ।
পৃথিব্যাপস্তথাতেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
এতৈরেব পঞ্চভূতৈরাত্মবোধঃ শরীরিণঃ॥ ১॥
অস্থি চর্ম্ম তথা নাড়ী রোম মাংসং তথৈব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা পৃথিব্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥
মলং মূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্ম-শোণিতমেব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তামপাঞ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা ভ্রান্তিশ্চ শ্রান্তিরেব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাস্তেজসোঽত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪॥

ঈশ্বর কহিলেন,—বাক্য, কর, চরণ, গুহ্যদেশ, উপস্থ, চর্ম্ম, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও মনঃ এইএকাদশ ইন্দ্রিয়; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয়; পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ ভূত; এই সকলের তত্ত্বনিরূপণদ্বারাই জীবাত্মার আত্মবোধ হয়॥ ১॥

অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, লোম ও মাংস এই পঞ্চগুণ পৃথিবীর॥ ২॥

মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ও শোণিত এই পঞ্চগুণ জলের॥ ৩॥

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভ্রম ও শ্রম এই পঞ্চগুণ তেজের॥ ৪॥

নিরোধাক্ষেপণাকুঞ্চং ধারণং চালনং তথা।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা বায়োশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫ ॥
রাগদ্বেষৌ তথা মোহো লজ্জালস্যং তথৈব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাঃ শূন্যস্যাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেচ্চন্দ্রঃ কস্মিন্ স্থানে দিবাকরঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেদ্‌বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৭ ॥

ঈশ্বর-উবাচ।

মূলাধারে বসেচ্চন্দ্রঃ হৃদয়ে চ দিবাকরঃ।
সূর্য্যাগ্রে চ বসেদ্‌বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে চ বসেন্মনঃ ॥ ৮ ॥

দেব্যুবাচ।

কথমুৎপদ্যতে প্রাণঃ কথমুৎপদ্যতে মনঃ।
কথমুৎপদ্যতে বাচা কথং বাচা প্রলীয়তে ॥ ৯ ॥

নিরোধ, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ, ধারণ ও চালন (স্থানান্তর নয়ন) এই পঞ্চ গুণ বায়ুর ॥ ৫ ॥

রাগ, দ্বেষ, মোহ, লজ্জা ও আলস্য এই পঞ্চগুণ আকাশের। এই সকল গুণ পর্য্যালোচনদ্বারাই পৃথিব্যাদির তত্ত্বনিরূপণ হইতে পারে ॥ ৬ ॥

দেবী কহিলেন,—দেহের কোন স্থানে চন্দ্র বাস করেন? কোন স্থানে সূর্য্য বাস করেন? কোন স্থানে বায়ু বাস করেন? এবং কোন স্থানে মনঃ বাস করেন? ॥ ৭ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—মূলাধারে চন্দ্র, হৃদয়ে সূর্য্য, সূর্য্যের অগ্রে বায়ু এবং চন্দ্রের অগ্রে মনঃ বাস করেন ॥ ৮ ॥

দেবী কহিলেন,—কি প্রকারে প্রাণ উৎপন্ন হয়? কিরূপে মনঃ জন্মে? কি উপায়ে বাক্য উদ্‌ভূত হয় এবং সেই বাক্য কি করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়? ॥ ৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

অব্যক্তাৎ প্রাণ উৎপন্নঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচা বাচা তেষু প্রলীয়তে ॥ ১০ ॥

দেব্যুবাচ।

কো বা করোতি কর্ম্মাণি কো বা লিপ্যেত পাতকৈঃ।
কো বা কৃত্বোন্মনীভূত্বা পাপপুণ্যে ন লিপ্যতে ॥ ১১ ॥

ঈশ্বর-উবাচ।

মনঃ করোতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মন এবোন্মনীভূত্বা পাপপুণ্যে ন লিপ্যতি ॥ ১২ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, প্রাণ হইতে মনঃ জন্মে, মনঃ হইতে বাক্য উদ্‌ভূত হয় এবং সেই বাক্য মনঃ প্রাণ ও প্রকৃতি ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রথমে বাক্য মনে, পরে মনঃ প্রাণে, অনন্তর সেই প্রাণ প্রকৃতিতে লয় পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

দেবী কহিলেন,—কে বা কর্ম্ম করে? কে বা পাতকে লিপ্ত হয়? কে বা পাপাদিকর্ম্ম করিয়া উন্মনীভাব (বিষয়ে অসঙ্গ) প্রাপ্ত হইয়া পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হয় না? ॥ ১১ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—মনঃ কর্ম্ম করে, মনঃ পাতকে লিপ্ত হয়, মনঃ উন্মনী-ভাব (১) প্রাপ্ত হইয়া পাপ পুণ্যে লিপ্ত হয় না ॥ ১২ ॥

---

(১) মনসোহ্যুন্মনীভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদং ॥ ৪৬ ॥
উত্তরগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছিবঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালো জরা কেন প্রজায়তে ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বর-উবাচ।

অপানে বসতে শক্তির্ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ।
অহঙ্কারে বসেৎ কালো জরা তেন প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥
চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেচ্ছিবঃ।
স্থিরচ্চিত্তে সদা দেবী স্বদেহেন চ সিধ্যতি ॥ ১৫ ॥

দেবী কহিলেন,—কোন স্থানে শক্তি বাস করেন? কোন স্থানে শিব বাস করেন? কোন স্থানে কাল বাস করেন? এবং জরা কি প্রকারে জন্মে? ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—গুহ্যদেশে শক্তি বাস করেন, ব্রহ্মাণ্ডদেশে (২) শিব বাস করেন, অহঙ্কারে কাল বাস করেন, তাহাতেই জরা জন্মে ॥ ১৪ ॥

চঞ্চলচিত্তে শক্তি বাস করেন, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন এবং দেবীও সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে বাস (৩) করেন; অতএব নিজদেহদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

মনের উন্মনীভাব হইলে দ্বৈতভাব থাকে না। যখন মনঃ উন্মনী-ভাবকে প্রাপ্ত হয়, তখনই জীবের মোক্ষপদ লাভ হয় ॥

(২) কটির ঊর্দ্ধভাগকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

(৩) তন্ত্রে কহিয়াছেন "শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ" অর্থাৎ সাধক সিদ্ধা-বস্থাকালে যখন স্থিরচিত্ত হন, তখন শক্তির সহিত সমগ্র জগৎ শিবে অভেদ দর্শন করেন; সুতরাং শিবশক্তির বিভিন্নতা শুদ্ধচিত্তের চাঞ্চল্যদোষে চঞ্চ-লতারূপে পৃথক্ অনুভূত হয়।

শিবশক্তির্যদা দেবি সমানং কুরুতে সদা।
রোগাদীংস্তু হরেত্তস্য স্বদেহেন চ সিধ্যতি ॥ ১৬ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে মাতৃশক্তিঃ ষট্‌চক্রাণি তথৈব চ।
এবং বিংশতিব্রহ্মাণ্ডং সপ্তপাতালমেব হি ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর-উবাচ।

ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কান্তা মায়াশক্তির্ভবেদধঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্তিত্রয়ং নিরঞ্জনং ॥ ১৮ ॥
আধারং গুহ্যচক্রে তু স্বাধিষ্ঠানস্তু মূলকে।
মণির্নাভৌ স্থিতঃ প্রোক্তং হৃদি চক্রে ত্বনাহতং ॥ ১৯ ॥
বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশে তু ভ্রুবোর্ম্মধ্যে চ মূর্দ্ধজং।
চক্রভেদস্য বিজ্ঞানং চক্রক্রমনিবন্ধনং ॥ ২০ ॥

হে দেবি! শিব এবং শক্তি যখন সর্ব্বদা সমভাবে সমবস্থিতি করেন, তখন দেহীর দেহস্থ রোগসকল সংহরণ করেন, অতএব নিজ দেহদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয় ॥ ১৬ ॥

দেবী কহিলেন,—কোন স্থানে মাতৃশক্তি অবস্থান করেন? এবং কোন স্থানেই বা ষট্‌চক্রাদি থাকে? বিংশতি প্রকার ব্রহ্মাণ্ড এবং সপ্তপাতাল কোন স্থানে স্থিতি করে? ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—ঊর্দ্ধশক্তির নাম কান্তা, অধঃশক্তির নাম মায়া এবং মধ্য শক্তির নাম নাভি; এই শক্তিত্রয় নিরঞ্জন অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ বিশেষ ॥ ১৮ ॥

গুহ্যচক্রে আধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত ॥ ১৯ ॥

কণ্ঠে বিশুদ্ধ এবং ভ্রূযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্র। চক্রভেদের যে বিজ্ঞান,

ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ কটেরূর্দ্ধমধঃ পাতালমেব চ।
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারকলেবরে ॥ ২১ ॥

দেব্যুবাচ।

শিবশক্তিসমস্তানি ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দশবায়ুঃ কথং দেহে দশদ্বারাণি কানি চ ॥ ২২ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

হৃদি স্থিতঃ প্রাণবায়ুরপানো গুহ্যমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠতঃ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥
ব্যানো ব্যাপী শরীরে তু সর্ব্বদেহেষু সংস্থিতঃ।
এতে চ প্রাণবাহিন্যঃ প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ ॥ ২৪ ॥

তাহা চক্রের আক্রমণ জন্যই হয়, অর্থাৎ উক্ত আধারাদি ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারিলেই চক্রবিজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ঊর্দ্ধদেশে মূল এবং অধোদেশে শাখা, এই প্রকার বৃক্ষরূপ শরীরে কটির ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মাণ্ড এবং অধোভাগে পাতাল কল্পিত হয় ॥ ২১ ॥

দেবী কহিলেন,—হে পরমেশ্বর! সমস্তই শিবশক্তিময়। দেহে দশপ্রকার বায়ু কি রূপ? এবং দশবিধ দ্বারই বা কিরূপ? আমাকে কহিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২২ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপানবায়ু গুহ্যে, সমানবায়ু নাভিতে, উদানবায়ু কণ্ঠে এবং ব্যানবায়ু সমুদায় শরীরকে ব্যাপিয়া আছে, এইরূপে সমস্ত শরীরে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অবস্থিতি করিতেছে। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জীবনের বাহকস্বরূপ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

নাগঃ সঞ্চরতে বায়ুঃ কূর্ম্মোবুদ্ধির্ভবেৎ স্বয়ং।
ক্ষুতং করোতি কৃকরো দেবদত্তো বিজৃম্ভণং ॥ ২৫ ॥
ধনঞ্জয়োনাম বায়ুঃ ক্ষণমাত্রং ন বিশ্রমেৎ।
এতে বাতানি বাতাস্তাঃ সংযোগিযোগলক্ষণং ॥ ২৬ ॥

দেব্যুবাচ।

নবদ্বারং প্রবক্ষ্যামি দশমং কথমুচ্যতে।
মায়া মোহঃ কথং দেহে কথং মাতা কথং পিতা ॥ ২৭ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়কুটুম্বেষু যত্র মায়া গৃহান্তরং ॥ ২৮ ॥
আহারং কাঙ্ক্ষতে কোঽসৌ ভুঙ্ক্তে পিবতি কঃ পুমান্।
জাগর্ত্তি সুপ্যতে কোঽসৌ সুপ্তঃ কো বা প্রবুধ্যতে ॥২৯॥

নাগবায়ু (১) উদ্গাররূপে সঞ্চারিত হয়, কূর্ম্মবায়ু উন্মীলনে প্রবোধিত হয়, কৃকরবায়ুতে ক্ষুৎ (হাঁচী) হয়, দেবদত্তবায়ু বিজৃম্ভণ (হাই) করে এবং ধনঞ্জয়বায়ু ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করে না, অর্থাৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। এই সকল বায়ুর নির্ব্বায়ুদেশে যোগ হইলে যোগিদিগের যোগ সম্যক্ প্রকাশ পায় ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

দেবী কহিলেন,—সকলে নবদ্বারই বলিয়া থাকে, দশমদ্বার কিরূপে উক্ত হয়? মায়া কিরূপ? দেহে মোহই বা কিরূপ? মাতা কিরূপ? পিতাই বা কিরূপ ॥ ২৭ ॥

পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ কুটুম্বেতে যুক্ত দেহরূপ গেহমধ্যে মায়া আছেন ॥ ২৮ ॥

কে আহার অভিলাষকরে? কে বা ভোজন ও পান করে? কে জাগরিত থাকে? কে বা নিদ্রা যায়? কে বা নিদ্রায় থাকিয়া জাগরিত হয়? ॥ ২৯ ॥

---

(১) বায়ুগণের বিশেষ বিবরণ আমার অনুবাদিত পঞ্চামৃত পুস্তকান্তর্গত আত্মানাত্মবিবেকের চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আছে।

ঈশ্বর উবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঙ্‌ক্তে চৈব হুতাশনঃ।
জাগর্ত্তি স্বপ্যতে বায়ুঃ স্বপ্নে স চ বিবুধ্যতি॥ ৩০॥

দেব্যুবাচ।

কথং জীবঃ স্থিতো দেহে কো জীবঃ পরিনৃত্যতি।
কেন পশ্যত্যসৌ জীবঃ কেন মার্গেণ সঞ্চরেৎ॥ ৩১॥
সফলং তস্য জীবস্য নিখিলং হি কথম্ভবেৎ।
কুত্র বা লীয়তে জীবো জায়তে কুতএব হি॥ ৩২॥
কো জীবস্য হি বৈ প্রাণঃ কো জীবস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর!॥ ৩৩॥

ঈশ্বর কহিলেন,—প্রাণবায়ু আহার ইচ্ছা করে, অগ্নি ভোজন করে, বায়ু জাগরিত থাকে ও নিদ্রা (১) যায় এবং লোক নিদ্রিত থাকিলেও বায়ু জাগরিত থাকে॥ ৩০॥

দেবী কহিলেন,—জীব কিরূপে দেহে অবস্থিতি করে? কোন জীব নৃত্য করে? ঐ জীব কিপ্রকারে দর্শন করে? এবং কিরূপ পথদিয়া জীব গমন করে॥ ৩১॥

সেই জীবের নিখিল কার্য্য কিরূপে সফল হয়? জীব কোন স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়? কোন্ স্থান হইতেই বা জন্মে॥ ৩২॥

জীবের প্রাণই বা কে? জীবই বা কে? হে মহেশ্বর! এই সমস্ত আপনি সম্যক্ বলিয়াছেন, তথাপি তাহা আমাকে পুনর্ব্বার বলিতে আজ্ঞা হয়॥ ৩৩॥

---

(১) মনের জাগরণেই বায়ুর জাগরণ এবং মনের নিদ্রাতেই বায়ুর নিদ্রা, প্রত্যুত মনের নিদ্রাতেও বায়ু জাগরিত থাকে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালেও বায়ুর কার্য্য শ্বাস প্রশ্বাসের অভাব হয় না।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্।
কথয়ামি ন সন্দেহঃ সারাৎসারতরং পরং ॥ ৩৪ ॥
বায়ুস্তেজস্তথাকাশং ত্রিতয়ং জীবসংজ্ঞকং।
স জীবঃ প্রাণ ইত্যুক্তো মায়া স্বপ্নঃ প্রকল্প্যতে ॥ ৩৫ ॥
জীবঃ শুক্রস্তু বিজ্ঞেয়ং জীবশব্দেন সংস্থিতং।
রজসা চ সমাযুক্তো রজোজীবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥
তমসা চ সমাযুক্তো ভবেৎ কৃষ্ণস্তথেশ্বরঃ।
সত্ত্বেন চ সমাযুক্তো ধর্ম্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহা অতি সাধু। আমি তোমার অভিলষিত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাতে সংশয় করিও না। ৩৪ ॥

বায়ু, আকাশ এবং অগ্নি এই তিনের সমষ্টি জীবনামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই জীব প্রাণরূপে কথিত হইয়াছে এবং মায়া স্বপ্ন বলিয়া কল্পিত হয়।৩৫।

জীবশব্দেতে সংস্থিত শুক্রও জীবরূপে বিজ্ঞেয় হয়। জীব রজোগুণ যুক্ত হইলে (১) রজোজীব, তমোগুণ যুক্ত হইলে তমোজীব এবং সত্ত্বগুণযুক্ত হইলে সত্ত্বজীব বলিয়া কথিত হন। সেই সত্ত্বগুণ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয় (জন্মে) ॥ ৩৬। ৩৭।

---

(১) রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০।
ভগবদ্গীতা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ।

রজোগুণ ও তমোগুণকে পরাভব করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভব হয়, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণকে পরাভব করিয়া তমোগুণ উদ্ভব হয় এবং তমোগুণ ও সত্ত্বগুণকে পরাভব করিয়া রজোগুণ উদ্ভব হয়।

নাসাগ্রস্থঞ্চ নাভিস্থং হৃদয়স্থং তৃতীয়কং।
স্থানান্যেতানি জীবস্য শরীরেষ্বেব শক্তিষু॥ ৩৮॥
নাভিস্থো গুহ্যসংস্থায়ী শিরসা পরমাত্মনা।
যাবন্নিঃসরতে বায়ুস্তাবজ্জীবো ন গচ্ছতি॥ ৩৯॥
নাভিস্থং নির্ম্মলং কৃত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ।
নাভিস্থং সর্ব্বদা দেবি হৃদি তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥ ৪০॥

শরীরমধ্যে নাসাগ্র, নাভি এবং হৃদয় এই তিন স্থানে জীবাত্মা অবস্থিতি করেন, এই নিমিত্ত উক্ত তিন প্রদেশই জীবাত্মার স্থান॥ ৩৮॥

নাভিস্থিত বায়ু ও গুহ্যস্থিত বায়ু, শিরঃস্থিত পরমাত্মার সহিত যে পর্য্যন্ত নিঃসৃত হয়, সেপর্য্যন্ত জীবসংজ্ঞা যায় না॥ ৩৯॥

যোগী নাভিস্থিত জীবকে নির্ম্মল করিয়া জন্মমরণরূপ বন্ধন হইতে বিযুক্ত হন। হে দেবি! জীব সর্ব্বদা নাভিতে ও হৃদয়দেশে অবস্থান করেন॥ ৪০॥

অপি চ—সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮॥

ভগবদ্গীতা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে ও রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে। সত্ত্বগুণস্থ জীব ঊর্দ্ধ অর্থাৎ সত্যাদি লোকে গমন করেন, রজোগুণস্থ জীব মধ্য অর্থাৎ মনুষ্যাদিলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তমোগুণস্থজীব অধঃ অর্থাৎ নরকাদিলোককে প্রাপ্ত হন।

বক্ত্রং নাসাপুটং জ্ঞেয়ং চতুর্ব্বিংশতিমান্ পুনঃ।
জীবঃ পশ্যতি দেহস্থো নাসাগ্রে চাব্যয়স্থিরঃ॥ ৪১॥
নাভিমধ্যস্থিতো বায়ুর্ব্বিশ্বসিদ্ধিং বিনির্ম্মলাং।
আদিত্যবহ্নিদীপ্তেন চক্ষুষা চাক্ষিণঃ পরং॥ ৪২॥
চন্দ্ররশ্মিসমাযুক্তং নিত্যং পশ্যন্তি যোগিনঃ।
প্রত্যক্ষং সর্ব্বভূতানাং দৃশ্যতে ন চ লক্ষ্যতে॥ ৪৩॥
আকারস্যাষ্টমোজীবো জীবো দেহেষু সংস্থিতঃ।
নাভিরন্ধ্রবিনিষ্ক্রান্তো বিষয়ং প্রাপ্য সংস্থিতঃ॥ ৪৪॥
গোলোকস্তু মহাদেবি ক্ষীরকান্তেন চাহতং।
ইতি শ্রুত্বা তু শীঘ্রং তৈরবিশ্রান্তং মনঃ পুনঃ॥ ৪৫॥

অপিচ, মুখ এবং নাসিকাদ্বয়ে তাঁহার স্থান জানিবে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ববিশিষ্ট অক্ষয় স্থিরভাবাপন্ন জীব দেহমধ্যে নাসাগ্রস্থায়ী হইয়া আত্মাকে দর্শন করেন। ৪১।

বায়ু নাভিমধ্যস্থিত হইয়া অতিনির্ম্মলরূপ সর্ব্বসিদ্ধি বিধান করেন। যোগিগণ সূর্য্যাগ্নির ন্যায় দীপ্তিযুক্ত চক্ষুর্দ্বারা চন্দ্ররশ্মিযুক্ত নেত্রের পরবর্ত্তী পদার্থকে নিত্য সাক্ষাৎকারকরেন। সকল ভূতের প্রত্যক্ষ পদার্থ দেখা যায়, কিন্তু লক্ষ্যকরা যায় না (১)॥ ৪২॥ ৪৩।

জীব শরীরের অষ্টমভাগস্বরূপ হইয়া দেহে অবস্থিতি করেন। হে মহাদেবি! জীব নাভিরন্ধ্র হইতে বিনির্গত হইয়া কমলালয়স্বরূপ গোলোক নামক স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া যোগিগণ

---

(১) জীবময় জগৎ দর্শন হইতেছে, কিন্তু জীবের স্বরূপ যে কিরূপ তাহা কাহারও লক্ষ্য হইতেছে না, এইস্থলে জ্ঞানোপদেশের ১২।১ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য।

দেব্যুবাচ।

যতো বা কথিতং জ্ঞানং নহি জানামি কেশবাৎ।
নিশ্চলং ব্রূহি মে দেব মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

মনঃ কর্ম্ম চ বাক্যানি ত্রয়মেব বিলীয়তে।
বিনা স্বপ্নং যত্র নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥
একাকী নিশ্চলঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
বালকস্য যথা ভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

দেব্যুবাচ।

ভূতানাঞ্চ কথং দেহে ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
ত্রয়ো দেবাঃ কথং নাম ত্রয়োভাবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥ ৪৯ ॥

অবিলম্বে পুনর্ব্বার মনকে অবিশ্রান্ত করিয়া রাখেন, অর্থাৎ অনবরত যোগ যুক্ত হন ॥ ৪৪ । ৪৫ ॥

দেবী কহিলেন,—হে দেব! বিষ্ণু হইতে যে জ্ঞান কথিত হইয়াছে, তাহা আমি বিজ্ঞাত নহি, অতএব আপনি সেই নিশ্চল জ্ঞান আমাকে বলুন, যে জ্ঞানে মনঃ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মনঃ কর্ম্ম এবং বাক্য, এই তিন যাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই স্বপ্নশূন্য নিদ্রাতুল্য ভাবকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় । ৪৭ ॥

একক স্থির শমগুণবিশিষ্ট চিন্তা এবং নিদ্রাপরিশূন্য হইয়া বালকের যদ্রূপ ভাব, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ॥ ৪৮ ॥

দেবী কহিলেন,—হে পরমেশ্বর! ভূতদিগের দেহে কিরূপ তিন দেবতা ও কিরূপ তিন ভাব এবং কিরূপ তিন গুণ থাকে, তাহা বলুন । ৪৯ ।

ঈশ্বর উবাচ।

সত্ত্বভাবে ভবেদ্বিষ্ণূ রজোভাবে চতুর্ম্মুখঃ।
তমোভাবে স্বয়ং রুদ্রস্ত্রয়োভাবাস্ত্রয়োগুণাঃ ॥ ৫০ ॥
বিশ্বরূপী ভবেদ্ব্রহ্মা মনোরূপস্তথা হরিঃ।
বায়ুরূপস্তথা রুদ্রস্ত্রয়ো ভাবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৫১ ॥
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
অহং মূর্ত্তিরহঙ্কারো অহং সর্ব্ব-জগৎ-শিবঃ ॥ ৫২ ॥
অহং ব্রহ্মা অহং বিষ্ণুরহং শূন্যং নিরঞ্জনং।
যদিদং নিশ্চলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং ॥ ৫৩ ॥
নিষ্কর্ম্ম নির্ম্মলং শুদ্ধং সর্ব্বব্যাপি মহেশ্বরং।
অপ্রত্যক্ষমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতং ॥ ৫৪ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—সত্ত্বভাবে বিষ্ণু, রজোভাবে ব্রহ্মা এবং তমোভা শিব এই তিনভাব এবং উক্ত সত্ত্বাদি তিন ভাবই তিন গুণ। ৫০ ॥

পক্ষান্তরে বিশ্বরূপবিশিষ্ট ব্রহ্মা, মনোরূপবিশিষ্ট বিষ্ণু এবং বায়ুরূ বিশিষ্ট শিব ইহারা তিন ভাব এবং এই তিন গুণ ॥ ৫১ ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন দেবতা একমূর্ত্তিস্বরূপ হন, আ অহঙ্কারমূর্ত্তি, আমি সমস্ত জগতে শিবস্বরূপ। ৫২ ॥

আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু, আমি শূন্যস্বরূপ, আমি নির্ম্মল এবং যা নিশ্চল ব্যোমাতীত নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাহাও আমি ॥ ৫৩ ॥

আমি কর্ম্মশূন্য নির্ম্মলপবিত্র সর্ব্বব্যাপী অপ্রত্যক্ষ অবিজ্ঞেয় ও উৎপ বিনাশবর্জ্জিত মহেশ্বর। ৫৪ ।

কেবলং নির্ম্মলং শুভ্রং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভং।
কারণঞ্চ ত্রয়ং সর্ব্বং হেতুসাধনবর্জ্জিতং।
ধ্যায়তে পরমাত্মানং স যোগী যোগ ঈশ্বরঃ॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীশিবশক্ত্যুদিততত্ত্বোদয়ঃ সমাপ্তঃ।

অদ্বিতীয় নির্ম্মল ও শুদ্ধস্ফটিকতুল্য শুভ্র গুণত্রয়ের কারণ সকল হেতু-সাধনশূন্য পরমাত্মাকে যিনি ধ্যান করেন, তিনিই যোগী এবং তিনিই যোগ বিষয়ে প্রধান॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীশিবশক্তিকথিত তত্ত্বোদয়ভাষা
বিবরণ সমাপ্ত।

জ্ঞানোপদেশঃ।

—oo—

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুং।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ স্কন্দোবচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

স্কন্দ-উবাচ।

ভ্রামিতোঽস্মি ত্বয়া নাথ দুস্তরে শাস্ত্রসাগরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-মহাগ্রাহ-মত-ভেদাহিসঙ্কুলে ॥ ২ ॥
তত্ত্বসারং ন জানামি বঞ্চিতোঽস্মি ত্বয়া প্রভো!।
সারাৎসারতরং গুহ্যং হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতং।
কথয়স্ব মহাদেব যদি চাস্তি কৃপা ময়ি ॥ ৩ ॥

হেমাদ্রির পৃষ্ঠভাগে সুখোপবিষ্ট জগদ্‌গুরু দেবদেব মহাদেবকে মহাভাগ স্কন্দ (১) মস্তকদ্বারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

স্কন্দ কহিলেন,—হে নাথ! ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ মহাজলজন্তু এবং মতভেদ রূপ ভয়ানক ভুজঙ্গদ্বারা সমাকীর্ণ দুষ্পার শাস্ত্রসাগরে আমি আপনা কর্ত্তৃক অনেক ভ্রামিত হইয়াছি ॥ ২ ॥

হে প্রভো! সারতত্ত্ব আমি অবগত নহি, তাহাতে আপনাকর্ত্তৃক বঞ্চিত আছি; অতএব যদি আমার প্রতি কৃপা হয়, তাহা হইলে সার হইতে অতিসারস্বরূপ, কারণ ও নিদর্শনরহিত এবং গোপনীয় জ্ঞান বলুন। ৩।

---

(১) স্কন্দ, গুহেশান, ষড়ানন প্রভৃতি কার্ত্তিকেয়ের নাম।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু পুত্র মহাজ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বোঽসি শাস্ত্রতঃ।
অধুনা তে প্রবক্ষ্যামি তৎপরং জ্যোতিরব্যয়ং ॥ ৪ ॥
কথিতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতঞ্চ প্রযত্নতঃ।
গুরুপ্রোক্তৈর্ম্মহাবাক্যৈঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশিতৈঃ ॥ ৫ ॥
সত্বরঞ্চ প্রযত্নেন তত্ত্বশুদ্ধিং বিধায় চ।
বোধয়েৎ শুদ্ধমাকাশং নোপায়ং শ্রবণাদিভিঃ ॥ ৬ ॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে বাচা তস্য করোতি কিং।
বাচাহীনো গুরুর্নাস্তি স্বভাবত্বং পরং পদং ॥ ৭ ॥
এবং জ্ঞাত্বা গুহেশান গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্ ॥ ৮ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—হে পুত্র! মহৎ জ্ঞান শ্রবণ কর। এক্ষণে তুমি শাস্ত্র পর্য্যালোচনাদ্বারা শুদ্ধসত্ব হইয়াছ। অতএব অব্যয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরম ব্রহ্মতত্ব তোমাকে বলিব ॥ ৪ ॥

যাহা সকল শাস্ত্রে বিবৃত, প্রযত্নপূর্ব্বক গুপ্ত, শুদ্ধসত্বদ্বারা প্রকাশিত এবং গুরুকর্ত্তৃক কথিত, এরূপ মহাবাক্যদ্বারা সত্বর প্রযত্নসহকারে তত্বশুদ্ধি করিয়া, শুদ্ধ আকাশকে অবগত হইবে, যাহার পরিজ্ঞানে শ্রবণাদিদ্বারা উপায়ান্তর নাই। ৫ ॥ ৬ ॥

যাঁহা হইতে বাক্য নিবৃত্তিকে পায়, বাক্যদ্বারা তাঁহার কি করিবে? বাক্যবিহীনস্থলে গুরু নাই; অতএব স্বরূপত্বই পরম পদ। ৭ ॥

হে গুহেশান! এইরূপ জানিয়া যে গুরুনিন্দা করে, সে মহারৌরব নামক ভয়াবহ নরকে গমন করে ॥ ৮ ॥

গুরুত্যাগাৎ গুরুদ্বেষাৎ গুরোশ্চালীকসেবনাৎ।
ব্রহ্মোপদেশধূর্ত্তাশ্চ জায়ন্তে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৯ ॥

স্কন্দ উবাচ।

কো বা পিণ্ডং পদং কিম্বা রূপং বা কিমিহোচ্যতে।
রূপাতীতস্তু কিং প্রোক্তং তত্তদাখ্যাহি শঙ্কর ॥ ১০ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পিণ্ডশ্চ কুণ্ডলীশক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতং।
রূপং বিন্দুসমাখ্যাতং রূপাতীতং নিরঞ্জনং ॥ ১১ ॥
স্রষ্টুর্যা কুণ্ডলীশক্তির্দ্বিপ্রকারা হি সা মতা।
একধা স্থূলরূপা তু লোকানাং দৃষ্টিগোচরা ॥ ১২ ॥

গুরুকে ত্যাগ, গুরুর প্রতি হিংসা এবং গুরুর মিথ্যা পরিচর্য্যাবশতঃ ব্রহ্ম উপদেশ বিষয়ে বঞ্চকস্বরূপ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৯।

স্কন্দ কহিলেন,—পিণ্ড কে? পদই বা কি? রূপই বা কি? এবং রূপাতীতই বা কি? হে শঙ্কর! সে সকল বিষয় পৃথগ্‌রূপে আমাকে শিক্ষাপ্রদান করুন। ১০ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—কুণ্ডলিনী শক্তির নাম পিণ্ড, হংসই পদ, শূন্যই রূপ নামে অভিহিত হয় এবং রূপাতীত বস্তুই নিরঞ্জন অর্থাৎ ব্রহ্ম। ১১।

সৃষ্টিকর্ত্তার যে কুণ্ডলীশক্তি তাহা দুইপ্রকার; এক প্রকার স্থূলরূপ (১) ও লোকদিগের চক্ষুর বিষয় এবং অন্যপ্রকার সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম (২), সকলের কারণ

---

(১) স্থূল শরীর।

(২) জীব।

অপরা সর্ব্বগা সূক্ষ্মা হেতুভূতা সনাতনী।
তস্যা ভেদং ন জানন্তি পশুপ্রায়া বিমোহিতাঃ ॥ ১৩ ॥
পিণ্ডে যুক্তা পদে যুক্তা রূপে যুক্তা বিমোহিতাঃ।
রূপাতীতেষু যে যুক্তাস্তে বৈ মুক্তা ন চাপরে ॥ ১৪ ॥

স্কন্দ উবাচ।

মুক্তিস্তু কিদৃশী নাথ বন্ধনং কিমিহোচ্যতে।
মুক্তিকৃৎ বন্ধকৃৎ কোঽসৌ কেনোপায়েন তদ্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

নৈব পুত্র পুরা বন্ধোঽধুনা মুক্তির্ন বিদ্যতে।
বন্ধমুক্তবিকল্পোঽয়ং তদেবাজ্ঞানলক্ষণং ॥ ১৬ ॥
বন্ধো বিকল্পপাশেন ধর্ম্মাধর্ম্মভবেন চ।
লভতে সর্ব্বদুঃখানি সুখানি বিবিধানি চ ॥ ১৭ ॥

স্বরূপ ও নিত্য, তাহার ভেদ পশুপ্রায় বিমুগ্ধ মানবগণও জানিতে পারে না ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

পিণ্ডে যুক্ত, পদে যুক্ত ও রূপে যুক্ত জনগণ বিমোহিত হন, কিন্তু যে যোগিগণ রূপাতীতবস্তুতে যোগযুক্ত হন, তাঁহারাই মুক্ত, অন্যে নহে। ১৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন,—হে নাথ! এই সংসারে মুক্তি কিরূপ ও বন্ধনই বা কিরূপ, মোক্ষকর্ত্তা ও বন্ধনকর্ত্তা বা কে এবং কি উপায়দ্বারাই বা সেই মুক্তি ও বন্ধন হয়? ॥ ১৫ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—হে পুত্র! পূর্ব্বে বন্ধনও ছিল না এবং এক্ষণে মুক্তিও নাই, বন্ধ ও মুক্তি এই উভয় বিকল্পই (১) অজ্ঞানের লক্ষণ ॥ ১৬ ॥

লোক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বিকল্প পাশদ্বারা বদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার সুখদুঃখাদি ভোগ করে ॥ ১৭ ॥

---

(১) ভ্রান্তি।

স্বয়ং বদ্ধোহি বধ্যেত বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
প্রবর্ত্ততে প্রবৃত্তস্তু নিবৃত্তস্তু নিবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥
তত্ত্বসারং ন জানন্তি মম মায়াবিমোহিতাঃ।
তেন সর্ব্বে গুহেশান জ্ঞানতত্ত্ববিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥
সাংখ্যাঃ প্রকৃতিবাদে চ বৌদ্ধাঃ শূন্যপদে তথা।
অস্তি নাস্তীতি চার্ব্বাকাঃ শিক্ষাবেদে চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ২০ ॥
মীমাংসকাগ্নিহোত্রে চ চতুরাশ্রমকীর্ত্তনাঃ।
সুষুম্নাবর্ত্মনা ভেদে শৈবে পাশুপতাস্তথা ॥ ২১ ॥
কেচিৎ কাপালনিরতা আদ্যাভেদে চ গোমতী।
দীক্ষাশিক্ষারতাঃ কেচিৎ মন্ত্রসিদ্ধ্যা বিমোহিতাঃ ॥ ২২ ॥

আপনা হইতে আপনাকে যে বন্ধন মানে, সেই বন্ধন এবং আপনা হইতে আপনাকে যে মুক্ত মানে, সেই মুক্ত। আপনা হইতে প্রবৃত্ত হইলে প্রবৃত্ত এবং আপনা হইতে নিবৃত্ত হইলেই নিবৃত্ত বলা যায় ॥ ১৮ ॥

হে গুহেশান! লোকসকল আমার মায়াতে বিমোহিত হইয়া সার-তত্ত্ব অভিজ্ঞাত হইতে পারে না, সেইহেতু সকলে তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিবাদবিষয়ে সাংখ্যগণ, শূন্যবাদবিষয়ে বৌদ্ধগণ, অস্তিনাস্তিবাদ-বিষয়ে চার্ব্বাকগণ, শিক্ষাবেদবিষয়ে বৈষ্ণবগণ নিরত হয় ॥ ২০ ॥

অগ্নিহোত্রযাগবিষয়ে মীমাংসকগণ, সুষুম্না পথদ্বারা ষটচক্রভেদবিষয়ে চারি (১) আশ্রমিগণ ও শৈবশাস্ত্রে শিবভক্তগণ নিরত হয় ॥ ২১ ॥

এবং কেহ কাপাল (বামাচার বিশেষ)-ব্রতে এবং কেহ শক্তিভেদে গোমতী দীক্ষাবিষয়ে আসক্ত ও কেহ কেহ শিক্ষাতে রত হইয়া মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে বিমোহিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

---

(১) ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষু।

অদ্বৈতমাশ্রয়ন্ত্যেতে খণ্ডজ্ঞানপরায়ণাঃ।
গোপিতং পরমানন্দং তব ভক্ত্যা বদাম্যহং ॥ ২৩ ॥
ত্যজ পুত্র গুদাধারং স্বাধিষ্ঠানং পরিত্যজ।
মণিপুরং পরিত্যজ্য ত্যজ চক্রমনাহতং ॥ ২৪ ॥
ত্যজ পুত্র বিশুদ্ধন্তু আজ্ঞাচক্রং পরিত্যজ।
ব্যোমচক্রং পরিত্যজ্য বায়ুভেদান্ পরিত্যজ ॥ ২৫ ॥
আসনানি বিচিত্রাণি বিজ্ঞানানি পরিত্যজ।
ত্যজ ভাবমভাবঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ ॥ ২৬ ॥
জপপূজাদিকঞ্চাপি সাধনানি পরিত্যজ।
যানি ত্যজসি সর্ব্বাণি তান্যপি ত্যজ দূরতঃ ॥ ২৭ ॥

তাহারা খণ্ডজ্ঞানপরায়ণ হইয়া অদ্বৈত পদকে আশ্রয় করে না, আমি তোমার ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব গুপ্ত পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু বলিব ॥ ২৩ ॥

হে পুত্র! গুহ্যাধার ত্যাগ কর, স্বাধিষ্ঠান ত্যাগ কর এবং মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া অনাহত চক্রকেও ত্যাগ কর। ২৪।

হে পুত্র! বিশুদ্ধচক্র ত্যাগ কর এবং আজ্ঞাচক্রও পরিত্যাগ কর, পরে ব্যোমচক্রকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ুভেদকে ত্যাগ কর ॥ ২৫ ॥

বিবিধ আসন ত্যাগ কর, বিজ্ঞান (পাণ্ডিত্য) সকল ত্যাগ কর, ভাব ও অভাব ত্যাগ কর, সত্য ও মিথ্যা এই উভয়কে পরিত্যাগ কর। ২৬।

জপ পূজা প্রভৃতি অন্যান্য সাধন (উপায়) সকল ত্যাগ কর এবং অপর যে সমস্ত বিষয় ত্যাগের যোগ্য হয়, তাহাও ত্যাগ কর। ২৭।

শরীরং সাধয়িষ্যামি কৃত্বা চৈব রসায়নং।
এতদ্ভ্রান্তিং পরিত্যজ্য পরমাত্মদৃঢ়োভব ॥ ২৮ ॥
কশ্চিৎ জীবতি পঞ্চাহং দশাহঞ্চ তথাপরঃ।
মাসার্দ্ধঞ্চাপরঃ কশ্চিৎ মাসং বার্ষিকমেব বা ॥ ২৯ ॥
পঞ্চ বা বৎসরান্ কশ্চিৎ দশপঞ্চদশাব্দিকং।
এবং ক্রমেণ ভূতেষু শতমায়ুর্নৃণাং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥
মানুষাচ্চ বরঃ শক্রঃ শক্রাচ্চাপি পিতামহঃ।
পিতামহাদ্বরোবিষ্ণু স্তথাদেববরোহ্যহং।
মামেব গ্রসতে কালঃ কথং পুত্র রসায়নং ॥ ৩১ ॥
ত্যজ পুত্র মমাজ্ঞানং মমেতীতি পরিত্যজ।
অণুমাত্রং সদা শূন্যং সংসারমূলকারণং ॥ ৩২ ॥

রসায়ন (ব্যাধিনাশক ঔষধ বিশেষ) দ্বারা শরীর সাধন করিব, এই রূপ ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মবিষয়ে একাগ্রচিত্ত হও। ২৮ ॥

কোন প্রাণী পাঁচ দিন জীবিত থাকে, কেহ দশদিন, কেহ পঞ্চদশ দিন কেহ এক মাস এবং কেহ এক বর্ষ জীবিত থাকে। ২৯ ॥

কেহ পঞ্চ বৎসর, কেহ দশ বৎসর এবং কেহ পঞ্চদশ বৎসর জীবিত থাকে। এইরূপ নিয়মে প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যগণের একশত বর্ষ পরমায়ু হয় ॥ ৩০ ॥

মনুষ্য হইতে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র হইতে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা হইতে যেরূপ দেবপ্রধান বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আমিও শ্রেষ্ঠতম হই। হে পুত্র! আমাকেও কাল গ্রাস করে, অতএব রসায়ন কেন? ৩১ ॥

হে পুত্র! মমতারূপ অজ্ঞান ত্যাগ কর এবং "ইহা আমার" এইরূপ অজ্ঞানও ত্যাগ কর। পরমাণুস্বরূপ সর্ব্বদা শূন্যবস্তু সংসারের মূল কারণ। ৩২ ॥

অস্তি-নাস্তি-দ্বয়াতীতং অস্তি-নাস্তি-সমন্বিতং।
সর্ব্বাকারং নিরাকারং আধারাধেয়বর্জ্জিতং ॥ ৩৩ ॥
যস্মিন্‌ মধ্যগতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যগতঞ্চ যৎ।
সর্ব্ববীজঞ্চৈব সর্ব্বং সর্ব্বাধারনিরঞ্জনং ॥ ৩৪ ॥
অকর্ত্তা বা কথং কর্ত্তা কর্ত্তা বাহকর্তৃকো ভবেৎ।
অসত্যং বা কথং সত্যং ইন্দ্রজালসমোপমং ॥ ৩৫ ॥

স্কন্দ-উবাচ।

নচ বাদঃ প্রকর্ত্তব্যো গুরুণা সহ শঙ্কর।
তত্ত্ববাদঃ প্রকর্ত্তব্যো নান্যথা নিশ্চয়ো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

ঈশ্বর-উবাচ।

আকাশে চ স্থিতঃ সূর্য্যো মণিস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
উভাভ্যাং জায়তে বহ্নিঃ কর্ত্তৃত্বং কস্য জায়তে ॥ ৩৭ ॥

সেই পরমাণুস্বরূপ সংসারের মূলকারণ শূন্যবস্তু অস্তিনাস্তি এই প্রতীতির অতীত এবং অস্তি নাস্তি এই উভয়ে সংযুক্ত, সর্ব্বস্বরূপ, নিরাকার এবং আধার আধেয় রহিত ॥ ৩৩ ॥

বিশ্ব যাঁহার মধ্যগত এবং যিনি বিশ্বেরও মধ্যগত, তিনি সকলেরই কারণ, সর্ব্বস্বরূপ, সকলের আধার এবং নিরঞ্জন ॥ ৩৪ ॥

অকর্ত্তা কিরূপে কর্ত্তা হইতে পারে? কর্ত্তাই বা কিরূপে অকর্ত্তা হইতে পারে? এবং অসত্যই বা কিরূপে সত্য হইতে পারে? পরন্তু সমস্তই ইন্দ্রজাল (ভোজবাজি)-তুল্য ॥ ৩৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন,—হে শঙ্কর! গুরুর সহিত বাদ (পরপক্ষখণ্ডনপূর্ব্বক স্বপক্ষস্থাপন) করিবে না, কিন্তু তত্ত্ববাদ করিবে, কারণ তত্ত্ববাদব্যতিরেকে অন্যবিধ উপায়দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে না ॥ ৩৬ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—আকাশে সূর্য্য অবস্থিতি করেন এবং ভূতলে মণি থাকে, এই উভয় হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়; তাহাতে কর্তৃত্ব কাহার ঘটে? ৩৭ ॥

অনিচ্ছা তত্র সূর্য্যস্য মণেরিচ্ছা ন বিদ্যতে।
অনিচ্ছা সহিতো বহ্নির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৩৮॥
মণিসূর্য্যসমন্বায়ং স্বভাবে নাস্তি কারণং।
অকর্ত্তাপি চ কর্ত্তেতি ভবত্যেব স্বভাবতঃ॥ ৩৯॥
যথা গন্ধঃ স্বভাবেন পৃথিব্যামনুবর্ত্ততে।
এবং সহায়ভাবেন কারণং কার্য্যমেব চ॥ ৪০॥
সত্যং ভবতি মুক্তানাং অসত্যং পাপচেতসাং।
সত্যানৃতং তথা পুত্র! অধিকারিবিভেদতঃ॥ ৪১॥
পরমানন্দমদ্বৈতং পরং ব্রহ্মময়ং সদা।
তৎপদং গম্যতে যেন তদুপায়মিমং শৃণু॥ ৪২॥

সূর্য্য ও মণিসংযোগে যে অগ্নির উৎপত্তি হয় তাহাতে সূর্য্যের ইচ্ছা নাই, মণিরও ইচ্ছা নাই এবং অগ্নিও অনিচ্ছাক্রমে নিঃসংশয় সমুৎপন্ন হয়॥ ৩৮॥

মণি ও সূর্য্যের ন্যায় স্বভাব বিষয়ে যেরূপ কারণ নাই, সেইরূপ অকর্ত্তাও স্বভাবতঃ কর্ত্তা হয়, এ বিষয়েও কারণ নাই॥ ৩৯॥

যেরূপ গন্ধপদার্থ স্বভাবতঃ পৃথিবীতে অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ সহায় ভাবে (১) কারণও কার্য্যরূপে পরিণত হয়॥ ৪০॥

হে পুত্র! মুক্তগণের সম্বন্ধে সত্যস্বরূপ ও পাপিগণের সম্বন্ধে অসত্য স্বরূপ, এইরূপ অধিকারিভেদে সত্য এবং মিথ্যা হইয়া থাকে॥ ৪১॥

পরমানন্দস্বরূপ অদ্বৈত এবং সর্ব্বদা পরমব্রহ্মময় সেই পদ যাহা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৪২॥

---

(১) সহায়ভাবে কার্য্যই কারণস্বরূপ হয়, যেরূপ গন্ধের কারণ পৃথিবী এবং পৃথিবীই কার্য্যরূপে গন্ধ হয়, সেইরূপ ঈশ্বর সকলের কারণ এবং তিনিই কার্য্যরূপে সকল হন, অতএব কার্য্যকারণের অভেদভাব প্রতিপাদন করা হইল।

জ্যোতীরূপং ভ্রুবোর্মধ্যে তৎ পদঞ্চাবলোকয়েৎ ।
অনুৎপন্নং প্রসত্যঞ্চ সহজানন্দকারণং ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বব্যাপং শিবং পূর্ণং ব্যাপ্যব্যাপকবর্জ্জিতং ।
অনাদ্যন্তমকথ্যঞ্চ সনাতনমজং বিভুং ॥ ৪৪ ॥
মহাতমঃসমুচ্ছেদং তিরস্কৃতদিবাকরং ।
ইন্দ্রিয়াণামতীতং তৎ শুদ্ধবুদ্ধিপ্রকাশিতং ॥ ৪৫ ॥
যত্র কালভয়ং নাস্তি ন চ মৃত্যুভয়স্তথা ।
মন্ত্রাপেক্ষা তত্র নাস্তি জ্ঞানাপেক্ষা তথৈব চ ॥ ৪৬ ॥

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে জ্যোতীরূপ উৎপত্তিশূন্য সত্যস্বরূপ স্বাভাবিক আনন্দের কারণ সেই ব্রহ্মপদ অবলোকন করিবে ॥ ৪৩ ॥

যিনি সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপক-বর্জ্জিত আদ্যন্তরহিত অনির্ব্বচনীয় সনাতন ও অজ (জন্মশূন্য) এবং তিনিই সকলের নিয়ন্তা ॥ ৪৪ ॥

মহান্ধকারের সম্যক্ উচ্ছেদক (নাশক) এবং দিবাকর অপেক্ষাও তেজোময় ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্ম, বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রকাশিত হন ॥ ৪৫ ॥

যাহা দৃষ্ট হইলে কালভয় (১) থাকে না এবং মৃত্যুভয়ও থাকে

---

(১) ভগবদ্গীতার দশমাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যম, কাল, অক্ষয় কাল এবং মৃত্যু এই চতুর্ব্বিধ নাম উল্লেখপূর্ব্বক প্রত্যেকের পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করিয়া প্রভেদ প্রদর্শন করাইয়াছেন ।

যমঃ সংযমতা মহম্ ॥ ২৯ ॥
কালঃ কলয়তা মহম্ ॥ ৩০ ॥
অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ ॥ ৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহম্ ॥ ৩৪ ॥

নিয়মকারিগণ মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥ বশকারিগণ বা ক্ষণ, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, প্রহর, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসরাদি গণনাকারিগণমধ্যে

পাপপুণ্যং তত্র নাস্তি পূজা চর্চ্চা তথৈব চ।
স্নানেন তস্য কিং কার্য্যং পিতৃণাং তর্পণেন চ।
লোকাচারেণ কিং তস্য ভক্ষ্যাভক্ষ্যেণ বা পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
পৃচ্ছ ত্বং তত্ত্বসদ্ভাবং যদ্বৈ পশ্যন্তি যোগিনঃ।
দিগধীশা যদাগত্য পূজয়ন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৮ ॥
যথা ব্যাঘ্রভয়াৎ ত্রস্তো দীর্ঘবৃক্ষে প্রসংস্থিতঃ।
ন শক্যতে সমাহন্তুং ব্যাঘ্রেণাপি বলীয়সা ॥ ৪৯ ॥

না, তাহাতে মন্ত্রের (২) অপেক্ষা নাই এবং জ্ঞানের (৩) অপেক্ষাও নাই। ৪৬।

সেই পূর্ণব্রহ্মে পাপ ও পুণ্য নাই এবং পূজা ও চর্চ্চা (চিত্তব্যাপার) নাই। তাঁহার স্নানদ্বারা কি কার্য্য? পিতৃগণের তর্পণদ্বারাই বা কি প্রয়োজন? তাঁহার লোকাচারদ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়? খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়াই বা তাঁহার কি প্রয়োজন হইতে পারে? । ৪৭ ।

যে তত্ত্বের স্বরূপ যোগিগণ দর্শন করেন এবং যাহার উদ্দেশে দিক্‌পালগণ আসিয়া পুনঃ পুনঃ পূজা করেন, তুমি সেই তত্ত্বের উৎকৃষ্টতা জিজ্ঞাসা কর, ॥ ৪৮ ॥

যেরূপ ব্যাঘ্রভয়ে ভীত উন্নত বৃক্ষে সমারূঢ় ব্যক্তিকে বলিষ্ঠ ব্যাঘ্রও বিনাশ করিতে পারে না। ৪৯ ॥

আমি কাল ॥ ৩০ ॥ অক্ষয় প্রবাহরূপ কাল আমি ॥ ৩৩ ॥ সংহারকারিগণ মধ্যে সর্ব্ব সংহারক মৃত্যু আমি ॥ ৩৪ ॥

(২) সাকার দেবাদির সাধন মন্ত্র।

(৩) জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং।

গীতা ৭ অধ্যায় ২য় শ্লোক, স্বামিকৃত টীকা

ঈশ্বর বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান।

তথৈব দেববৃক্ষাগ্রে শ্রীকান্তে চ সমংস্থিতঃ।
কালব্যাঘ্রেণ কিং তস্য শুদ্ধান্তো যঃ সমভ্যসেৎ॥ ৫০॥
সর্ষপস্তু গবাং শৃঙ্গে যাবদেবাবতিষ্ঠতে।
তৎকালদর্শনাৎ তস্য নরো নারায়ণো ভবেৎ॥ ৫১॥

স্কন্দ উবাচ।

তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কথং কুর্ব্বন্ ন লিপ্যতে।
ন ধাবত্যপরং কর্ম্ম তদ্‌ব্রূহি শশিশেখর!॥ ৫২॥

ঈশ্বর উবাচ।

কামনাসহিতং কর্ম্ম কুরুতে যদি ষণ্মুখ।
তদাসৌ লিপ্যতে কর্ত্তা নিষ্কামো নৈব লিপ্যতে॥ ৫৩॥

স্কন্দ-উবাচ।

কাচিন্নারী মহাদেব সুখার্থে কুরুতে রতিং।
গর্ব্ভে চ নৈব কামোঽস্তি কস্মাৎ ভবতি গুর্ব্বিণী॥ ৫৪॥

সেইরূপ যে ব্যক্তি কমলাপতিস্বরূপ বৃক্ষাগ্রে একান্তভাবে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধান্তঃকরণে তত্ত্ব অভ্যাস করে, কালব্যাঘ্র তাহার কি করিবে?। ৫০॥

গোশৃঙ্গে যাবৎকাল সর্ষপ অবস্থান করে, তাবৎকাল তাঁহার স্বস্বরূপ (ব্রহ্মভাব) দর্শন করিলেও মনুষ্য নারায়ণ স্বরূপ হইতে পারে॥ ৫১।

স্কন্দ কহিলেন,—হে শশিশেখর! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মসকল করিয়াও কি জন্য তদ্দ্বারা লিপ্ত হন না? এবং এক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে থাকিয়াও কর্ম্মান্তরের প্রতি কেন ধাবমান হন না?॥ ৫২॥

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ষড়ানন! লোক যখন কামনার সহিত কর্ম্ম করে, তখন সেই কর্ত্তা কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয়, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে সেই কর্ত্তা কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না॥ ৫৩॥

স্কন্দ কহিলেন,—হে মহাদেব! কোন কামিনী সুখোদ্দেশে রতি করে, কিন্তু তাহার গর্ব্ভেতে কামনা নাই, তবে কি জন্য গর্ব্ভবতী হয়?। ৫৪॥

ঈশ্বর উবাচ।

যথৌষধবিহীনানাং রতে গর্ব্বোবিবর্দ্ধতে।
তথা জ্ঞানবিহীনস্য কর্ম্মগর্ব্বো বিবর্দ্ধতে॥ ৫৫॥
আত্মজ্ঞস্য তু কর্ত্তব্যং অস্তি-নাস্তি-বিবর্জ্জিতং।
অভ্যাসাৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম কর্ত্তব্যত্বেন কেবলং॥ ৫৬॥
গৃহ্লন্তি নৈব জানন্তি ভ্রমন্তি ন পতন্তি চ।
ন ক্ষুভ্যন্তেঽবিষীদন্তি সদা ক্রীড়ন্তি যোগিনঃ॥ ৫৭॥
নাপেক্ষন্তে ভবিষ্যঞ্চ নাতীতং চিন্তয়ন্তি চ।
বর্ত্তমানেন বর্ত্তন্তে শ্রোতস্থা ইব রেতসঃ॥ ৫৮॥
জ্ঞানং প্রতি খলো ব্রহ্মা জ্ঞানং প্রতি খলো হরিঃ।
জ্ঞানং প্রতি খলঃ শম্ভুর্জ্জ্ঞানং প্রতি খলো রবিঃ॥ ৫৯॥

ঈশ্বর কহিলেন,—যেরূপ ঔষধবিহীন রমণীর রতিতে গর্ব্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ জ্ঞানবিহীন ব্যক্তির কর্ম্মরূপ গর্ব্বও বর্দ্ধিত হয়॥ ৫৫॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্য পরিশূন্য হইয়া এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য ইত্যাকার বোধে কেবল অভ্যাস বশতঃ কর্ম্ম করে॥ ৫৬॥

জ্ঞানিগণ গ্রহণ করেন না, (১) জানেন না, ভ্রমণ করেন না, পতিত হন না, ক্ষুব্ধ হন না ও অবসন্ন হন না, কেবল সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে ক্রীড়া করেন॥৫৭॥

শ্রোতে পতিত ফেণার ন্যায় যোগিগণ ভবিষ্যৎ বিষয়কে অপেক্ষা করেন না ও অতীত বিষয়কে চিন্তা করেন না এবং বর্ত্তমান বিষয়েতেও লিপ্ত থাকেন না॥ ৫৮॥

ব্রহ্মা জ্ঞানের প্রতি খল (২), বিষ্ণু জ্ঞানের প্রতি খল, মহেশ্বর জ্ঞানের প্রতি খল, সূর্য্য জ্ঞানের প্রতি খল॥ ৫৯॥

---

(১) সংসার পথ।

(২). সাধক সকলের সাধনাবস্থা সময়ে সমস্ত দেবতা প্রথমতঃ প্রবঞ্চকরূপে বিঘ্নকারী হন, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত পুরুষের চিত্ত ভোগ বিলাসে

জ্ঞানং প্রতি খলাঃ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্চৈব দিগীশ্বরাঃ।
স্বস্বসিদ্ধিপ্রদানেন বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ ৬০ ॥
সম্প্রদায়প্রবৃত্তানাং দেবা যান্তি সাহায়তাং।
নিবৃত্তানাং নিবৃত্তাশা আশাং লুম্পন্তি লম্পটাঃ ॥ ৬১ ॥
তস্মাৎ দেহগতং যোগী সর্ব্বদাভ্যাসমাচরেৎ।
স জ্ঞায়তে যদা সত্যং জীবন্মুক্তস্তদা ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

সকল সিদ্ধগণ জ্ঞানের প্রতি খল ও দিক্পালগণ জ্ঞানের প্রতি খল, ইহাঁরা স্বস্বসিদ্ধিপ্রদানে যোগিজনের বিঘ্নোৎপাদন করেন ॥ ৬০ ॥

লোলুপ (১) দেবগণ সম্প্রদায়প্রবৃত্ত, অর্থাৎ আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের আশা বিলোপ করেন ॥ ৬১ ॥

সেইহেতু যোগী দেহগত পদার্থকে সর্ব্বদা অভ্যাস করিয়া থাকেন, যখন সত্যস্বরূপে তাঁহাকে জানা যায়, তখন সেই যোগী জীবন্মুক্ত হয় ॥ ৬২ ॥

ধাবিত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষপথ পরিষ্কার হয় না। দেবগণ ভোগ প্রদানদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, যিনি ভোগে নিতান্ত বীতরাগ হইয়া ব্রহ্মানন্দে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে তখন সহায়তাসহকারে বিমুক্তি দিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা—ভগবদ্গীতা তৃতীয়াধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকীয় স্বামিকৃত টীকা।

দেব কৃতাস্ত বিঘ্নাঃ সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়মিতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যোবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ।

দেববৃন্দের বিঘ্নসমূহ সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকালেই সম্ভবযোগ্য হয়, কারণ মনুষ্যগণ পরব্রহ্মকে অবগত হইতে পারে, এরূপ কার্য্য দেবতাদিগের প্রিয় নহে, ইত্যাদি বাক্যসকল ব্রহ্মবোধবিষয়ে সুরগণের অপ্রিয়তা হওয়ায় সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তির প্রথমেই দেবকৃত বিঘ্নকারিতা অভিহিত হইয়াছে।

(১) যজ্ঞভাগ গ্রহণে লালসাবান্।

চিতি জ্ঞানং বিনা চিন্তা চিন্তা যা চ বিনা মনঃ।
মনশ্চৈব বিনা বৃত্তিং নির্ব্বৃত্তিঃ পরমং পদং ॥ ৬৩ ॥
এবং সমাধিমভ্যস্য জ্ঞানভাক্ কেবলং ভবেৎ।
শ্রুত্বা বাক্যং মহেশস্য নির্ধায় চ পুনঃ পুনঃ।
বিনা ধ্যানং সমাসাধ্য জীবন্মুক্ত উবাচ চ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
অদ্য মে সফলা ভক্তিরদ্য তীর্ণো ভবার্ণবাৎ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীঈশ্বরষণ্মুখসংবাদে গুহ্যপ্রশ্নে
জ্ঞানোপদেশঃ গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

চিৎস্বরূপ যে জ্ঞান তাহা চিন্তারহিত, চিন্তা যাহা, তাহা মনোরহিত, মন যাহা, তাহা বৃত্তিরহিত এবং বৃত্তিরহিত যাহা, তাহাই পরমপদ ॥ ৬৩ ॥

লোক এইরূপ সমাধি অভ্যাস করিয়া জ্ঞানবান্ হয়। কার্ত্তিকেয় মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্চয়পূর্ব্বক ধ্যানান্তর ব্যতিরেকে কেবল তাঁহার আরাধনাদ্বারা জন্ম মৃত্যুরহিত জীবন্মুক্তপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং বলিলেন ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

অদ্য আমর জন্ম সফল, অদ্য আমার তপস্যা সফল এবং অদ্য আমার ভক্তি সফল, যেহেতু অদ্য আমি দুষ্পার সংসার পারাবার হইতে পরিত্রাণ পাইলাম ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীশঙ্কর ষড়ানন সংবাদে গোপনীয় প্রশ্নবিষয়ে জ্ঞানোপদেশ
গ্রন্থ ভাষা বিবরণ সমাপ্ত।

অবধূতলক্ষণম্।

—oo—

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শাক্তো ন শৈবো ন বা বৈষ্ণবো বা
বধূতশ্চিদানন্দরূপোঽহমাত্মা ॥ ১ ॥

বিভূতিং ত্রিশূলং তথা রক্তবাসো
দধানঃ কপালং গলে নাগসূত্রং।
সদানন্দপূর্ণঃ প্রসন্নান্তরাত্মা
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥ ২ ॥

শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনূজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা।
স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন মন্যো
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥ ৩ ॥

আমি যোগী নহি, ভোগী নহি, মোক্ষকাঙ্ক্ষী নহি, বীর (শূর) নহি, ধীর (পণ্ডিত) নহি, সাধকশ্রেষ্ঠ নহি, শাক্ত নহি, শৈব নহি ও বৈষ্ণব নহি, আমি অবধূত চিদানন্দরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ও সুখস্বরূপ আত্মা। ১।

আমি বিভূতি (ভস্ম), ত্রিশূল, রক্তবস্ত্র, কপাল (মাথার খুলি) ও গলদেশে সর্পযজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছি এবং আমি সর্ব্বদা আনন্দপরিপূর্ণ প্রফুল্ল-চিত্ত ও দ্বিতীয় শিবস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি। ২ ॥

আমি শ্মশানভূমিতে, গৃহে, সুবর্ণে, তৃণে, পুত্রে, শত্রুতে, অনলে জলে, আত্মীয়ে ও অনাত্মীয়ে সমদর্শী হইয়া দ্বিতীয় শিবস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি। ৩ ॥

চিতাভস্মভূষোদ্ভবোদ্ভাসি লক্ষ্মী-
রহিংসা ক্ষমা শান্তিধামোন্নতশ্রীঃ।
পরিত্যক্তধর্ম্মোজ্‌ঝিতাধর্ম্মকর্ম্মা
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥ ৪॥
শ্রুতৌ কুণ্ডলশ্রীর্গলে মুণ্ডমালা
করে পানপাত্রং মুখে মন্ত্রহালাঃ।
প্রচণ্ডোদয়াত্মা সদা তুষ্টচেতা
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥ ৫॥
ন জাতির্ন শৌচং ন বৃত্তির্ন পুণ্যং
ন ধর্ম্মো ন পাপং ন মৃত্যুর্ন মোক্ষঃ।
ন যজ্ঞো ন পূজা ন দানং ন মন্ত্রো
বিরাজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥ ৬॥

আমি চিতাভস্ম ভূষণদ্বারা শোভাবিশিষ্ট, অহিংসা, ক্ষমা, শান্তিপ্রভৃ গুণের আশ্রয়স্বরূপ, অতিশয় শ্রীমান্ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাদি পরিত্যাগশী সেই দ্বিতীয় শিবস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি॥ ৪॥

আমার কর্ণযুগলে কুণ্ডল (১), গলদেশে মুণ্ডমালা, হস্তে পানপাত্র ও মু মন্ত্রসমূহ, আমি সেই অতি তেজস্বী এবং সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত দ্বিতীয় শিবস্বরূ অবধূত বিরাজ করিতেছি॥ ৫॥

যাহার জাতি নাই, শৌচ নাই, বৃত্তি নাই, পুণ্য নাই, ধর্ম্ম নাই, পা নাই, মৃত্যু নাই, মোক্ষ নাই, যজ্ঞ নাই, পূজা নাই, দান নাই ও মন্ত্র নাই আমি সেই দ্বিতীয় শিবস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি॥ ৬॥

---

(১) চক্রাকার কর্ণভূষণ।

আশাপাশেম্বনায়াস আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যং অকারস্য চ লক্ষণম্ ॥ ৭ ॥
বাসনা বর্জ্জিতা যেন বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ।
বন্ধুবৈরিবিনির্ম্মুক্তো বকারস্য চ লক্ষণম্ ॥ ৮ ॥
ধূলিধূসরগাত্রাণি ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
ধারণা ধারিতা যেন ধকারস্য চ লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥
তন্ত্রমন্ত্রবিনির্ম্মুক্তস্তত্ত্বাভ্যাসবিলক্ষণঃ।
তত্ত্বজ্ঞানে স্থিতোনিত্যং তকারস্য চ লক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্দত্তাত্রেয়বিরচিতং অবধূত-
লক্ষণং সমাপ্তঃ।

আশারূপ পাশে আয়াস (প্রযত্ন)-রহিত, আদি-অন্ত-মধ্য বর্জ্জিত এবং সর্ব্বদা আনন্দেই অবস্থান করেন এই অবধূতের অকারের লক্ষণ ॥ ৭ ॥

যাঁহা কর্ত্তৃক সমস্ত বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে ও বর্ণাচার সকল ত্যাগ করা হইয়াছে এবং শত্রু ও মিত্র বিবর্জ্জিত হইয়াছে, এই অবধূতের বকারের লক্ষণ ॥ ৮ ॥

ধূলিদ্বারা ধূসরিত (ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, অর্থাৎ শুক্লপীত মিশ্রিত বর্ণ) গাত্র, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয় পথ পরিশূন্য এবং যাঁহাকর্ত্তৃক আত্মধ্যান ও ধারণা ধারিত হইয়াছে, এই অবধূতের ধকারের লক্ষণ ॥ ৯ ॥

তন্ত্রমন্ত্ররহিত, আত্মতত্ত্ব অভ্যাসসম্পন্ন এবং তত্ত্বজ্ঞানে নিত্য অবস্থিত এই অবধূতের তকারের লক্ষণ ॥ ১০ ॥

এই শ্রীমদ্দত্তাত্রেয়কৃত অবধূত লক্ষণ ভাষাবিবরণ সমাপ্ত।

তত্ত্ববোধঃ।

—০০—

বাসুদেবেন্দ্রযোগীন্দ্রং নত্বা জ্ঞানপ্রদং গুরুং।
মুমুক্ষূণাং হিতার্থায় তত্ত্ববোধো বিধীয়তে ॥ ১ ॥

সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্নাধিকারিণাং মোক্ষসাধনভূতং তত্ত্ব-বিবেকপ্রকারং বক্ষ্যামঃ। সাধনচতুষ্টয়ং কিং? নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকঃ। ইহা মুত্রার্থ-ফলভোগ-বিরাগঃ। শমাদি ষট্ক সম্পত্তিঃ। মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ কঃ? নিত্যবস্তু এক ব্রহ্ম তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং অনিত্যং। অয়মেব

জ্ঞানদাতা গুরু বাসুদেবেন্দ্রনামক যোগীন্দ্রগুরুকে প্রণাম করিয়া মুমুক্ষু-দিগের হিতের নিমিত্ত এই তত্ত্ববোধগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি (১), সাধন-

---

(১) তত্ত্ববোধ এবং অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ এই দুইখানি গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কাহারও নিকট কোনরূপ পুস্তক কিম্বা কোনরূপ আখ্যাপ্রাপ্ত হইলাম না। গ্রন্থকার কেবল মঙ্গলাচরণে যোগীন্দ্র বাসুদেবেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্ব্বক প্রণাম করাতে তাঁহারই শিষ্য-স্বরূপে আপনার পরিচয় স্থল প্রদান করিয়াছেন। আহা! স্থূলশরীরের আশ্রমোচিত উপাধিটি যেন একেবারে দেহাভিমানের সহিত বিসর্জ্জন করিয়াছেন। যাহাহউক মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের অভিপ্রায়ও এই গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত আছে; তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার তুল্য তাঁহার কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যদ্বারাই এই দুইখানি প্রণীত হইয়া থাকিবে।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। বিরাগঃ কঃ? ইহামুত্রাদিভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যং। শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ কা? শমোদমস্তপস্তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধানঞ্চেতি। শমঃ কঃ? মনোনিগ্রহঃ। দমঃ কঃ? চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। তপঃ কিং? স্বধর্ম্মানুষ্ঠানমেব। তিতিক্ষা কা? শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদিসহিষ্ণুত্বং। শ্রদ্ধা কীদৃশী? গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ। সমাধানং কিং? চিত্তৈকাগ্রতা। মুমুক্ষুত্বং কিং? মোক্ষো মে ভূয়াদিতি ইচ্ছাবত্ত্বং। এতৎসাধনচতুষ্টয়বন্তস্তত্ত্ববিবেকস্যাধিকারিণো ভবন্তি। তত্ত্ববিবেকঃ কঃ? আত্মা সত্যস্তদন্যৎ

চতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারিগণের মোক্ষসাধনস্বরূপ তত্ত্ববিচার বর্ণন করিব। সাধনচতুষ্টয় কি প্রকার? নিত্য ও অনিত্য পদার্থের বিচার, ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগে বিরাগ, অর্থাৎ ইচ্ছারাহিত্য, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুতা ইহারাই সাধনচতুষ্টয়। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার কিরূপ? নিত্যবস্তু অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় করাই নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার। বৈরাগ্য কাহাকে কহে? ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্যবস্তুতে ইচ্ছার বিরহকে বৈরাগ্য বলা যায়। শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি কি? শম, দম, তপঃ, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান, ইহারাই শমদমাদি সম্পত্তি। শম কি? মনের নিগ্রহ, অর্থাৎ বিষয় হইতে মনের নিবর্ত্তন। দম কি? চক্ষুঃপ্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গের নিগ্রহ। তপঃ কি? কেবল নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের নাম তপঃ। তিতিক্ষা কি? শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখপ্রভৃতি দ্বন্দ্বপদার্থের সহিষ্ণুতা। শ্রদ্ধা কি প্রকার? গুরু এবং বেদান্তবাক্যেতে প্রত্যয়। সমাধান কি? চিত্তের একাগ্রতা। মুমুক্ষুতা কি? আমার মোক্ষ হউক ইত্যাকার ইচ্ছাবিশিষ্টতা। এইরূপ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি-

সর্ব্বং মিথ্যেতি। আত্মা কঃ? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরাদ্ব্যতি-রিক্তঃ পঞ্চকোষাতীতোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ সন্ যস্তিষ্ঠতি স আত্মা। স্থূলশরীরং কিং? পঞ্চীকৃত-পঞ্চ-মহাভূতৈঃ কৃতং সৎ-কর্ম্মজন্যং সুখদুঃখাদি-ভোগায়তনং। জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীতি ষড়্-বিকারবৎ এতৎ স্থূলশরীরং। সূক্ষ্মশরীরং কিং? অপঞ্চী-

---

গণ ব্রহ্মবিচারে অধিকারী হন (১)। তত্ত্ববিচার কি? আত্মাই সত্য, তদ্ভি সমস্তই মিথ্যা, এইরূপ বিচারের নাম তত্ত্ববিচার। আত্মা কে? স্থূলসূক্ষ্ম কারণশরীরব্যতিরিক্ত পঞ্চকোষাতীত অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ নিত্যজ্ঞা ও নিত্যসুখরূপে যিনি অবস্থান করিতেছেন, তিনিই আত্মা। স্থূলশরী কি? যাহা পঞ্চীকৃত (২) পঞ্চমহাভূতদ্বারা কৃত হইয়া কর্ম্মজন্য সুখদুঃখ প্রভৃ ভোগের আধারস্বরূপ, তাহাই স্থূলশরীর। উহা উৎপন্ন হয়, বিদ্যমান থাকে বৃদ্ধি পায়, বিপরিণত অর্থাৎ ভাবান্তরপ্রাপ্ত হয়, অপক্ষীণ অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হ

---

(১) সাধনচতুষ্টয়ে অধিকারভিন্ন ব্রহ্মবোধবিষয়ে বুদ্ধির বোধশক্তি হয় না। অধুনা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে প্রায় সকলদিকেই দেখা যায়, ব্র নামে কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি বর্ণসঙ্কর, সকলেই স্ব স্ব অন্তঃকরণে আপনা ব্রহ্মবোধে অধিকারী বোধ করিয়া আচার্য্যোপাচার্য্য শিষ্যপ্রশিষ্যাদিভা অভিমানরূপ আসনে অধিরূঢ় হন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বীজস্বরূপ এ সাধনচতুষ্টয় প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ্য হয় না, তাঁহারা কেবল বক্তৃতা প্রতি লক্ষ্যকরতঃ স্ব স্ব স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অধঃপতনপথে প্রধাবি হন, অতএব যাঁহারা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানেচ্ছু তাঁহারা আপনাদিগ সর্ব্বাগ্রে সাধনচতুষ্টয়ে সর্ব্বতোভাবে অধিকারী করুন।

(২) পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত দুই ভাগকরতঃ তাহার প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে চারিভাগ করিয়া দুই দু আনারূপে অপর ভাগচতুষ্টয়ে যে মিশ্রীকরণ তাহাকেই পঞ্চীকরণ কহে।

কৃতপঞ্চমহাভূতৈঃ কৃতসুখদুঃখাদিভোগসাধনং। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ মনশ্চৈকং বুদ্ধিশ্চৈকা এবং সপ্তদশকলাভিঃ সহ যত্তিষ্ঠতি তৎ সূক্ষ্মশরীরং। কারণশরীরং কি? অনির্ব্বাচ্যানাদ্যবিদ্যারূপং শরীরদ্বয়স্য কারণভূতং সৎ। স্বস্বরূপাজ্ঞানং নির্ব্বিকল্পকরূপং যদস্তি তৎ কারণশরীরং। অবস্থাত্রয়ং কি? জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ অবস্থাঃ। জাগ্রদবস্থা কা? শ্রোত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিবিষয়া জ্ঞায়ন্তে ইতি। জাগ্রদবস্থা স্থূলশরীরাভিমানী আত্মা বিশ্ব ইত্যুচ্যতে। স্বপ্নাবস্থা কেতি চেৎ।

এবং বিনাশ পায়। এই স্থূলশরীর এইরূপ ষড়্‌বিকারবিশিষ্ট। সূক্ষ্মশরীর কি? যাহা অপঞ্চীকৃত (১) পঞ্চমহাভূতদ্বারা কৃত, সুখদুঃখাদি ভোগের সাধনস্বরূপ এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, একমাত্র মনঃ ও একমাত্র বুদ্ধি এই সপ্তদশকলার সহিত অবস্থিত আছে, তাহাকেই সূক্ষ্মশরীর কহে। কারণশরীর কি? অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যাস্বরূপ শরীরদ্বয়ের কারণরূপ হইয়া স্বীয়-স্বরূপের অজ্ঞান নির্ব্বিকল্পক, অর্থাৎ অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া একভাবে যে শরীর অবস্থান করে, তাহাকেই কারণশরীর কহে। অবস্থাত্রয় কি? জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনের নাম অবস্থাত্রয়। জাগ্রৎ অবস্থা কি? যে অবস্থায় শ্রোত্রাদি (২) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি (৩) পঞ্চবিষয় জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই জাগ্রৎ অবস্থা বলে। এই অবস্থায় আত্মা স্থূলশরীরাভিমানী হইয়া বিশ্বনামে অভিহিত হন।

---

(১) যাহা পঞ্চীকরণদ্বারা স্থূলভূত না হইয়া সূক্ষ্মস্বরূপে থাকে, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতের পৃথগ্‌ভাবকেই অপঞ্চীকৃত কহে।

(২) শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ও ঘ্রাণ।

(৩) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ।

জাগ্রদবস্থায়াং যদ্দৃষ্টং যৎ শ্রুতং তজ্জনিতবাসনয়া নিদ্রা-সময়ে যঃ প্রপঞ্চঃ প্রতীয়তে সা স্বপ্নাবস্থা। সূক্ষ্মশরীরাভিমানী আত্মা তৈজস ইত্যুচ্যতে। সুষুপ্ত্যবস্থা কা? অহং কিমপি ন জানামি সুখেন ময়া নিদ্রানুভূয়তে। ইতি যৎ তৎ সুষুপ্ত্যবস্থা কারণশরীরাভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। পঞ্চকোষাঃ কে? অন্নময়ঃ প্রাণময়ঃ মনোময়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ আনন্দময়শ্চেতি। অন্নময়ঃ কঃ? অন্নরসেনৈব ভূত্বা অন্ন-রসেনৈব অভিবৃদ্ধিং প্রাপ্য অন্নরূপপৃথিব্যাং যদ্বিলীয়তে তদন্নময়ঃ কোষঃ স্থূলশরীরং। প্রাণময়ঃ কঃ? প্রাণাদি-পঞ্চবায়বঃ। বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং মিলিত্বা প্রাণময়ঃ

যদি বল স্বপ্নাবস্থা কি? জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, তজ্জনিত বাসনাদ্বারা নিদ্রা সময়ে প্রপঞ্চ, অর্থাৎ সংসার প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই স্বপ্নাবস্থা বলে। এই অবস্থায় আত্মা সূক্ষ্মশরীরাভিমানী হইয়া তৈজস এই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। সুষুপ্তি অবস্থা কি? আমি কিছুই অবগত নহি, আমি সুখে নিদ্রানুভব করিতেছি, এই যে ভাব তাহাকেই সুষুপ্তি অবস্থা বলে। এই অবস্থায় আত্মা কারণশরীরাভিমানী হইয়া প্রাজ্ঞশব্দের বাচ্য হন। পঞ্চকোষ কি? অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষকেই পঞ্চকোষ বলে। অন্নময় কোষ কি? অন্নরসদ্বারা উদ্ভূত হইয়া অন্নরসদ্বারা সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি পাইয়া অন্নরূপ পৃথিবীতে যাহা বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অন্নময় কোষ স্থূলশরীর কহে। প্রাণময় কোষ কি? প্রাণাদি পঞ্চবায়ু (১) বাক্যাদি (২) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া

---

(১) প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের অন্তর্গত অপর পঞ্চ উপপ্রাণ আছে; যথা,—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

(২) বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

কোষঃ। মনোময়ঃ কঃ? মনশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং মিলিত্বা মনোময়ঃ কোষঃ। বিজ্ঞানময়ঃ কঃ? বুদ্ধিশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়ঃ কোষঃ। আনন্দময়ঃ কঃ? অনাদিভূতাবিদ্যা মলিনসত্ত্বপ্রিয়ত্বাদিবৃত্তিসহিতা আনন্দ-ময়ঃ কোষঃ। এতৎ কোষপঞ্চকং মদীয়শরীরং মদীয়াঃ প্রাণাঃ মদীয়ং মনশ্চ মদীয়বুদ্ধির্ম্মদীয়মজ্ঞানমিতিস্বেনৈব জ্ঞায়তে। তদ্‌যথা মদীয়ত্বেন জ্ঞাতং কুণ্ডলকটকগৃহাদিকং স্বস্মাৎ ভিন্নং। তথা পঞ্চকোষাদিকং মদীয়ত্বেন জ্ঞাতং। আত্মা ন ভবন্তি। আত্মা কস্তর্হি? সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। সৎ-কথং? কালত্রয়ে তিষ্ঠতি ইতি সৎ। চিৎ কিং? জ্ঞান-

---

প্রাণময় কোষ হয়। মনোময় কোষ কি? মনঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ হয়। বিজ্ঞানময় কোষ কি? বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ হয়। আনন্দময় কোষ কি? অনাদিরূপ অবিদ্যাদ্বারা সত্ত্বগুণ মিলিত হইয়া প্রণয়াদি ধর্ম্মের সহিত অবস্থিতিকে আনন্দময় কোষ কহে। এই পঞ্চকোষ আমার শরীর, আমার প্রাণ, আমার মন, আমার বুদ্ধি ও আমার অজ্ঞান (১), ইহা আপনাদ্বারাই অবগত হওয়া যায় এবং যে প্রকার আমার এতদ্রূপে অভিজ্ঞাত কুণ্ডল (২) বলয় গৃহপ্রভৃতি বস্তুসকল আমা হইতে বিভিন্ন সেই প্রকার পঞ্চকোষাদি আমার বলিয়া অনুভূত হইলেও আমি হইতে পারে না। তবে আমি কে? আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সৎ কিরূপ? ত্রিকাল-

---

(১) অজ্ঞান পঞ্চপ্রকার যথা,—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র অন্ধ-তামিস্র।

(২) কর্ণভূষণ।

স্বরূপং। আনন্দঃ কঃ? সুখস্বরূপঃ। এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপং স্বাত্মানং বিজানীয়াৎ।

অথ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বোৎপত্তিপ্রকারং বক্ষ্যামঃ। ব্রহ্মণশ্চ যা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মায়া অস্তি ততঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং মধ্যে আকাশস্য সাত্ত্বিকাংশাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। বায়োঃ সাত্ত্বিকাংশাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। অগ্নেঃ সাত্ত্বিকাংশাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। জলস্য সাত্ত্বিকাংশাৎ রসনেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। পৃথিবীসাত্ত্বিকাংশাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং সমষ্টিসাত্ত্বিকাংশাৎ অন্তঃকরণং সম্ভূতং। তদ্বৃত্তিভেদাৎ চতুর্ব্বিধং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি। এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং মধ্যে আকাশস্য রাজসাংশাৎ বাগি-

---

স্থায়ী পদার্থ সৎ। চিৎ কিরূপ? জ্ঞানস্বরূপ। আনন্দ কি? সুখস্বরূপ। এইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বকীয় আত্মাকে বিজ্ঞাত হইবে।

অতঃপর চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তিবিবরণ বর্ণন করিব। ব্রহ্মের সত্ত্বরজস্তমোগুণস্বরূপ যে মায়া আছে, সেই মায়া হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উদ্ভূত হইয়াছে। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আকাশের সাত্ত্বিক অংশ হইতে কর্ণেন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, বায়ুর সাত্ত্বিক অংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয় (১) উৎপন্ন হইয়াছে, অগ্নির সাত্ত্বিক অংশ হইতে নেত্রেন্দ্রিয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, জলের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জিহ্বা জন্মিয়াছে এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিক অংশ হইতে নাসিকা উৎপন্ন হইয়াছে, এই পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি অর্থাৎ সমুদয় সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চতুর্ব্বিধ মনঃ,

---

(১) চর্ম্ম।

ন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। বায়োরাজসাংশাৎ পাণীন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। বহ্নেঃ রাজসাংশাৎ পাদেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। জলস্য রাজসাংশাৎ উপস্থেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। পৃথিবীরাজসাংশাৎ গুদেন্দ্রিয়ং সম্ভূতং। এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং সমষ্টিরাজসাংশাৎ প্রাণপঞ্চকং সম্ভূতং। এতেষাং পঞ্চতত্ত্বানাং তামসাংশাৎ পঞ্চীকরণং ভবতি। পঞ্চীকরণং কথং? ইতি চেৎ। এতেষাং পঞ্চমহাভূতানাং তামসরূপং একমেকং ভূতং দ্বিধা বিভাজ্য একমেকং ভূতার্দ্ধং তূষ্ণীং ব্যবস্থাপ্য অপরমপরং অর্দ্ধং চতুর্দ্ধা বিভাজ্য স্বার্দ্ধভিন্নেষু অর্দ্ধেষু স্বভাবাচ্চতুষ্টয়সংযোজনং কার্য্যং তদা পঞ্চীকরণং ভবতি। এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতেভ্যঃ স্থূলশরীরং ভবতি। এবং পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়ো-

---

বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত, এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তি আকাশের রজোগুণাংশ হইতে বাকেন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। বায়ুর রজোগুণাংশ হইতে হস্তেন্দ্রিয় হইয়াছে' অগ্নির রজোগুণাংশ হইতে চরণেন্দ্রিয় হইয়াছে। জলের রজোগুণাংশ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় হইয়াছে এবং পৃথিবীর রজোগুণাংশ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় হইয়াছে, এই পঞ্চতত্ত্বের সমুদয় রজোগুণাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই পঞ্চতত্ত্বের তমোগুণাংশ হইতে পঞ্চীকরণ হয়। যদি বল পঞ্চীকরণ কি প্রকার? এই পঞ্চভূতের তামসরূপ (১) এক এক ভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভূতের অর্দ্ধভাগকে স্থিররূপে বিধানপূর্ব্বক অপর অপর অর্দ্ধভাগকে চারিভাগ করত: স্বকীয় অর্দ্ধভাগ ভিন্ন অপরার্দ্ধচতুষ্টয়ে স্বভাবত: সংযোগ করিবে, তাহাহইলেই পঞ্চীকরণ হইবে। এইরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে স্থূলশরীর উৎপন্ন হয়, এই প্রকার স্থূলশরীরে ও ব্রহ্মাণ্ডে

---

(১) সকল ভূতই ত্রিগুণবিশিষ্ট; সুতরাং পঞ্চীকরণে তমোগুণাংশের গ্রহণ বিরুদ্ধ নহে।

রৈক্যং। ব্রহ্মাণ্ডে চ সম্ভূতং স্থূলশরীরাভিমানী আত্মা জীব-নামকং। ব্রহ্মপ্রতিবিম্বং ভবতি সএব জীবঃ। প্রকৃত্যা স্বস্মিন্ ঈশ্বর ভিন্নত্বং জানাতি অবিদ্যোপাধিঃ সন্ আত্মা জীব ইত্যুচ্যতে মায়োপাধিঃ সন্নাত্মা ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। এবং উপাধিভেদাজ্জীবেশ্বরভেদদৃষ্টির্যাবৎপর্য্যন্তং তিষ্ঠতি তাবৎ-পর্য্যন্তং জন্মমরণরূপসংসারো ন নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ কারণাৎ ন জীবেশ্বরভেদবুদ্ধিঃ কার্য্যা। ননু সাহঙ্কারস্য কিঞ্চিজ্জ্ঞস্য জীবস্য নিরহঙ্কারস্য সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য চ তত্ত্বমসীতি মহাবা-ক্যাৎ কথমভেদবুদ্ধিঃ স্যাৎ? উভয়োর্ব্বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্তত্বাদিতি চেৎ ন। স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরাভিমানী আত্মা ত্বং পদবাচ্যোঽর্থঃ

একতা আছে এবং ঐ শরীরব্রহ্মাণ্ডে সম্মিলিত হইয়া স্থূলশরীরাভিমানী আত্মা জীবনামে প্রসিদ্ধ হন। শরীরে পরব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব (১) পতিত হয়, তাহারই জীবসংজ্ঞা হয়, তখন জীব স্বভাববশতঃ আপনাতে ঈশ্বর ভিন্নত্ব জানিতে পারে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত আপনার পার্থক্য উপলব্ধি হয়। অবিদ্যাজন্য উপাধিবিশিষ্ট হইয়া আত্মা জীব বলিয়া কথিত হন। মায়াজন্য উপাধিবিশিষ্ট হইয়া আত্মা ঈশ্বর শব্দের বাচ্য হন। এইরূপ উপাধিভেদে জীব ও ঈশ্বরের ভেদদৃষ্টি যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত জন্মমরণরূপ সংসার নিবৃত্ত হয় না। সেইকারণ জীবে ও ঈশ্বরে ভেদবুদ্ধি করিবে না। যদি বল, অহঙ্কারবিশিষ্ট স্বল্পজ্ঞজীবের নিরহঙ্কারবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যহেতু কিরূপে অভেদ বুদ্ধি হয়? যেহেতু উভয়ের বিরুদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্টতা আছে, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন,—বিরুদ্ধ নহে। কারণ স্থূল-সূক্ষ্মকারণশরীরাভিমানী আত্মা ত্বং পদের বাচ্য, এই অর্থ এবং পূর্ব্বকথিত

---

(১) "প্রতিবিম্বো ভবেদ্‌জীব আত্মনঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।"
শাস্ত্রমতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব।

পূর্ব্বোক্তোপাধিবিনির্ম্মুক্তশুদ্ধচৈতন্যং লক্ষ্যং এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট ঈশ্বরঃ তৎপদবাচ্যোঽর্থঃ পূর্ব্বোক্তোপাধিশূন্যং শুদ্ধচৈতন্যং লক্ষ্যং। এবং জীবেশ্বরয়োঃ চৈতন্যেঽভেদবাধকাভাবঃ। এবং বেদান্তবাক্যৈঃ সদ্গুরূপদেশেন চ সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু যেষাং ব্রহ্মবুদ্ধিরুৎপন্না তে জীবন্মুক্তা ইত্যর্থঃ। ননু জীবন্মুক্তঃ কঃ? যথা দেহোঽহং পুরুষোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং ক্ষত্রিয়োঽহং বৈশ্যোঽহং শূদ্রোঽহমস্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়স্তথা নাহং দেহো ন পুরুষো ন ব্রাহ্মণো ন ক্ষত্রিয়ো ন বৈশ্যো ন শূদ্রঃ। কিন্তু অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। সর্ব্বান্তর্যামী চিদাকাশরূপোঽস্মি ইতি দৃঢ়নিশ্চয়রূপাপরোক্ষজ্ঞানবান্ জীবন্মুক্তঃ। ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যপরোক্ষজ্ঞানেন নিখিলকর্ম্মবন্ধ-

---

উপাধিশূন্য শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট ঈশ্বর তৎপদের বাচ্য এই অর্থ, পূর্ব্বপ্রোক্ত উপাধিশূন্য কেবল চৈতন্যস্বরূপ এইরূপ জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্যবিষয়ে অভেদ প্রতিবন্ধকের অভাব, অর্থাৎ একতা সিদ্ধ হয়; এইরূপ বেদান্তবাক্য ও সদ্গুরুর উপদেশদ্বারা সকলভূতেই যাঁহাদিগের ব্রহ্মবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, তাঁহারাই জীবন্মুক্তনামে অভিহিত হন। যদি বল, সেরূপ জীবন্মুক্ত কে? এই প্রশ্নের উত্তরে কহিতেছেন,—যে স্থলে আমি দেহ, আমি পুরুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য ও আমি শূদ্র ইত্যাকার রূপ স্থির নিশ্চয় আছে, সেস্থলে আমি দেহ নহি, আমি পুরুষ নহি, আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি ক্ষত্রিয় নহি, আমি বৈশ্য নহি ও আমি শূদ্রও নহি, পরন্তু আমি এতদ্ব্যতিরিক্ত সর্ব্বসঙ্গশূন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী চিদাকাশরূপে অবস্থিত আছি, এবম্বিধ দৃঢ়নিশ্চয়রূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত হন। আমিই ব্রহ্ম হই, এইরূপ

বিনির্মুক্তঃ স্যাৎ। কর্ম্মাণি কতিবিধানি সন্তি? আগামিসঞ্চিত-প্রারব্ধভেদেন ত্রিবিধানি সন্তি। আগামিকর্ম্ম কিং? জ্ঞানোৎ-পত্ত্যনন্তরং জ্ঞানিদেহকৃতং পুণ্যপাপরূপং কর্ম্ম যদস্তি তদা-গামীত্যভিধীয়তে। সঞ্চিতকর্ম্ম কিং? অনন্তকোটিজন্মনাং বীজভূতং সৎ যদযৎ কর্ম্মজাতং পূর্ব্বোপার্জ্জিতং তিষ্ঠতিতৎ-সঞ্চিতং জ্ঞেয়ং। প্রারব্ধং কর্ম্ম কিং? অস্মিন্ শরীরে ইহ-লোকে এব সুখদুঃখাদিপ্রদং যৎ কর্ম্ম তৎ প্রারব্ধং ভোগেন ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি। প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয় ইতি শ্রুতেঃ। সঞ্চিতং কর্ম্ম ব্রহ্মৈবাহমিতি নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানেন নশ্যতি। কিঞ্চ আগামিকর্ম্মণাং নলিনীদলগতজলবৎ জ্ঞানিনাং সম্বন্ধোনাস্তি। কিঞ্চ যে জ্ঞানিনং স্তুবন্তি ভজন্তি অর্চ্চয়ন্তি

প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। কর্ম্ম কত-প্রকার আছে? আগামী, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ ভেদে কর্ম্ম তিনপ্রকার আছে। আগামি কর্ম্ম কি? জ্ঞানোৎপত্তির পর সেই জ্ঞানী শরীরে স্বকৃত পুণ্য পাপরূপ যে কর্ম্ম স্থিতি করে, তাহাকে আগামী কর্ম্ম কহে। সঞ্চিত কর্ম্ম কি? অনন্তকোটি জন্মের কারণস্বরূপ যে যে কর্ম্মরাশি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত থাকে, তাহাই সঞ্চিত কর্ম্মরূপে কথিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম কি? এই শরীরে ইহলোকেই সুখদুঃখাদিজনক যে কর্ম্ম, তাহার নামই প্রারব্ধ কর্ম্ম। সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কারণ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগদ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে, এইরূপ শ্রুতির প্রমাণ আছে। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয়জনক জ্ঞানদ্বারা সঞ্চিতকর্ম্ম বিনষ্ট হয়, অপিচ পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় আগামিকর্ম্মসমূহের সহিত জ্ঞানিদিগের সম্বন্ধ থাকে না কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানীকে স্তব (প্রশংসা) করেন, ভজনা (সেবা) করেন এবং

তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃত-আগামিপুণ্যং গচ্ছতি। যে চ জ্ঞানিনং নিন্দন্তি দ্বিষন্তি দুঃখপ্রদানং কুর্ব্বন্তি তান্ প্রতি জ্ঞানিকৃতং সর্ব্বং আগামিক্রিয়মাণপদবাচ্যং কর্ম্ম পাপাত্মকং গচ্ছতি। তথাচ শ্রুতিঃ—তস্য পুত্রাদায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যং দ্বিষতঃ পাপকৃত্যমিতি। তথাচ—আত্মবিৎ সংসারোত্তীর্ণো ব্রহ্মানন্দমিহৈব প্রাপ্নোতি। তরতিশোকমাত্মবিৎ। ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—

তনুং ত্যজতু বা কাশ্যাং শ্বপচস্য গৃহেঽথবা।
জ্ঞানসংপ্রাপ্তিসময়ে মুক্তোঽসৌ বিগতাশয়ঃ।

ইতি তত্ত্ববোধঃ সমাপ্তঃ।

অর্চ্চনা (ভক্তি) করেন, তাঁহাদিগের প্রতি জ্ঞানীর কৃত আগামী পুণ্য গমন করে, অর্থাৎ তাঁহারা জ্ঞানীর আগামী পুণ্য সকল লাভ করেন। আর যাহারা জ্ঞানীকে নিন্দা, হিংসা ও দুঃখাদি প্রদান করে, তাহাদিগের প্রতি জ্ঞানীর কৃত সমস্ত আগামী ব্যবহারান্বিত পাপরূপ কর্ম্ম গমন করে। ইহাতে শ্রুতির প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহার পুত্রগণ ধন প্রাপ্ত হয়, মিত্রগণ পুণ্যপ্রাপ্ত হয়, শত্রুগণ পাপপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতি আরও দর্শাইতেছেন যে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহলোকেই ব্রহ্মানন্দকে প্রাপ্ত হন এবং আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পুনরায় শ্রুতির প্রমাণ দিতেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্প্রকার প্রাপ্ত হইলে কাশীক্ষেত্র কিম্বা চণ্ডালগৃহ যে স্থলেই তনুত্যাগ করুন, এই বিগতস্পৃহ বিজ্ঞানলাভবান্ ব্যক্তি বিমুক্ত হন।

ইতি তত্ত্ববোধ ভাষা বিবরণ সমাপ্ত।

অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশঃ।

—oo—

অজ্ঞানবোধিনী-প্রারম্ভঃ।

চিৎসদানন্দরূপায় সর্ব্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিণে॥ ১॥
যদজ্ঞানাদিদং ভাতি যদ্‌জ্ঞানাদ্বিনিবর্ত্ততে।
নমস্তস্মৈ চিদানন্দবপুষে পরমাত্মনে॥ ২॥

অথাধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিং গুরুশিষ্যপ্রশ্নোত্তরাভ্যাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র তাবদধিকার্য্যাদিস্বরূপনিরূপণপূর্ব্বকং বন্ধমোক্ষব্যবস্থা উচ্যতে।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥ ৩॥

অজ্ঞানের প্রবোধপ্রদায়িনী বিদ্যার আরম্ভ হইতেছে। নিত্যজ্ঞান সুখস্বরূপ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী বেদান্তদ্বারা জ্ঞেয় অনন্তরূপী ব্রহ্মকে প্রণাম করি॥ ১॥

যে বস্তুর অবোধজন্য এই সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ পাইতেছে এবং যে বস্তুর বোধজন্য সেই প্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইতেছে, সেই চিদানন্দ বিগ্রহরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম করি॥ ২॥

অনন্তর অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ ক্রমে গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর দ্বারা বিবৃত করিব। তাহাতে অধিকারী প্রভৃতির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা কথিত হইতেছে। তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ গতস্পৃহ

অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাং। (১)
সা বিদ্যা তৎকৃতো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

অনাদিরশাস্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ অস্যানর্থহেতোঃ। প্রহাণায়াত্মৈকত্ব-জ্ঞানং শিষ্যো গুরুং পরিপৃচ্ছতি। ভো ভগবন্! স আত্মা কীদৃশস্তচ্ছৃণু। চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়মখণ্ডমচলমজমক্রিয়ং কূট-স্থানন্তস্বরূপং স্বয়ং প্রকাশং যদ্‌ব্রহ্ম স আত্মা। ভো ভগ-বন্! তর্হি দীর্ঘেঽস্মিন্ সংসারে সংসৃতিঃ কস্য যদি তস্যৈব তর্হি স্বাভাবিকী নৈমিত্তিকী বা। যদি স্বাভাবিকী ভবতি।

শান্ত মুক্তি ইচ্ছুকদিগের প্রয়োজনীয় এই আত্মবোধ বিধান করা হই-তেছে ॥

অনাত্মস্বরূপ (জড়) দেহাদিতে দেহিদিগের আত্মবুদ্ধির নাম অবিদ্যা (অহম্মতি), সেই অবিদ্যাকৃতই বন্ধন এবং তাহার নাশকেই মোক্ষ বলে ॥

অনাদি অশান্ত স্বাভাবিক মিথ্যা জ্ঞানস্বরূপ অধ্যাস সকল লোকের প্রত্যক্ষীভূত। এই অধ্যাস অনর্থের হেতু, ইহার বিনাশেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্বজ্ঞান হয়, ইহাই শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে ভগবন! সেই আত্মা কিরূপ? গুরু কহিতেছেন,—তাহা শ্রবণ কর। সচ্চি-দানন্দ অদ্বিতীয় অখণ্ড অচল অজ অক্রিয় নির্ব্বিকার অনন্তস্বরূপ স্বতঃ-প্রকাশমান যে ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। হে ভগবন্! তবে এই অনন্তসংসার কাহার? যদি সেই সংসার আত্মারই হয়, তবে উহা স্বভাবিক অথবা নৈমিত্তিক? যদি স্বাভাবিক হয়, তাহাহইলে স্বভাবের অপরিহার্য্যত্বহেতু

---

(১) এই শ্লোকটির পূর্ব্বশ্লোক আচার্য্যের অবিকল আত্মবোধের আদি-শ্লোকের অনুরূপ।

তর্হি স্বভাবস্য অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ মম মোক্ষাশা নাস্তি। ন হি বৎস! নৈমিত্তিকী। তর্হি কিং নিমিত্তং। তৎসাবধান-মতিঃ শৃণু। স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া স্বানুভবগম্যা স্বভাস্যা অবস্তু অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যা অস্তি সা তদাশ্রয়ত্বতদ্বিষয়ত্ববলেন চিৎসদানন্দানন্তাদ্বিতীয়স্বভাবমাবৃণোতি। যথা আগার গর্ত্তান্ধকারেণ আগারগর্ত্ত আচ্ছাদ্যতে। তথা চিদ্রূপং কূটস্থমাত্মানং স্বস্বরূপমাচ্ছাদ্যৈব বিক্ষিপতি। অনাত্মনি দেহাদৌ আত্মত্বেনাভিমন্যমানোঽপ্রাপ্তাশেষ পুরুষার্থঃ প্রাপ্ত-শেষানর্থঃ। অবিদ্যাপরিকল্পিতৈরেব সাধনৈরিষ্টপ্রাপ্তিং অনিষ্টনিবৃত্তিঞ্চ হৃদি আকাঙ্ক্ষ্য লৌকিকবৈদিকস্বাভাবিকা-ন্যপি কর্ম্মাণি বিষয়সুখার্থং কুর্ব্বন্ পরমপুরুষার্থমোক্ষা-

---

আমার মোক্ষবিষয়ে আশা নাই। গুরু কহিতেছেন,—হে বৎস! তাহা স্বভাবিক নহে, উহা নৈমিত্তিক। শিষ্য বলিলেন,—তবে সংসারের নিমিত্ত কি? গুরু বলিতেছেন,—তাহা সমাহিতবুদ্ধি হইয়া শ্রবণ কর। আত্মার বশবর্ত্তী আত্মার বিষয় আত্মানুভবদ্বারা গম্য যে অবিদ্যা তিনি বিদ্যমান আছেন, সেই অবিদ্যা আত্মার আশ্রয়ে এবং আত্মার শক্তিতে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত অদ্বিতীয়স্বভাবকে আবরণ করেন। যেরূপ গৃহ-মধ্যস্থিত অন্ধকার গৃহগর্ত্তকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ চিৎস্বরূপ কূটস্থ স্বপ্রকাশ-মান আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া বিক্ষেপ করে। অনাত্ম অর্থাৎ জড়রূপ দেহাদিতে আত্মরূপে অভিমান করিয়া অখিল পুরুষার্থকে (১) প্রাপ্ত হইতে পারে না, প্রত্যুত অশেষরূপ অনর্থকেই প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাদ্বারা পরিকল্পিত (স্থিরীকৃত) যে সাধন সমূহ তদ্দ্বারা ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট নিবৃত্তি হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা করিয়া লৌকিক, বৈদিক এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপাদিবিষয়

---

(১) নির্ব্বাণ পদ।

কাঙ্ক্ষামলভমানঃ অলাবুবৎ মকরাদিভিরিব রাগদ্বেষা-দিভিরিতস্ততঃ আকৃষ্যমাণঃ সুরনরতির্য্যগাদিপ্রভেদ-ভিন্নাসু নানাযোনিষু পরিবর্ত্তমানোমোহেন মোমুহ্যমানঃ সংসরতি। তথাচ শ্রুতিঃ—

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতাজল্পা বাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি।

সুখের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করে ও পরমপুরুষার্থস্বরূপ মোক্ষবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা-লাভ না করিয়া অলাবুর (লাউ) ন্যায় মকরাদি জলজন্তুর তুল্য (১) রাগ-দ্বেষাদিকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণ হইয়া দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নানা যোনিতে ভ্রাম্যমাণ এবং মোহদ্বারা পুনঃ পুনঃ মোহিত হইয়া সংসারকে প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছেন, তোমরা সেই পরমাত্মাকে জান না, যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে এই ভূমি প্রভৃতি সমস্ত লোককে নীহার (তুষার বা ঘনশিশির) রূপ তমোদ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ পরমাত্মভূত বস্তু তোমাদিগের দূরবর্ত্তী হইয়া-ছেন; সুতরাং সৃষ্টির উপক্রমে নীহাররূপ তমঃপ্রাবরণবশতঃ যে অদ্বৈত-পদার্থের অদর্শন এবং তজ্জনিত যে অদ্বৈতবিষয়ক অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান জন্য দ্বৈতবাদী ব্যক্তিগণ অসুতৃপ ব্যক্তিগণের ন্যায় আপনাদিগের অভ্যন্তর-স্থিত অদ্বৈত পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া বহিঃস্থিত দ্বৈত ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে যাগাদির অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ অসুতৃপ ব্যক্তিরা যেমন পরের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করে ও তাহাতে তৎকালাবচ্ছেদে পরম সুখজ্ঞান করে, কিন্তু পরিণামে পরম পুরুষার্থ হানিদ্বারা অত্যন্ত

---

(১) মৎস্য বা মকরাদি যেরূপ অলাবু বা ফাতনাসংযুক্ত জাল বা সূত্রা-দিতে সংবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ সমাকর্ষণপ্রযুক্ত নানাপ্রকার কষ্ট পায় সেইরূপ জীবাত্মা বা প্রকৃতিস্থ চৈতন্য মায়াজালে বা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আজন্ম-কাল অশেষরূপ কষ্ট পায়।

(১) স্মৃতিরপি—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥

দুঃখজনক বলিয়া পুনরায় ঐ হিংসাকার্য্যকে বিফল বলিয়া স্বীকার করে, দ্বৈতবাদী যাগাদিকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিবাও সেইরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, পরমাত্মা হইতে তোমরা সকলেই উৎপন্ন হইয়াছ, কিন্তু সেই পরমাত্মাকে জান না এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে পরমপুরুষার্থ প্রাপ্ত হইব বলিয়া যাগাদি অনুষ্ঠান করিতেছ। ইহাতে তোমাদিগের যারপরনাই মূঢ়তাপ্রকাশ পাইতেছে। স্মৃতিরও প্রমাণ দিয়াছেন, পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজনিত শরীরোদ্ভব সুখদুঃখাদি ভোগ করেন এবং ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গই সৎ (দেব মনুষ্যাদি) ও অসৎ (পশুপক্ষ্যাদি) যোনিতে জন্মের প্রতিকারণস্বরূপ হয়। শিষ্য কহিলেন,—

(১) অদ্বৈততত্ত্বানভিজ্ঞান্ প্রতি উক্তিরিয়ম্। তং পরমাত্মানং ন বিদ ন জানীথ যূয়মিতিশেষঃ। অথ প্রারম্ভে সৃষ্টেরব্যবহিতপূর্ব্বকালে ইত্যর্থঃ যঃ পরমাত্মা ইমাঃ স্ত্রীত্বনির্দ্দেশাৎ সুরনরতির্য্যগাদিপ্রভেদেন ভিন্নবিবিধযোনিগতাঃ প্রজাঃ ইমান্ সর্ব্বান্ লোকানিত্যর্থঃ। নীহারেণ হিমেন তমোরূপতয়া পরিণতেনেতিভাবঃ। প্রাবৃতাঃ পিহিতাঃ কৃত্বেতি শেষঃ। (তদানীং বৈ সর্ব্বং নীহারতমসা প্রাবৃতমাসীদিত্যাশ্বলায়নশাখোক্তেঃ) জজান অন্তর্ভূতণিজর্থত্বাৎ জনয়ামাস সসর্জ্জ ইতি যাবৎ। অন্যৎ লোকাতিরিক্তং অদ্বৈতভূতং বস্তু যুষ্মাকং তমঃ প্রধানানামিতি ভাবঃ। অন্তরং ব্যবহিতং দূরবর্ত্তীতি যাবৎ বভূব অভূৎ। সুতরাং সৃষ্ট্যুপক্রমে নীহাররূপতমঃপ্রাবরণেনাদ্বৈততত্ত্বদর্শনাভাবেন তদ্বিষয়কাজ্ঞানবশাদেব জল্লাঃ দ্বৈতবাদিনঃ অদ্বৈততত্ত্ববিমূঢ়া ইতি ভাবঃ। উক্থশাসঃ যজমানাঃ (বা ইবার্থে) অসুতৃপঃ পরপ্রাণঘাতকা ইব চরন্তি অনুতিষ্ঠন্তি যজ্ঞাদিকার্য্যমিতিশেষঃ। যথা অসুতৃপাং স্বপ্রাণরক্ষণোদ্দেশেন পরপ্রাণহননং তাৎকালিকসুখজ্ঞানজনকং সত্যং পরং পরিণামে পরমপুরুষার্থক্ষত্যা অতীবদুঃখজনকতয়া বিফলত্বেন মন্ত-

(১) স্বামিন্! যুষ্মদ্বচনং অসমঞ্জসমিবা ভাতি। কথ? ইত্থং—কূটস্থস্য চিদ্ঘনৈকরসস্যাত্মনঃ শশবিষাণসদৃশী অবিদ্যা তদাবরণবিক্ষেপরূপা কথং সংভাব্যতে। যথা গগণারবিন্দমসৎ তস্য সুরভিত্বং কুতঃ? অসম্ভাবনীয়মায়া। সাধু সাধু অরে

হে প্রভো! আপনার এই বাক্য অমীমাংসিতের ন্যায় কেন প্রকাশ পাইতেছে? সর্ব্বকালব্যাপী চিদ্ঘন অদ্বিতীয় রসস্বরূপ যে স্বকীয় আত্মা, সেই আত্মার সম্বন্ধে শশশৃঙ্গতুল্য অবিদ্যা ও আবরণ বিক্ষেপকারিণীশক্তি কিরূপে সম্ভাবিত হয়? যেমন আকাশকুসুম অলীক পদার্থ; সুতরাং তাহার সুগন্ধিত্ব কোথায়? সেইরূপ পরমেশ্বরে মায়া অসম্ভব। গুরু কহিলেন,—অরে! সাধু সাধু (ভাল ভাল) আত্মার অবিবেকজন্য যে ভ্রমমাত্র

ব্যম্। তথা দ্বৈতবাদিনাং স্বান্তরস্থাদ্বৈততত্ত্বং পরিত্যজ্য বহিঃস্থিত দ্বৈতভূতেন্দ্রাদি দেবতোদ্দেশেন যাগাদিকর্ম্ম কুর্ব্বতাং নৃণাং তৎকর্ম্ম ন পরমপুরুষার্থজনকং অতো বিফলমিত্যর্থঃ অদ্বৈতবাদিনান্তু যাগাদ্যাচরণং ব্রহ্মময়ত্বেন পরমপুরুষার্থজনকমিতিভাবঃ। তথাচ শ্রীভগবদ্গীতা-ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনেতি। বিদ ইতি বিদজ্ঞানে ইত্যস্মাদ্ধাতোর্লট্মধ্যমপুরুষবহুবচনস্থানে লিট্মধ্যমপুরুষবহুবচনম্। জজান জন্ধাতো র্লিট-প্রথমপুরুষৈকবচনম্। জল্পাঃ জল্পন্তি কথয়ন্তি দ্বৈতপদার্থমেবেতি জল্পবাচীত্যস্মাদ্ধাতোঃ পচাদিত্বাদচ্। অসুতৃপঃ অসুভিঃ পরপ্রাণৈঃ তৃপ্যন্তি ইতি কর্ত্তরিক্বিপ। উক্থশাসঃ উক্থানি পুরোহিতেন কথিতানি বাক্যানি শংসন্তি কথয়ন্তি ইতি শন্সকথনে ইতি ধাতুঃ কর্ত্তরি বিণ্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিত ইতি মুগ্ধবোধকারঃ। অথ অব্যয়ং প্রারম্ভবাচকম্। তথাচ মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকাৎস্নে‍্যষ্বথো অথ ইত্যমরঃ অলং প্রপঞ্চেনেতি। এই শ্রুতিবাক্যের টীকাটী ৺কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয় করিয়াছিলেন।

(১) এই শ্লোকটি অবিকল ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ের একবিংশতি শ্লোকের ন্যায়।

আত্মাবিবেকভ্রমমাত্রসিদ্ধং। ভো ভগবন্! যদ্ভ্রমমাত্রসিদ্ধং তৎ কিং সত্যং? অরে যথা ইন্দ্রজালং পশ্যন্ জলব্যাঘ্র জলতুরগাদি সত্যতয়া ন বিজানাতি। কিন্তু সর্ব্বং মিথ্যেতি জানাতি। যথা চ রজ্জ্বামহিভ্রমে নিবৃত্তে রজ্জুরেব সর্পঃ নান্যৎ কিঞ্চিদপি। ইদন্তু সর্ব্বেষাং অনুভবসিদ্ধম্। তথাত্মবিবেক-ভ্রমনিবৃত্তে তদনন্তরং সর্ব্বং মিথ্যেতি জ্ঞায়তে। ভো ভগ-বন্! তর্হ্যস্য ভ্রমস্য নিবৃত্তিঃ কথং? তৎ শৃণু—অকস্মাৎ কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাদ্বা বেদোক্তেনেশ্বরার্থকর্ম্মানুষ্ঠানেনাপ্যপ-গত রাগাদিমলঃ অনিত্যাদিদর্শনেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ। বেদান্তবেদ্যপ্রতীয়মান ব্রহ্মা-ত্মৈক্যভাবং বুভুৎসুঃ আত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছতি। জ্ঞানাদেবতু

তাহাদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ। শিষ্য কহিলেন,—ভগবন্! যাহা কেবল ভ্রম-দ্বারা সিদ্ধ, তাহা কি সত্য? গুরু কহিলেন,—বৎস! যেমন ইন্দ্রজাল দর্শনকারী ব্যক্তি ব্যাঘ্রঘোটকাদি সত্য বলিয়া জানে না, পরন্তু সমস্ত মিথ্যা বলিয়াই জানে এবং যেরূপ রজ্জুতে সর্প ভ্রম নিবৃত্ত হইলে রজ্জু-মাত্রই জানিতে পারে, সর্প বলিয়া প্রত্যয় করে না, এ সকল যেমন সমগ্র ব্যক্তিরই অনুভবসিদ্ধ, সেইরূপ আত্মার অবিবেকজন্য ভ্রম নিবৃত্ত হইলে পর সমস্তই মিথ্যা জানিতে পারে। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! তাহাহইলে এ ভ্রমের নিবৃত্তি কি প্রকারে হয়? গুরু কহিলেন,—তাহা শ্রবণ কর। দৈবাৎ কোন পুণ্যবশতঃ অথবা বেদোক্ত ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা রাগাদি মলরহিত হইয়া সমুদায় পদার্থ অনিত্য বোধকরতঃ নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারক্ষম হয় এবং ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বিরাগী হয়। বেদান্তবিদ্যাদ্বারা বিজ্ঞেয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় স্বরূপকে জানিতে ইচ্ছা করেন,

কৈবল্যমিতিশ্রুতেঃ। জ্ঞানন্তু শ্রবণমননিদিধ্যাসনমন্তরেণ ন সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ—আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ পশ্চাৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য ইতি। ত্বং পদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং শ্রুত্বা বিধীয়তে। যস্মাদন্যথাপতিতো ভবেৎ তস্মাদাচার্য্যাদ্‌-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানপ্রাপ্তিঃ ফলং। আচার্য্যঃ অজ্ঞো বা বিজ্ঞো বা স্যাৎ যদি অজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞস্তদা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি। তস্য অজ্ঞান তৎকার্য্যদেহদ্বয়ে নিবৃত্তে দেহাদিসম্বন্ধাভাবাৎ ন শিষ্যাদি-শাসনং হ্যুপপদ্যতে। অথানবগতব্রহ্মাত্মভাবঃ স্যাৎ। অত্র

কারণ স্বকীয়স্বরূপ জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, ইহা শ্রুতিপ্রমাণ আছে, কিন্তু ঐ মুক্তিসাধন জ্ঞান ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (পুনঃ পুনঃ আত্ম-স্মরণ) ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। ইহাতে এই শ্রুতিপ্রমাণ আছে, অরে! আত্মা, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের যোগ্য হইয়া পশ্চাৎ প্রত্যক্ষদর্শনের যোগ্য হন। ত্বং পদার্থের অববোধনিমিত্ত গুরু হইতে শ্রবণ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করা যায়। ইহার অন্যথা করিলে পতিত হয়, অতএব আচার্য্য (গুরু) হইতে জীবাত্মা পরমাত্মার জ্ঞানলাভই জীবনের ফলস্বরূপ হয়। আচার্য্য অজ্ঞও হইতে পারেন, অথবা তিনি বিজ্ঞও হইতে পারেন। পরন্তু যদি তিনি অজ্ঞ হন, তাহা হইলে জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞান উপদেশ করিতেই সমর্থ হন না, আর যদি বিজ্ঞ হন, তাহাহইলে তাঁহার উপদিষ্ট ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা শিষ্য ব্রহ্মই হন। সেই ব্রহ্মস্বরূপ শিষ্যের ও আচার্য্যের অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত কার্য্যরূপ দেহদ্বয়ের অভিমান তুরীয়ধ্যানে তিরোহিত হইলে শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে না, এ কারণ তৎকালে শিষ্যাদিশাসনরূপ দ্বৈতজ্ঞান সঙ্গত হয় না। যদি পরমাত্মা জীবাত্মার একভাব শিষ্য অবগত না হয় তাহা-

নায়ং দোষঃ। জ্ঞানিনো ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে জাতে তেন বাধিতত্বাৎ সঞ্চিতকর্ম্মণঃ প্রারব্ধবেগবশাৎ দেহাদিঃ প্রতিভাসতে। অথাবগতব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সম্প্রদায়ক্রমেণ উপদিশতি। তস্মাদাচার্য্যাধীনং জ্ঞানং জ্ঞানাৎ মোক্ষ ইতি সিদ্ধং। তস্মাদ্ বেদোক্তশমদমাদি-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্না ব্রহ্মবিদমাচার্য্যমুপেত্য সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাতং কৃত্বা সমিৎপাণিঃ পুরতউপবিশ্য বিজ্ঞাপয়েৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। ভো ভগবন্! সংসারার্করূপত্রয়মাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং। ইতিতাপত্রয়সন্তপ্তোঽহং অস্য তাপস্য নিবৃত্তিং কুরু মমেতি। বিজ্ঞাপিতঃ সদ্‌গুরুরুপদিশতি কথং? ইত্থং

হইলে ইহাতে আচার্য্যের দোষ হয় না। কারণ বিবেকী ব্যক্তির ব্রহ্মাত্মবোধ জন্মিলে সেই আত্মবোধদ্বারা অজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া কেবল সঞ্চিত কর্ম্মের ফলরূপ প্রারব্ধবেগবশতঃ দেহাদি প্রকাশ পায়। অতএব অবগত পরমাত্মা জীবাত্মার একত্বজ্ঞান গুরু শিষ্য পরম্পরায় উপদেশ করেন, সেইহেতু জ্ঞান আচার্য্যের অধীন এবং ঐ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়, ইহা নিষ্পন্ন হইল। অতএব বেদোক্ত শমদমাদিসাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যসমীপে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর সমিৎহস্তও সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিবেদন করিবে। এ বিষয়ে এই শ্রুতির প্রমাণ আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ সদ্‌গুরুকেই প্রাপ্ত হইবে। হে ভগবন্! সংসারস্বরূপ সূর্য্যের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয়দ্বারা আমি সন্তাপিত হইয়াছি; অতএব আমার এই তাপত্রয়ের বিনিবৃত্তি করুন, এইরূপ শিষ্যদ্বারা সদ্‌গুরু সমাবেদিত হইয়া শিষ্যকে উপদেশ দিতে-

অরে তব ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে জাতে সংসারনিবৃত্তির্ভবিষ্যতি নান্যথা। ভো ভগবন্‌! তৎ কেন ভবতি? তৎ শৃণু—আদৌ ত্বং পদার্থশোধনেন জীবত্বং নিরস্য শুদ্ধো ভবিষ্যসি তদা তব ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবো ভবিষ্যতি। যথা গ্রামাদিষু স্থিতং চন্দনবৃক্ষং অজানতোঽসম্ভাবনা ভবত্যেব নেদং চন্দনমিতি। অন্যো যুক্ত্যা তং প্রতিবোধয়তি। কটুকং সুগন্ধি শীতলমিতি। তথাচ শ্রুত্যাবধারিতস্য তৎ ত্বং ব্রহ্মেতি মহাবাক্যার্থস্য তাৎপর্য্যং গুরুঃ যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি চিৎসদানন্দস্বরূপস্ত্বমিতি। তদা সংভাবয়। ভো ভগবন্‌! সা শোধনযুক্তিঃ কথং? ইত্থং—অরে দৃশ্যং জড়মনিত্যমমঙ্গলং ইদং

ছেন। অরে বৎস! এইরূপ কেন কহিতেছ? পরমাত্মার সহিত তোমার আত্মার একত্বানুভব জন্মিলে সংসার সন্তাপের নিবৃত্তি হইবে, অন্য অবলম্বনে কোনরূপেই সমর্থ হইবে না। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্‌! তাহা কি প্রকার হয়? গুরু কহিলেন,—তাহা শ্রবণ কর, প্রথমে যখন ত্বং (জীবাত্মবাচক) পদার্থের সংশোধনদ্বারা জীবত্বের নিরাকরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে, তখন তোমার জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ববিজ্ঞান অনুভব হইবে। যেমন গ্রামাদিতে সংস্থিত চন্দনবৃক্ষকে যে ব্যক্তি জানে না, তাহার সম্বন্ধে চন্দনবৃক্ষজ্ঞান অসম্ভব হয় এবং কহে ইহা চন্দন বৃক্ষ নহে, সেস্থলে চন্দন বৃক্ষজ্ঞ লোক যেরূপ যুক্তিসহকারে ঐ ব্যক্তিকে চন্দন কটু (ঝাল), সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রবোধিত করে, সেইরূপ শ্রুতিদ্বারা সুনিশ্চিত তৎ ত্বং ব্রহ্ম, অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম তুমি, এই মহাবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য গুরু যুক্তি অর্থাৎ যোগোপদেশদ্বারা শিষ্যকে প্রতিবোধ প্রদান করিবেন। অতএব যখন এইরূপ হইল, তখন তুমিই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম এইমাত্র ধ্যান কর। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগ-

স্থূলশরীরং ত্বং ন ভবসি! ভো ভগবন্। দৃশ্যং জড়মনিত্যমমঙ্গলং কথং? ইত্থং—এতৎ শরীরোৎপত্তেঃ প্রাগ্নাশাদূর্দ্ধঞ্চ যতঃ ইদং শরীরং তব নাস্তি, অতো বর্ত্তমানেপি ইদং শরীরং দৃশ্যং ত্বং ন ভবসি। কিঞ্চ মমেদং শরীরমিতি প্রতীয়তে। অতস্ত্বংসকাশাদ্ভিন্নং ত্বং দ্রষ্টা ইদং তব দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি। যথা দাহ্যপ্রকাশ্যকাষ্ঠাদ্ব্যতিরিক্তো দাহকঃ প্রকাশকোঽগ্নিঃ তথা দৃশ্যাদ্দেহাৎ দ্রষ্টা ত্বং ব্যতিরিক্ত ইতি সিদ্ধং। অন্যচ্চ স্বপ্নান্তে দিব্যশরীরভেদমাস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জানঃ। প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্নাহং দেবো মনুষ্য এবেতি দেবশরীরে বাধ্যমানেপি অহংমাস্পদং ন বাধ্যমানং ভবতি অতস্ত্বং

বন! সেই শুদ্ধকরণ যোগ কিরূপ? গুরু কহিলেন,—বৎস! দৃশ্য জড় অনিত্য ও অমঙ্গলময় এই স্থূলশরীর তুমি নহ। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! দৃশ্যবস্তু জড় ও অনিত্য কেন? গুরু কহিলেন,—যেহেতু এই শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বকালে এবং এই শরীর ধ্বংসের উত্তরকালে যখন তোমার সম্বন্ধে শরীর নাই, তখন বর্ত্তমান অবস্থাতে দৃশ্য এই শরীর যে তুমি, তাহা কোন মতে সঙ্গত হয় না। অপিচ আমার এই শরীর এই রূপই প্রতীয়মান হইতেছে কিন্তু তুমি সে শরীর হইতে স্বতন্ত্র তুমি দ্রষ্টা এই শরীর তোমার দৃশ্য এ কারণ তুমি তাহা হইতেছ না। যেরূপ দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠ হইতে দাহক ও প্রকাশক অগ্নি পৃথক্ পদার্থ, সেইরূপ দৃশ্য দেহ বস্তু হইতে দ্রষ্টৃস্বরূপ তুমি পৃথক্ পদার্থ, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। আরও দেখ যেমন স্বপ্ন সময়ে দেবদেহ পাইয়া সেই দেহ যোগ্য ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করিয়া জাগরিত হইলে আপনাকে মনুষ্য দেখিয়া আমি দেবতা নহি, মনুষ্যই, এইরূপ জ্ঞানে দেবদেহের বাধা জন্মিলেও অহং বুদ্ধির আস্পদস্বরূপ এই শরীরের অন্যথা হয় না, সেইরূপ স্বপ্নে ও

শরীরাদ্ভিন্ন এব স্বপ্নমরণাদৌ দর্শনাৎ। অপি চ যোঽহং কৌমারে নানাক্রীড়ামন্বভবং সোঽহং স্থবিরে মুনিবৃত্তি-স্থিতঃ। এবং ত্বং বদসি তদা স্থবির-কুমার-শরীরদ্বয়ং তস্য ব্যবহারস্য ত্বং দ্রষ্টা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। দ্রষ্টা দৃশ্যাদন্য ইতি প্রসিদ্ধোন্যায়ঃ। লোকে দৃশ্যতে চ ঘটাদিবৎ। যথা ঘটাদয়ো রূপাদিমন্তশ্চক্ষুরাদিভিঃ করণৈ-রুপলভ্যন্তে। অতঃ ইদং শরীরং তব দৃশ্যং ত্বং দ্রষ্টা ইতি সিদ্ধং। অথচ অস্য জড়ত্বং শৃণু—পঞ্চীকৃতানি পঞ্চমহা-ভূতানি ত্বমেব জানাসি। তানি স্বাত্মানং ন জানন্তি। পর-মপি ন জানন্তি অত্যন্তজড়ানি তানি ত্বং ন ভবসি। তদং

মরণাদিতে দৃশ্যমান দৃষ্টান্তহেতু এই অস্বরূপ শরীরস্থ হইয়াও তুমি শরীর হইতে ভিন্নই আছ। আরও কহিতেছেন, যদি এমন বল যে, আমি বাল্য-কালে নানা ক্রীড়া অনুভব করিয়াছি, সেই আমি বৃদ্ধাবস্থায় মুনিবৃত্তি অব-লম্বন করিয়া আছি। তাহাহইলে বৃদ্ধ ও কুমার এই শরীরদ্বয় মানিতে হয়, ফলতঃ তুমি সে শরীরদ্বয়ের দ্রষ্টা, তুমি এই শরীর হইতেছ না। দ্রষ্টা (১) দৃশ্য (২) হইতে ভিন্ন, এই যুক্তি প্রসিদ্ধ আছে, লোকে ঘটা-দির ন্যায় পরিদৃশ্য হইতেছে, অর্থাৎ যেরূপ রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থ সকল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধির বিষয় হয়, সেইরূপ এই শরীর তোমার দৃশ্য, তুমি ইহার দ্রষ্টা ইহাই মীমাংসিত হইল; অতঃপর ইহার জড়ত্ব শ্রবণকর,—পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতকে তুমি নিশ্চয় জানিতেছ, কিন্তু সেই পঞ্চভূতেরা স্বীয় আত্মা যে কে, তাহা জানিতে পারে না, অতএব অত্যন্ত জড় ঐ পঞ্চ মহাভূত তুমি হইতেছ না এবং ঐ পঞ্চমহাভূতের

---

(১) যে দেখে।

(২) যাহাকে দেখাযায়।

শোদ্ভবমিদং শরীরমপি ত্বং ন ভবসি। ভো ভগবন্! তদং শোদ্ভবমিদং শরীরং কথম্? ইত্থং—যৎ কাঠিন্যং সা পৃথ্বী যদ্দ্রবং তজ্জলং যদুষ্ণং তত্তেজঃ যঃ সঞ্চরতি স বায়ুঃ। যৎ সুষিরং তদাকাশমিতি। যতস্তানি সর্ব্বাণি ভূতান্যস্মিন্ শরীরে দৃশ্যন্তে তানি সূক্ষ্মাণি অস্থিমাংসপ্রভৃতীনি পঞ্চ-বিংশতিগুণানি। পঞ্চমহাভূভানি তেষাং সমূহ এবেদং শরীরংজড়ং দৃশ্যং ত্বং ন ভবসি। ভো ভববন্! স্থূলশরীরে পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চীকরণানি শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ তানিকানি পঞ্চবিংশতিগুণানি উচ্যন্তে। তচ্ছৃণু—অস্থি মাংস স্নায়ু ত্বক্ রোমাণি পৃথ্বী এবং পঞ্চধা ভবতি। রেতঃ পিত্তং তথা স্বেদো লালা রক্তং তথৈব চ। এবং আপঃ পঞ্চধা ভবন্তি। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা কান্তিরালস্যমেবং তেজঃ পঞ্চধা ভবতি।

অংশ হইতে সমুৎপন্ন এই শরীরও তুমি হইতেছ না। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! উক্ত পঞ্চমহাভূতের অংশ হইতে এই শরীর কিরূপে উৎপন্ন হয়? গুরু কহিলেন,—যাহা কঠিন,তাহাই পৃথিবী, যাহা দ্রব (তরল) তাহাই জল, যহা উষ্ণ তাহাই তেজঃ, যাহা সঞ্চরণ করে, তাহাই বায়ু এবং যাহা ছিদ্র, তাহাই আকাশ। যেহেতু সেই পঞ্চভূত এই শরীরে দৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল সূক্ষ্ম অস্থিমাংস প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি গুণ এবং পঞ্চ মহাভূত তাহাদিগের সমূহই এই দৃশ্য জড়শরীর ও শরীর তুমি হইতেছ না। শিষ্য কহিলেন হে ভগবন্! স্থূলশরীরে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কথা শুনিতেছি এবং দেখিতেছি, কিন্তু সেই পঞ্চবিংশ গুণ কাহাকে বলা যায় বিশেষ করিয়া বলুন গুরু কহিলেন,—তাহা শ্রবণ কর। অস্থি, মাংস, স্নায়ু (১) চর্ম্ম, লোম, এই পঞ্চ পৃথিবী এইরূপ পঞ্চপ্রকার হয়। শুক্র, পিত্ত, ঘর্ম্ম, লাল, রক্ত, এই

---

(১) শরীরান্তর্গত সূক্ষ্মশিরা বা বায়ুবাহিনী নাড়ী।

ধারণং প্রসারণং উৎক্রমণং চলনং সঙ্কোচনং এবং বায়ুঃ পঞ্চধা ভবতি। কটিরুদরং হৃদয়ং কণ্ঠং শিরঃ পঞ্চাকাশো ভবতি। ভয়ং পৃথ্বী মোহমুদকং ক্রোধোঽগ্নিঃ কামোবায়ুর্লোভ আকাশমিতি মতান্তরে। ভো ভগবন্! একৈকভূতং পঞ্চধা ভবতি কথমিতি চেৎ? তচ্ছৃণু—অস্থিমুখ্যা পৃথ্বী বিচারবলাৎ কাঠিন্যং পীতবর্ণঞ্চ। মাংসমুদকং সদ্রবত্বাৎ। স্নায়ুস্তেজঃ জ্বরেণ পরিক্ষীণত্বাৎ। ত্বক্ বায়ুঃ স্পর্শধর্ম্মত্বাৎ। রোমাকাশং ছেদনে দুঃখাভাবাৎ॥ ১॥

রেতো মুখ্যমুদকং গর্ভোৎপত্তিকারণং শুভ্রবর্ণঞ্চ। পিত্তং তেজঃ উষ্ণাগমত্বাৎ। স্বেদোবায়ুঃ শ্রমপ্রসঙ্গত্বাৎ। লালাকাশং ঊর্দ্ধাদাগমনাৎ। রক্তং পৃথ্বী লোহিতত্বাৎ॥ ২॥

পঞ্চ, জল এইরূপ পঞ্চ প্রকার হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, লাবণ্য ও অলসতা এই পঞ্চ তেজঃ এই পঞ্চপ্রকার হয়। ধারণা, বিস্তারকরণ, ঊর্দ্ধনিক্ষেপ, গমন ও সঙ্কোচকরণ, এই পঞ্চ বায়ু এইরূপ পঞ্চপ্রকার হয়। কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক এই পঞ্চ আকাশ এইরূপ পঞ্চপ্রকার হয়। মতান্তরে ভয়কে পৃথিবী, মোহকে জল, ক্রোধকে অগ্নি, কামকে বায়ু ও লোভকে আকাশ কহিয়া থাকে। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন! এক এক ভূত পঞ্চপ্রকার কি প্রকারে হয়? গুরু কহিলেন,—তাহা শ্রবণ কর। অস্থির প্রধানাংশ পৃথিবী, বিচারবলে তাহা কঠিন ও পীতবর্ণ হয়। মাংসের প্রধানাংশ জল, দ্রবত্বহেতু। স্নায়ুর প্রধানাংশ তেজঃ জ্বরদ্বারা ক্ষয় পায়, এই কারণ। ত্বকের প্রধানাংশ বায়ু, স্পর্শধর্ম্মহেতু লোমের প্রধানাংশ আকাশ, ছেদন করিলে দুঃখ হয় না, এই কারণ। ১॥

শুক্রের প্রধানাংশ জল, গর্ভোৎপত্তির হেতু ও শুক্লবর্ণ হয়। পিত্তের প্রধানাংশ অগ্নি, উষ্ণতা আছে এই কারণ। ঘর্ম্মের প্রধানাংশ বায়ু, শ্রমের

ক্ষুধামুখ্যাগ্নিঃ পাচনসমর্থত্বাৎ। তৃষাবায়ুঃ কণ্ঠোষ্ঠশোষণত্বাৎ। নিদ্রাকাশং শূন্যস্বভাবত্বাৎ। কান্তিঃ উদকং শিতোষ্ণসম্বন্ধাৎ কৃষ্ণলোহিতত্বং ভবতি। আলস্যং পৃথিবী জাড্যত্বাৎ ॥ ৩ ॥

ধাবনং মুখ্যোবায়ুঃ স্ববলত্বাৎ। প্রসারণং আকাশং ব্যাপকত্বাৎ। উৎক্রমণং তেজঃ উৎকৃষ্টব্যাপারত্বাৎ। চলনমুদকং শিথিলত্বাৎ দ্রবত্বাচ্চ। সঙ্কোচনং পৃথ্বী জাড্যত্বাৎ ॥ ৪ ॥

শিরসি অবকাশং মুখ্যাকাশং অনাহতশব্দস্থানত্বাৎ। কণ্ঠে অবকাশং বায়ুঃ মুখনাসিকয়োঃ সঞ্চরণত্বাৎ। হৃদি অবকাশোঽগ্নিঃ সর্ব্বদা উষ্ণস্থিতিঃ। উদরে অবকাশং জলং জলাশয়ত্বাৎ। কটৌ অবকাশং পৃথ্বী গন্ধস্থানত্বাৎ। এবং সমূহাত্মকং স্থূলশরীরং জড়ং ত্বং ন ভবসি ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধহেতু। লালের প্রধানাংশ আকাশ উর্দ্ধ হইতে আগত হয়, এই কারণ। রক্তের প্রধানাংশ পৃথিবী রক্তবর্ণহেতু ॥ ২ ॥

ক্ষুধার মুখ্যাংশ অগ্নি, পরিপাকযোগ্যতা জন্য; তৃষ্ণার মুখ্যাংশ বায়ু, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা শক্তিহেতু; নিদ্রার মুখ্যাংশ আকাশ, শূন্যস্বরূপতা হেতু; লাবণ্যের মুখ্যাংশ জল, শীত ও উষ্ণ সম্বন্ধহেতু, কৃষ্ণবর্ণ এবং পীতবর্ণ হয়। আলস্যের প্রধানাংশ পৃথিবী, জড়ত্বহেতু ॥ ৩ ॥

বেগগমনের প্রধানাংশ বায়ু, বলিষ্ঠতাহেতু; বিস্তার করণের প্রধানাংশ আকাশ, ব্যাপকত্বহেতু; উর্দ্ধগমনের প্রধানাংশ তেজঃ, উৎকৃষ্ট ব্যাপকতা কারণ; গমনের প্রধানাংশ জল মন্দতা ও দ্রবত্বহেতু; সংঙ্কোচকরণের প্রধানাংশ পৃথিবী, জড়তাহেতু ॥ ৪ ॥

মস্তকে যেস্থান তাহার মুখ্যাংশ আকাশ, অনাহত শব্দের স্থলত্বহেতু; কণ্ঠেতে যে স্থান তাহার মুখ্যাংশ বায়ু, মুখ এবং নাসিকাদ্বারা সঞ্চরণহেতু; হৃদয়ে যেস্থান তাহার মুখ্যাংশ অগ্নি, অনুক্ষণ উষ্ণতাহেতু; উদরে যেস্থান

ভো ভগবন্! সুখদুঃখে জানানং কথং শরীরং জড়ং? এত চ্ছৃণু—দেহো ন জানাতি সুখদুঃখে। যতো ভৌতিকো দৃশ্যো জড়শ্চ ভূতানি কদাপি ন জানন্তি। তদংশা অপি ন জানন্তি অতস্তদংশসজ্ঘাতো দেহঃ কথং জানীয়াৎ। অপিচ দেহঃ সন্নপি উত্থিতং পতিতং বা ন জানাতি অতোঽত্যন্তজড়ঃ। ঘটো যথা দৃশ্যোজড়শ্চেতি তথা দেহোপি। নন্নু ঘটো জাতস্তথৈব তিষ্ঠতি। দেহস্তু বর্দ্ধতে অতো ঘটবৎ দেহো বক্তুং ন শক্যতে। ইতি প্রশ্নে গুরুরুপদিশতি। বৃদ্ধি-মানপি দেহঃ কিং চৈতন্যং ভবতি? অপি তু ন বর্দ্ধিতমপি

তাহার মুখ্যাংশ জল, জলের আধারত্বহেতু; কটিদেশের যে স্থান তাহার মুখ্যাংশ পৃথিবী, গন্ধের স্থানত্বহেতু; এইরূপ পদার্থ সমূহরূপ স্থূলশরীর জড় তুমি হইতেছ না॥ ৫॥

শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! সুখ ও দুঃখ জানিতেছে যে শরীর তাহা জড় কিরূপে হইতে পারে? গুরু কহিলেন,—বৎস! শ্রবণকর, শরীর স্বয়ং সুখ ও দুঃখ জানিতে সক্ষম নহে, কারণ শরীর পঞ্চভূতসংঘটিত, একা-রণ জড়রূপেতে পরিদৃশ্য ভূতগণ কখনই সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং ঐ ভূতগণের অংশগণও অবগত হইতে ক্ষমতা-বিশিষ্ট হয় না, অতএব সেই সমস্ত ভূতাংশসমূহস্বরূপ এই শরীর কি-রূপে সুখ ও দুঃখ জানিতে বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে? আরও দেখ দেহ বিদ্যমান হইয়াও উত্থিত বা পতিত আপনাকে অবগত হইতে পারে না, এইহেতু দেহ অত্যন্ত জড়। ঘট যেরূপ দৃশ্য ও জড়পদার্থ, শরীরও সেইরূপ। যদি বল ঘট উৎপন্ন হইয়া একরূপ অবস্থাতেই থাকে, কিন্তু শরীর সমুৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এ জন্য শরীরকে ঘটের ন্যায় বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না; এই প্রশ্ন বিষয়ে গুরু উপদেশ দিতেছেন, শরীর সম্যক বৃদ্ধিযুক্ত হইয়াও কি চৈতন্যবিশিষ্ট হয়? সেই শরীরের সমৃদ্ধি নিমিত্তও

চৈতন্যং নাস্তীতি ত্বয়া কুত্র দৃষ্টং কেনোক্তং। অত্র দৃষ্টান্তে পরিহরতি। যথা তৃণং গোময়ঞ্চ যত্র নিক্ষিপ্যতে স রাশিঃ কিং চৈতন্যং ভবতি। কিম্বা ঘটীযন্ত্রং কূপে উদ্গীর্য্যমাণং মৃদ্বিবর্দ্ধমানাতীরে কিং চৈতন্যং ভবতি? কুড্যাদিনির্ম্মাত্রা মুহুর্মুহুঃ নিক্ষিপ্যমাণা মৃদ্বিবর্দ্ধমানা বেদিকা কিং চৈতন্যং ভবতি? এবং প্রতিদিনমণুরূপেণ সংবর্দ্ধমানো দেহোম্মদাদি-সঞ্চয়রূপঃ সম্যগ্‌বর্দ্ধমানোঽপ্যত্যন্তং জড়এব। অতস্ত্বং জড়ো ন ভবসি ত্বন্তু চৈতন্যমেব। অথ অনিত্যত্বং শৃণু—আকাশমব-কাশং ভবিতুমিচ্ছতি। পবনো ধাবনমেব যততে। অগ্নির্জ্বলিতু মেব যততে। উদকং দ্রবিতুমিচ্ছতি। পৃথিবী বিশীর্ণা ভবিতু-মিচ্ছতি। এবং সর্ব্বাণি ভূতানি স্বস্বমার্গং গন্তুমিচ্ছন্তি। অতঃ

চৈতন্য হয় না, যদি বল ইহা কোথায় দেখিয়াছ এবং কে কহিয়াছে এজন্য এই দৃষ্টান্তবিষয়ে দোষের পরিহার করিতেছেন, যেমন যে স্থলে তৃ ও গোময় নিয়ত নিক্ষেপ করা যায় সেই তৃণ ও গোময়াদির রাশি কি চৈতন্যযুক্ত হয়? কিম্বা যেরূপ কূপেতে ঘটীযন্ত্র (জলতোলাকল) জল উৎ-ক্ষেপণ করে, তাহা কি চৈতন্যযুক্ত হয়? অথবা নদ্যাদির পুলিনে বিবর্দ্ধমান মৃত্তিকা কি চৈতন্যযুক্ত হয়? মৃত্তিকাভিত্তি নির্ম্মাণকর্ত্তাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্যমাণ মৃত্তিকা বর্দ্ধমান হইয়া বেদী হয়, তাহা কি চৈতন্যযুক্ত হয়? সেইরূপ প্রতিদিন অল্প অল্প বর্দ্ধমান ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রপঞ্চ-রূপ শরীর সম্যক্ উন্নত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও অত্যন্ত জড়ই থাকে, অত-এব তুমি সেই জড় হইতেছ না, পরন্তু তুমি চৈতন্যই আছ। অনন্তর এই দেহের অনিত্যত্ব শ্রবণ কর। আকাশ অবকাশ (অভ্যন্তর স্থান) হইতে ইচ্ছা করে, বায়ু বেগগমনেই বাসনা করে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার নিমি-ত্তই চেষ্টাকরে, জল তরলভাব প্রাপ্ত হইতেই প্রযত্ন পায় এবং পৃথিবী শুষ্ক হইতেই অভিলাষ করে। এইরূপ সমুদয় ভূত স্বস্ব পথে গমন করিতে

শরীরস্যানিত্যতা নিশ্চিতা। অথ অমঙ্গলত্বং শৃণু—জন্মকালে পরামৃষ্যমাণে রক্তরেতঃসংযোগেন মলভাজনং নিষ্পন্নোদেহঃ মলাদত্যন্তাশুদ্ধএব। অপিচ দশদোষৈর্দুষ্টো দেহস্ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধং। ভো ভগবন্! কে তে দোষাদশ। তচ্ছৃণু—অশুদ্ধং শোচ্যং দুর্গন্ধস্থানং স্থূলং খণ্ডং দগ্ধ্যং শিথিলং নানারোগগ্রস্তং অধ্রুবং আমিষং ইতি। ভো ভগবন্ এতৎ সত্যং। ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি এতাবতা মম কিং জাতং হিতং। সাধু সাধু অরে সাবধানমতিঃ শৃণু—যদা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। তদা অনিত্যজাতিবর্ণাশ্রমঃ ত্বং ন ভবসি। ষড়্ভাববিকারাস্তব ন সন্তি। তদ্‌যথা—

বাঞ্ছা করে, এই কারণ শরীরের অনিত্যত্ব স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর এই শরীরের অমঙ্গলত্ব শ্রবণকর। জন্মকাল পর্য্যালোচনা করিলে কেবল শুক্র-শোণিত সংযোগদ্বারা মলের আধারস্বরূপ শরীর সম্পন্ন হয়; সুতরাং মলের আধার বলিয়া অতিশয় অশুদ্ধই। আর দেখ দশবিধ দোষদ্বারাই দূষিত, অতএব তুমি দেহ হইতেছ না ইহা নিষ্পন্ন হইল। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! সেই দশবিধ দোষ কি? গুরু কহিলেন,—তাহা শ্রবণ কর; অপবিত্র, শোচনীয়, দুর্গন্ধের আস্পদ, স্থূল (জড়), খণ্ড, (অনেক অংশ-সংযুক্ত), দহনীয়, শিথিল (শ্লথ বা আল্‌গা), বিবিধ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত, অনিত্য ও আমিষ, (মাংস বা রক্তজধাতু বিশেষ)। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! এই স্থূলশরীর আমি হইতেছি না, ইহা সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার কি ইষ্টসাধন হইয়াছে? গুরু কহিলেন,—বৎস! ভাল ভাল, সমাহিত মনে শ্রবণ কর, যখন তুমি এই স্থূলশরীর হইতেছ না, তখন অনিত্যজাতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র), বর্ণ (গৌর কৃষ্ণাদি) এবং আশ্রম (ব্রহ্ম-চারী গৃহী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু) তুমি হইতেছ না; সুতরাং ষড়্ভাব বিকারও তোমার নাই। ষড়্ভাব বিকার এই,—জন্মে, জন্মিয়া স্থিতি করে, বৃদ্ধি

জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি।
ইতি ষড়্ভাববিকারাঃ।

বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥
বর্ণাশ্রমধর্ম্মাধর্ম্মা অপি তব ন সন্ত্যেব।
বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাসো ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ত্ততে শ্রুতিমূর্দ্ধনি॥

যতঃ শাস্ত্রমাহ—

পায়, বিকৃত হয়, ক্ষয় পায় এবং ধ্বংস হয়। বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম এবং শাস্ত্র রূপ যন্ত্রদ্বারা যুক্ত হইয়াও যেরূপ সিংহ পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ তুমি অদ্য জগৎ রূপজাল হইতে বহির্গত হইয়াছ। অতএব বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তোমার কিছুই নাই, যেহেতু শাস্ত্র বলিতেছেন, বর্ণ ও আশ্রম জন্য যে অভিমান, তদ্দ্বারা মনুষ্য বেদের অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বর্ণ ও আশ্রম বিবর্হিত মনুষ্য বেদের মস্তকে অবস্থিতি করে (১) আরও

---

(১) এস্থলে অনেক অভিনব সম্প্রদায়ভুক্ত আত্মাভিমানী মানবগণ আপনাদিগকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে, আমরাই সেই বর্ণাশ্রমাদি-বিহীন মহাপুরুষ, কিন্তু সে পক্ষে যে বহুতর ব্যাবৃত্তি আছে, তাহা তাঁহা-দিগের বিচার করিয়া দেখা উচিত, যদি কেবল বর্ণাশ্রমাদি জলাঞ্জলি দিয়া কামাদি উপভোগপরায়ণ হইয়া এক একটী অপ্রকৃত ও অসার সভা সংস্থা-পন করিয়া অথবা বেদবিরুদ্ধ বক্তৃতা করিয়া যথার্থ আত্মোন্নতির বিধান বা ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভ করিত, তাহা হইলে তির্য্যগ্যোনিগত ভূত, গণেরও অনেকাংশে সাদৃশ্যবশতঃ ব্রহ্মপদ প্রাপণে প্রভুত্ব হইত, সাধু-সত্তম তুলসীদাস মহাশয় কহিয়াছেন।

"যাঁহা কাম্ তাঁহা রাম্ নহি, যাঁহা রাম্ তাঁহা নহি কাঁম্।
দোনো এক নহি মিলে রবি রজনী এক ঠাম্॥"

যেখানে কাম (বিষয় বাসনা) সেখানে রাম (ব্রহ্ম) নাই, যেখানে াম সেখানে কাম নাই, যেরূপ রবি ও রজনী একত্র নাই। অপরঞ্চ—

"কাম্ ক্রোধ্ মদ্ লোভ্ কি যব্ লগ্ মনমে খান্।
তব্ লগ্ পণ্ডিত মূরখৌ তুলসী এক সমান" ॥

কাম, ক্রোধ, মদ, লোভাদির খনী যে পর্য্যন্ত লোকের মনে থাকে, সে র্য্যন্ত কি পণ্ডিত, কি মূর্খ উভয়েই সমান থাকে।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও কহিয়াছেন।

"কামং ক্রোধং লোভং মোহং। ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোহং ॥
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তেপচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনি যে কে? তাহা বলোকন কর, আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় মানবগণ ঘোর নরকে পচ্যমান য়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কহিয়াছেন।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম ॥ ৩৭ ॥

ভগবদ্গীতা তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, অতিদুষ্পূর এবং মহাউগ্র, অত-ব এই কাম ও ক্রোধকে মোক্ষমার্গে রিপুস্বরূপ জানিবে। যাহাহউক জোগুণ ও তমোগুণই বন্ধনের কারণ। ঐ রজোগুণ ও তমোগুণ সত্ত্বে ত্ত্বগুণের উৎপত্তি হয় না।

রজস্তম শ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ॥ ১০ ॥

ভগবদ্গীতা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ।

রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া সত্ত্বগুণের উৎপত্তি হয়; তএব সত্ত্বের উৎপত্তি না হইলে জ্ঞান জন্মে না, যথা—

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং ॥ ১৭ ॥

ভগবদ্গীতা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; সুতরাং জ্ঞানের অভাব হইলে ক্তিরও অভাব হয়, এ কারণ সেই সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুতে আমাদিগের অচলা ক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন; যেহেতু,—

যাবদ্দেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ।
প্রামাণ্যং কর্ম্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপপদ্যতে ॥

ইতি।

অহং দেহো ন ভবামীতি যদা তব জ্ঞানং জায়তে তদা সর্ব্বকর্তৃত্বমপি তব নাস্তি। ভো ভগবন্! ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি ত্বদাজ্ঞয়াঽজ্ঞাসিষং স্থূলশরীরসম্বন্ধাভাবাৎ বর্ণা-শ্রম-কুলগোত্র-জাতি-স্ত্রীপুরুষ-নপুংসক-স্থূলসূক্ষ্ম-হ্রস্বদীর্ঘশ্যাম-

---

কহিতেছেন, যে অবধি আপনার শরীরে আত্মানুভব প্রমাণদ্বারা সাধিত না হয়, সেই অবধিই কর্ম্ম প্রকাশক শাস্ত্রসমূহের গ্রাহ্যতা সঙ্গত হয়। আমি দেহ হইতেছি না, ইত্যাকার জ্ঞান যখন তোমার জন্মিবে, তখন তোমার তাবৎ কর্তৃত্বই থাকিবে না। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! এই স্থূলশরীর আমি হইতেছি না, ইহা আপনার আজ্ঞায় আমি অবগত হইয়াছি। স্থূল-শরীরের সহিত সম্বন্ধের অভাবহেতু বর্ণ, আশ্রম, কুল, গোত্র, জাতি, স্ত্রী,

---

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীব নির্ম্মলং।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেত্ততঃ সম্যগ্বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ভক্তিই চিত্তের অতিসুন্দর শুদ্ধিকারক হয়, সেই সুবি শুদ্ধ চিত্ত হইতেই নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হয়, ঐ নির্ম্মল জ্ঞান হইতেই বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বানুভব হয় এবং উক্ত বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সম্যগ্রূপে বিজ্ঞাত হই লেই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যদি বল, তবে কি শিব বা শক্তির উপাসনা কোন কার্য্যকর নহে? এরূপ আশঙ্কা অতি অনুচিত; যেহেতু যখন হরি-হরাত্মা এক বলিয়া বিখ্যাত এবং অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিধারণ করিয়া শিব শক্তি ভেদ ভ্রম বিচ্ছেদ করিয়াছেন, তখন বেশী প্রমাণপ্রয়োগে প্রয়ো জনাভাব, প্রত্যুত এই পুস্তকান্তর্গত তত্ত্বোদয়ের শ্লোকাদি ৫২-৫৩ দ্রষ্টব্য।

গৌরাদিনামরূপ ষড়্ভাববিকার ধর্ম্মাধর্ম্মো মম ন সন্ত্যেব। তব কৃপাকটাক্ষনিরীক্ষণাৎ সম্যক্ ময়া জ্ঞাতং। অন্যচ্চ—ভো ভগবন্! ইন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ। কাণোহং বধিরোহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়াণি অহং। ইতি পৃষ্টো গুরুরাহ—তানি ত্বং ন ভবসি। কথং? ইত্থং—তদ্‌ভূত-কার্য্যমেব। ভো ভগবন্ কস্য ভূতস্য কিং কার্য্যম্। উচ্যতে—নভসঃ সকাশাচ্ছ্রোত্রবাচৌ দ্বিকরণে সমুৎপন্নে। বায়োঃ সকাশাৎ ত্বক্‌পাণী দ্বিকরণে সমুৎপন্নে। তেজসঃ সকাশা-চ্চক্ষুঃপাদৌ দ্বিকরণে সমুৎপন্নে। উদকস্য সকাশাৎ রসনো-পস্থে দ্বিকরণে সমুৎপন্নে। পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ ঘ্রাণপায়ূ দ্বিকরণে সমুৎপন্নে। ভো ভগবন্! ইন্দ্রিয়াণাং আকাশাদি কার্য্যবত্ত্বং কথং? তচ্ছৃণু—বাক্‌শ্রোত্রে আকাশকার্য্যএব।

পুরুষ, ক্লীব, স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, শ্যাম, গৌর, ইত্যাদি নাম ও রূপ এবং ষড়্ভাববিকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আমার সম্বন্ধে কিছুই নাই, আপনার কৃপাকটাক্ষ সমীক্ষণহেতু আমি সম্যগ্‌রূপে জানিয়াছি। অপিচ, হে ভগ-বন্! ইন্দ্রিয়গণের অভাবে দেহস্পন্দনেরও অভাব হয়, এই হেতু আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি অনুভব জন্যই আমিই ইন্দ্রিয়গণ, এইরূপ সংশয় হয়। এই প্রশ্ন শিষ্যকর্ত্তৃক গুরু জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি সেই সকল ইন্দ্রিয় হইতেছ না, কারণ সে সমূহাত্মক পঞ্চভূতেরই কার্য্য। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! কোন্ ভূতের কি কার্য্য? গুরু কহিলেন—আকাশ হইতে শ্রোত্র ও বাক্ এই দুই ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, বায়ু হইতে চর্ম্ম ও হস্ত এই দুই ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, অগ্নি হইতে চক্ষুঃ ও চরণ এই দুই ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, জল হইতে জিহ্বা ও উপস্থ এই দুই ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে এবং ক্ষিতি হইতে নাসিকা ও পায়ু এই দুই ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। শিষ্য কহিলেন,—হে

তয়োঃ শব্দাদিব্যঞ্জকত্বাৎ। প্রায়েণ শব্দোৎপত্তের্ব্বাগ্বিস্তারঃ। ত্বক্‌পাণী বায়ুবিকারাবেব স্পর্শগ্রহণসাধনত্বাৎ স্পর্শবদ্‌দ্রব্যস্য হস্তেনোপাদাতুং শক্যত্বাৎ। চক্ষুঃপাদৌ তেজোবিকারাবেব রূপস্য গ্রাহকত্বাৎ। প্রায়েণোষ্ণত্বং পাদয়োরাক্রমোপ্যত্র প্রমাণং। উপস্থজিহ্বে উদকবিকারাবেব রসগ্রাহকত্বাৎ। স্নিগ্ধত্বাৎ প্রায়েণোপস্থে আনন্দকত্বাৎ। ঘ্রাণপায়ূ পার্থিবাবেব গন্ধগ্রাহকত্বাৎ। প্রায়েণ গন্ধতত্ত্বাচ্চ পায়োঃ। মনঃ পঞ্চানাং কার্য্যং পঞ্চবৃত্তিগ্রাহকত্বাৎ। বুদ্ধিমনসোরবিশেষ-পাচকপাঠকবৎ। পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণা বায়ুবিকারাএব। প্রাণাপানব্যান-উদান

ভগবন্‌! ইন্দ্রিয়গণের আকাশাদি কার্য্যকারিতা কি প্রকার হয়? গুরু কহিলেন,—তাহা শ্রবণ কর, বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় এই দুই আকাশের কার্য্য, এই উভয়ের শব্দাদি প্রকাশকত্বহেতু প্রায় শব্দের উৎপত্তি জন্য বাক্যের বিস্তার হয়। চক্ষুঃ ও হস্ত এই দুই ইন্দ্রিয় বায়ুর বিকার, কারণ স্পর্শ ও গ্রহণসাধনতাহেতু হস্তদ্বারা স্পর্শগুণবিশিষ্ট বস্তুর গ্রহণ করিতে যোগ্যতা আছে। চক্ষুঃ ও চরণ অগ্নির বিকার, কারণ রূপের গ্রাহকতা আছে এবং গমনাদি ক্রিয়া জন্য প্রায় পদদ্বয়ের উষ্ণতা হয় এই প্রমাণ। উপস্থ ও জিহ্বা জলের বিকার, কারণ রসের গ্রাহকতা আছে এবং প্রিয়তাহেতু প্রায় উপস্থে আনন্দজনকতা আছে। নাসিকা ও পায়ু পৃথিবীর বিকার, কারণ গন্ধের গ্রাহকতা আছে এবং প্রায় পায়ুর দুর্গন্ধতা আছে। মনঃ পঞ্চভূতের কার্য্য, কারণ মনের পঞ্চবৃত্তিগ্রাহকতা (প্রাপকতা) আছে, অভেদ পাচক ও পাঠকের ন্যায় বুদ্ধি ও মনের ধর্ম্ম অর্থাৎ যেরূপ পাচক (যে পাক করে) কোন সময় পাঠক (যে পাঠ করে) হইতে পারে এবং পাঠকও কোন সময় পাচক হইতে পারে, সেইরূপ বুদ্ধি কোন সময় মনঃ হইতে পারে এবং মনঃও কোন সময় বুদ্ধি হইতে পারে। প্রাণ, অপান,

সমানঃ। তদাত্মকত্বেনোপলভ্যমানত্বাৎ এবং ভূতানি সর্ব্বাণি জড়ানি প্রথমং উক্তানি তদংশসম্ভূতানীন্দ্রিয়াণি অপি জড়ানি। ভো ভগবন্! স্বস্ববিষয়ং জানন্তি কথং ইন্দ্রিয়াণি জড়ানি? তচ্ছৃণু—অরে শ্রোত্রমাত্মানং ন জানাতি পরমপি ন জানাতি স্ববিষয়ং শব্দং জ্ঞাতুং নেষ্টমন্যবিষয়মপি জ্ঞাতুং ন সমর্থং। উভয়থা জড়ং কিন্তু শব্দজ্ঞানস্য কারণং সাধনমিত্যর্থঃ প্রদীপবৎ যথা দীপো রূপাদিজ্ঞানসাধনং যথা দীপেন রূপাদি গৃহ্যতে তথা শ্রোত্রেণ শব্দ ইতি। এবমিতরাণ্যপি করণানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াসাধনান্যেব দর্ব্বীবৎ অত্যন্তং জড়ানি ত্বং ন

ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবিধবৃত্তি (প্রবর্ত্তন বা প্রবাহ) প্রাণবায়ুরই বিকার, কারণ ঐ সকল বায়ুস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হয়, এইরূপ সমস্ত ভূত জড় বলিয়া প্রথমে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদিগের অংশ হইতে সমুৎপন্ন ইন্দ্রিয়সমূহও জড়স্বরূপ জানিবে। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! ইন্দ্রিয়গণ যখন আপন আপন বিষয়কে অনুভব করিতেছে তখন তাহারা কিরূপে জড় হইতে পারে? গুরু কহিলেন,—বৎস! তাহা শ্রবণ কর। কর্ণেন্দ্রিয় আপনাকে জানিতে পারে না ও অন্যকেও জানিতে পারে না, অপিচ স্ববিষয় শব্দকেও জানিতে পারে না এবং অভিলষিত অন্য বিষয়কেও জানিতে পারে না, এই উভয় প্রকারেই জড়; তথাপি প্রদীপের ন্যায় শব্দবোধের দ্বারস্বরূপ হয়, যেমন প্রদীপ রূপাদি জ্ঞানের সাধন (যাহাদ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়), অর্থাৎ দীপদ্বারা যেরূপ রূপাদি জানা যায়, সেইরূপ শ্রবণদ্বারা শব্দজ্ঞান সাধিত হয়। এইরূপ অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দর্ব্বীর ন্যায় কার্য্য সম্পাদন করে (১), সুতরাং অত্যন্ত জড় তুমি তাহা হইতেছ না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। অতএব

(১) দর্ব্বী অর্থাৎ হাতা যে রূপ ব্যঞ্জনাদি পাককার্য্য করিয়াও চেতনাশক্তিশূন্য জড়প্রযুক্ত আপনাকে বা ব্যঞ্জনাদিকে, অগ্নিকে অথবা আধার

ভবসি ইতি সিদ্ধং। ত্বন্তু জ্ঞানমেব—ভো ভগবন্! প্রাণে সতি দেহশ্চেষ্টয়তে ইন্দ্রিয়াণ্যপি চেষ্টন্তে প্রাণে গতে দেহশ্চেষ্টাহীনো ভবতি ইন্দ্রিয়াণি তাদৃশানি ভবন্তি। অহমশনবানহং পিপাসাবানিত্যাদ্যনুভবাৎ অতঃ প্রাণ এবাহং। ত্বং ন ভবসি। কথং? ইত্থং—চৈতন্যাভাবাৎ সুষুপ্তৌ স্বপ্নে উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ প্রবর্ত্তমানোপ্যয়মন্ত-র্ব্বহিশ্চ ন জানাতি। চৌরা গৃহে প্রবিশ্যাপহৃত্য ভূষণানি গচ্ছন্তি অয়ং ন জানাতি অতোঽত্যন্তং জড়এব প্রাণো দেহবৎ। অপিচ একস্মিন্ পর্য্যঙ্কশয়নে স্বস্ত্রিয়া স্বপুরুষে

তুমি জ্ঞানস্বরূপ। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! প্রাণ থাকিলে শরীর ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যে চেষ্টা করায় এবং ইন্দ্রিয়গণও স্ব স্ব বিষয়ে চেষ্টা পায়, কিন্তু প্রাণ বহির্গত হইলে দেহ চেষ্টাবিহীন হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণও সেই-রূপ চেষ্টাশূন্য হয়। তাহার প্রতি কারণ যখন আমি ক্ষুধাযুক্ত আমি পিপাসা যুক্ত ইত্যাদি অনুভব হইতেছে, তখন প্রাণই আমি ইহাতে সংশয় কি? আপনি প্রাণ নহে এরূপ কেন কহিতেছেন? গুরু কহিলেন,—চৈতন্যের অভাবহেতু সুষুপ্তিও স্বপ্নসময়ে শ্বাস (অন্তর্গত বায়ু) ও প্রশ্বাস (বহির্গত বায়ু) রূপে প্রবর্ত্তমান হইয়াও ঐ প্রাণ অন্তর ও বাহ্য জানিতে পারে না। যখন চৌরগণ গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, তখন এ প্রাণ তাহার কিছুই জানিতে পারে না, এজন্য প্রাণ দেহের ন্যায় অত্যন্ত জড়ই। আরও কহিতেছেন, এক পালঙ্কে এক শয্যায় আপ-নার স্ত্রীর সহিত পুরুষ আপনি নিদ্রিত থাকিলে, কোন গুপ্তপতি আসিয়া

পাচকপ্রভৃতি কাহাকেও কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকলও চৈতন্যহীন জড়জন্য আপনাকে বা অন্যান্য কাহাকে কিছুই জানিতে পারে না, কেবল কর্ম্মের করণস্বরূপে বিদ্যমান থাকে মাত্র।

স্থিতে সতি কশ্চিজ্জার আগত্য স্ত্রিয়া সহ ভূষণান্যপহৃত্য গচ্ছতি ইত্থং ন কর্ত্তব্যমিতি। যতো ন নিবারয়তি। অতো-ঽত্যন্তং জড় এব প্রবুদ্ধো জানাতি ইতি চেৎ ন। সর্ব্বাবস্থাসু উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণাস্যোপরতির্নাস্ত্যেব স্থিত্বাপ্যসৌ ন জানাতি। কথং ইত্থং ইদানীং কস্মিন্ ভাগে বর্ত্তসে ইতি পৃষ্টোঽপি কস্মিন্ ভাগে অহং বর্ত্তে ইতি প্রতিবক্তুং ন শক্নোতি। অতঃ স্থিত্বাপি ন জানাতি অতো জড় এব। ননু জড়শ্চেৎ। প্রাণঃ কথং জড়ং শরীরং চেষ্টয়তি উচ্যতে জড়োপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে। যথা প্রচণ্ডমারুতঃ গৃহাচ্ছাদনপর্ণশাখাবৃক্ষং অন্যত্র পাতয়তি। জড়স্যাপ্যয়-মেব স্বভাবঃ নৈতাবতাত্মা ভবতি। প্রাণস্য স্বচেষ্টা ন স্বতন্ত্রা

স্ত্রীর সহিত সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করিয়া যাইতেছে, এইরূপ অকর্ত্তব্য কার্য্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও তখন প্রাণ তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন প্রাণ অত্যন্ত জড়ই। জাগরিত হইলে জানিতে পারে, যদি এরূপ বল? তাহাও নহে, কারণ সকল অবস্থাতেই শ্বাস ও প্রশ্বাসস্বরূপ এই প্রাণের নিবৃত্তি নাই। যদি বল, প্রাণ থাকিয়াও জানিতে পারে না কেন? ইহার উত্তর এই,—শরীরের কোন্ প্রদেশে প্রাণ আছ? এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলেও আমি দেহের এই ভাগে আছি, এরূপ প্রতিবাক্য প্রদান করিতে প্রাণ যোগ্য হয় না, অতএব অবস্থিত হইয়াও অবগত হইতে পারে না, একারণ প্রাণ জড়ই। যদি বল, প্রাণ জড়ই হইল, তাহা হইলে জড়পদার্থ কিরূপে শরীরকে চেষ্টা করায়? ইহার উত্তর। জড়পদার্থও জড়পদার্থকে চেষ্টা করায়, এরূপ লোকে দৃষ্ট হইতেছে। দেখ—অতি প্রবলবায়ু গৃহাচ্ছাদন (চাল), পত্র, শাখা, বৃক্ষ, এই সমস্তকে একস্থল হইতে অন্যস্থলে পাতন করে। অতএব জড়ের এইরূপই স্বভাব, ইহাতে আত্মা হইতে পারে না। প্রাণের স্বীয় চেষ্টা স্বাধীন নহে,

কিন্তু কর্ম্মাধীনৈব। কথং? ইত্থং—যদা জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কর্ম্মোদ্ভূতং ভবতি তদা জাগ্রতি বর্ত্ততে। অন্যদোপেক্ষ্য সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিতবিজ্ঞানেন সহ স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছতি এবং স্থানত্রয়মনবরতং গচ্ছতি কর্ম্মনিমিত্তঞ্চেদং গমনাগমনং প্রাণোপি তৎকর্ম্মবশাদেব শরীরং পরিপালয়ন্ বর্ত্ততে এবং ব্যানাদয়োপি স্বস্বব্যাপার চেষ্টামন্যথা কর্ত্তুং অসমর্থা অতোজড়া এব প্রাণাদয়ঃ। ভো ভগবন্! মনসি স্বস্থে পশ্যতি শৃণোতি অহং সঙ্কল্পবান্ বিকল্পবান্ ইত্যনুভবাচ্চ মনসি ব্যগ্রে ন পশ্যতি ন শৃণোতি অতএব মনএবাহং। ত্বং ন ভবসি। তৎ কথং? ইত্থং—ইদানীং মে মনোঽন্যত্র গতং ইদানীং স্থিরীভূতং উভয়বৃত্তিং যোবেত্তি

তাহা কর্ম্মেরই অধীন। শিষ্য কহিলেন,—কিরূপ? গুরু কহিলেন,—যখন লোকের জাগ্রৎ অবস্থার স্থিতি নিমিত্ত কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তখন ঐ কর্ম্ম জাগ্রৎ ব্যক্তিতে থাকে, অন্য সময়ে সেই কর্ম্ম জাগ্রৎ অবস্থাকে উপেক্ষা (ত্যাগ) করিয়া জাগ্রৎকালকৃত সমস্ত কর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক বুদ্ধিরূপ উপাধিসম্বন্ধে উৎপন্ন বিজ্ঞানের সহিত স্বপ্ন অথবা সুষুপ্তি অবস্থাতে গমন করে, এইরূপ অবস্থাত্রয়কে অনবরত প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ কর্ম্ম জন্যই এরূপ গতিবিধি ঘটে, প্রাণও সেই সকল কর্ম্মবশতঃ শরীরকে পালন করিয়া স্থিতি করে। এইরূপ ব্যানাদি বায়ুগণও নিজ নিজব্যাপার বিষয়ে চেষ্টার অন্যথা করিতে সক্ষম হয় না। অতএব প্রাণ প্রভৃতি বায়ু সকল জড়ই। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! মনঃ সুস্থ থাকিলে দেখিতে পায় ও শুনিতে পায়, যে হেতু আমি সঙ্কল্প-বিশিষ্ট ও বিকল্পবিশিষ্ট ইত্যাকার অনুভব হয়, কিন্তু সেই মনঃ চঞ্চল হইলে দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, অতএব তবে মনঃই আমি গুরু কহিলেন,—তুমি মনঃ হইতেছ না। শিষ্য কহিলেন,—তাহা কি হেতু নহে? গুরু কহিলেন,—এক্ষণে আমার মনঃ অন্যত্র গিয়াছে, এক্ষণে আমা

স মনো ন ভবসি। মনসঃ সংকাশাৎ ত্বং দ্রষ্টা ভিন্নএব অপিচ তন্মনঃ সা বুদ্ধিরিত্যুচ্যমানে প্রতিক্ষণং বিলক্ষণে অযুগপদ্ভাবনীয়ে তয়োরেকস্য নাশে অন্যোৎপত্তিঃ মন উৎপত্তিবিনাশবচ্চ সুষুপ্তৌ অভাবাদিতি তবৈবানুভবঃ অত্র শ্রুতিরপি।

আত্মনো বৈ মনো জাতং আত্মন্যেব বিলীয়তে ইতি।

অতো মনস্ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধং। এবং ইন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধং। ভো ভগবন্ এতৎ সত্যং লিঙ্গশরীরং অহং ন ভবামি। অনেন জ্ঞানেন মম কিং লাভো ভবিষ্যতি? অরে! সাবধানমতিঃ শৃণু—যদা লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি তদা গমনাগমনে তব নাস্ত্যেব। অপিচ

মনঃ স্থির হইয়াছে, এই উভয় বৃত্তি যে জানে, সে মনঃ তুমি হইতেছ না। তুমি মনঃ হইতে ভিন্ন ও তাহার সাক্ষিস্বরূপ। অপিচ—সেই মনঃ সেই বুদ্ধি, এই প্রকার বলা হইলে প্রতিক্ষণে ভাবান্তরযুক্ত এবং এককালে চিন্তাযোগ্য নহে, ঐ উভয়ের একের নাশে অন্যের উৎপত্তি হয়, সুতরাং মনঃ উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট; যেহেতু সুষুপ্তি দশাতে মনের অভাব দেখা যায়, ইহা তোমারই অনুভব আছে। এ বিষয় শ্রুতি বলিতেছেন, মনঃ আত্মা হইতে জন্মে এবং আত্মাতেই লয় পায়, অতএব তুমি মনঃ হইতেছ না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। এইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহস্বরূপ সপ্তদশবিশিষ্ট (১) লিঙ্গশরীর, তুমি হইতেছ না, ইহা বিচারদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল। শিষ্য কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, সে সকল সত্য, আমি লিঙ্গশরীর হইতেছি না, কিন্তু এরূপ জ্ঞানদ্বারা আমার কি লাভ হইল? গুরু কহিলেন,—বৎস! সমাধানচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। যখন লিঙ্গশরীর তুমি হইতেছ না, তখন

---

(১) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি।

প্রারব্ধভোগমপি তব নাস্ত্যেবেতি। ভো ভগবন্! তৎ কথং? ইত্থং—দেহো ভোগায়তনং বুদ্ধির্ভোক্তা বিষয়াণি ভোগ্যা ইন্দ্রিয়াণি ভোগসাধনানি এবং ভোক্তা ভোগায়তনং ভোগ্যানি ভোগসাধনানি এতচ্চতুষ্টয়ং ত্বং ন ভবসি তস্মাৎ প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগোনাস্ত্যেব। ভো ভগবন্! জাগ্রৎস্বপ্নে সুখদুঃখেহহমন্বভবং তৎ কথং সুখদুঃখে মম ন স্তঃ। তৎ শৃণু— শরীরগতচক্ষুঃশূলোদরবেদনাদয়ঃ সুষুপ্তাবস্থামাপন্নস্য বুদ্ধি-রহিতস্য তব ন প্রতীয়ন্তে অতস্তদ্বোধর্ম্মা ন ভবন্তি ক্ষেত্রস্যৈব বৃথৈব ত্বং মন্যসে মূঢ়ো যথা জলস্য ধর্ম্মাণি চঞ্চলাদীনি চন্দ্রে মন্যতে যতঃ শাস্ত্রমাহ। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়া-প্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরস্বা বসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে

গমনাগমন ক্রিয়াও তোমার নাই এবং প্রারব্ধ ভোগও তোমার নাই। শিষ্য কহিলেন,—তাহা কি প্রকার? গুরু কহিলেন,—দেহ ভোগের স্থান, বুদ্ধি ভোক্তা, বিষয় সকল ভোগবস্তু এবং ইন্দ্রিয় সকল ভোগের করণ, যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে ভোক্তা, ভোগস্থান, ভোগবস্তু এবং ভোগ করণাদি এই চতুষ্টয় তুমি হইতেছ না। সে কারণ প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগ তোমার সম্বন্ধে নাই। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতেছি, তবে আমার সুখ ও দুঃখ নাই কেন? গুরু কহিলেন,— তাহা শ্রবণ কর, যখন তুমি সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিরহিত হইলে তোমার শরীরস্থ চক্ষূরোগজন্য যন্ত্রণা এবং উদরবেদনাদি কিছুই জ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, তখন সে সকল বেদনাদি তোমার ধর্ম্ম নহে, শরীরের ধর্ম্ম; অতএব যে রূপ অজ্ঞব্যক্তি জলের চঞ্চলতাদি চন্দ্রের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, সেইরূপ তুমি ঐ সমস্ত শারীরিক ধর্ম্মকে বৃথা আপনার বলিয়া স্বীকার করিতেছ। যে হেতু শ্রুতি কহিতেছেন, অনিত্য শরীরের সহিত বিদ্যমান নিত্য স্বরূপ আত্মার জীবত্বহেতু সুখ ও দুঃখের নাশ নাই, অর্থাৎ শরীরের নাশেতে

স্পৃশতীতি। তথা কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি।

অত্র ভগবদ্বচনং—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং॥

স্মৃতিরপি—

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্ বুদ্ধিস্তু নাত্মনঃ॥

আত্মার অথবা আত্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মজন্য যে সুখদুঃখাদি তাহারও নাশ হয় না, বিকল্পপক্ষে অশরীর বিশিষ্ট (১) হইয়া বাস করিতেছি যে আমি, সেই আমাকে সুখ ও দুখঃ স্পর্শ করিতেছে না। অপিচ—কামনা, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধি ও ভয় এই সমুদয় মনের ব্যাপার মাত্র। এস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে কহিয়াছেন,—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি, ধৈর্য্য, এই ইচ্ছাদি সমস্ত দৃশ্যহেতু আত্মধর্ম্ম নহে, মনেরই ধর্ম্ম, অতএব সঙ্কল্পাদির উপলক্ষণ রূপ, ইহাও শরীরেরই মধ্যগত হয়। এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারসংযুক্ত শরীর আমাকর্ত্তৃক সংক্ষেপে তোমাকে কথিত হইল। স্মৃতিতেও কহিয়াছেন,—বুদ্ধি বিদ্যমান থাকিলে রাগ (বিষয় বাসনা) ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে বুদ্ধি বিনষ্ট

---

(১) কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোঽপি ন জায়তে।
কায়স্থোঽপি ন ভুঞ্জানঃ কায়স্থোঽপি ন বধ্যতে॥ ২৭॥
উত্তরগীতা প্রথম অধ্যায়।

আত্মা দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন অর্থাৎ দেহ হইতে ভিন্নভাববিশিষ্ট হন, দেহস্থ হইয়াও জন্মেন না, দেহস্থ হইয়াও ভোগকরেন না এবং দেহস্থ হইয়াও বধযোগ্য হন না।

ইতি শ্রুতিস্মৃতিগুরুস্বানুভবাৎ লিঙ্গশরীরমহং ন ভবামীতি যদা তব ঈদৃশং জ্ঞানং জায়তে তদা নানাযোনিভ্রমণভ্রংশঃ স্যাৎ। নবগুণরহিতো ভবতি। স্বামিন্ তে নবগুণাঃ কে। তৎ শৃণু—বুদ্ধিরাগপ্রযত্নদ্বেষসংস্কারধর্ম্মাধর্ম্ম-সুখদুঃখানীতি। ভো ভগবন্! অন্তঃকরণেষু বাহ্যকরণেষ্বপি অহমনুসন্ধাতা দেহোঽহং ন ভবামি ইন্দ্রিয়াণি অহং ন ভবামি প্রাণোপি অহং ন ভবামি মনোবুদ্ধ্যহং ন ভবামি এতৎ সর্ব্বস্যানুসন্ধাতারং মামহং ন জানামি। ইতি ভ্রমশ্চিত্তে অতঃ কোঽহং দেহীতি মম সন্দেহো মে ভ্রান্তিনিরাসং কুরু ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সদ্গুরুরুপদিশতি। অরে শিষ্য! সাবধানমতিঃ শৃণু—ন জানামীতি তব কারণশরীরমব্যাকৃতমজ্ঞান

হইলে সে সকল প্রবৃত্ত হয় না, যে হেতু সে সমস্ত বুদ্ধির ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। এইরূপ শ্রুতি স্মৃতি ও গুরুবাক্য এবং আত্ম অনুভব হেতু, আমি লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট নহি, যখন এই প্রকার জ্ঞান তোমার জন্মিবে, তখন তোমার নানা যোনি ভ্রমণ ভাব বিনষ্ট হইবে ও নবগুণ রহিত হইবে। শিষ্য কহিলেন,—স্বামিন্! সে নবগুণ কি প্রকার? গুরু কহিলেন,—বুদ্ধি, রাগ, প্রযত্ন, দ্বেষ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, এই নয়গুণ। শিষ্য কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি অন্তরেন্দ্রিয় (মনঃ) ও বাহেন্দ্রিয়তে (চক্ষুঃ জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, শ্রোত্র, হস্ত, পদ, আস্য, গুহ্য, লিঙ্গাদি) অনুসন্ধান করিতেছি যে, আমি দেহ নহি, আমি ইন্দ্রিয় নহি, আমি প্রাণ নহি, আমি মনঃ নহি, আমি বুদ্ধি নহি, এ সকলের অনুসন্ধান কারক যে আমি, আমাকেও আমি অবগত নহি, আমার চিত্তে এই ভ্রম উপস্থিত হইতেছে, অতএব আমি শরীরী কে? এই আমার সন্দেহ ও ভ্রান্তি, আপনি নিরসন (খণ্ডন) করুন; এইরূপ শিষ্যকর্ত্তৃক সদ্গুরু জিজ্ঞাসিত হইয়া উপদেশ করিতেছেন। গুরু কহিলেন,—বৎস! স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর "আমাকেও আমি অবগত

সংজ্ঞকমস্তি। তৎ কথং? ইত্থং—ইদং সর্ব্বং দৃশ্যং পৃথক্ পৃথক্ রূপং ত্বং জানাসি। আত্মানমেব ন জানাসি ইতি বদসি এতদেব তবাত্মাজ্ঞানং ইদমেব কারণশরীরং। অস্যাশ্রয়-স্ত্বমেব। তৎ কথং? ইত্থং—ত্বদন্যঃ কোপি ন জানাতি ইদ-মপি ত্বমেব বদসি মামহং ন জানামীতি। অজ্ঞানং ভ্রমঞ্চ ত্বং সম্যক্ বেৎসি। অতস্ত্বং জড়ো ন ভবসি বেদ্যবেতৃত্বাৎ। অতএব ত্বং জ্ঞানং তস্যাজ্ঞানস্যাশ্রয়ঃ। কিং জ্ঞানং তৎ জ্ঞানমপি ত্বমেব ত্বয়ি স্থিতমজ্ঞানং যতো জানাসি। অত-স্তস্মাৎ পৃথক্ ত্বং সাক্ষী তব দৃশ্যমানং অজ্ঞানং ত্বং ন ভবসি। স্থূলসূক্ষ্মশরীরবৎ অতঃ কারণশরীরাদ্‌ভিন্নস্ত্বমেবমাশ্রয়বিল-

---

নহি” এই যে তোমার বাক্য ইহাই জাগ্রৎস্বপ্নবিকারবিহীন অজ্ঞাননামক কারণশরীররূপ আছে জানিবে। শিষ্য কহিলেন,—সে কি প্রকার? গুরু কহিলেন, এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ পৃথক্ পৃথকরূপ, তুমি জানিতেছ,—কেবল আপনাকে আপনি জানিতেছ না এই বাক্য বলিতেছ, এইটিই তোমার আপনার অজ্ঞান, ইহারই নাম কারণ শরীর, এই অজ্ঞানরূপ কারণ শরী-রের আশ্রয় তুমিই হও। যদি বল সে কিরূপ? তাহাতে কহিতেছেন, আমি কে? আমি জানি না, এই যে বাক্য তুমি বলিতেছ, এ বাক্য তুমি ভিন্ন অন্য কেহ জানিতেছে না, এই অজ্ঞানরূপ ভ্রম যখন তুমি সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতেছ, তখন তুমি জড়পদার্থ হইতেছ না, যেহেতু জ্ঞেয়পদার্থে জ্ঞান কর্ত্তৃত্ব তোমাতে আছে,অতএব তুমি জ্ঞানস্বরূপ ও অজ্ঞানের আশ্রয়। যদি বল,জ্ঞান কি? তৎপক্ষে কহিতেছেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ তুমিই হও; যেহেতু তোমাতে স্থিত অজ্ঞান তুমিই জানিতেছ, অতএব ঐ অজ্ঞান হইতে তুমি ভিন্ন সাক্ষি-স্বরূপ এবং তোমার সম্বন্ধে দৃশ্যমান অজ্ঞান তুমি হইতেছ না,স্থূল ওসূক্ষ্ম শরী-রের ন্যায় তুমি কারণশরীর হইতেও বিভিন্ন, প্রত্যুত উক্ত শরীরত্রয়ের আশ্রয়

ক্ষণো জ্ঞানমাত্র সাক্ষিস্বরূপঃ অনবচ্ছিন্নাখণ্ডদণ্ডায়মানজ্ঞান-স্বরূপো ভবান্‌। পুনঃ কোহমিতি বদসি তৎ নিঃসংশয়ং শৃণু—ইন্দ্রিয়াণি স্বাত্মানং স্ববৃত্তিঞ্চ ন জানন্তি পরস্পরমপি ন জানন্তি অতো জড়ানি ত্বন্তু ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়বৃত্তিঞ্চ সদা জানাসি মনঃ স্বাত্মানং ন জানাতি পরমপি ন জানাতি অতো জড়বুদ্ধ্যাদী-ন্যপি আত্মানং ন জানন্তি পরমপি ন জানন্তি অতঃ জড়ানি ত্বন্তু মনোবুদ্ধ্যাদীনি সদা জানাসি। অতস্তব স্বরূপজ্ঞান-মেব। যথা রাহোঃ শিরঃ শিরএব রাহুঃ। তথা জ্ঞানমেব ত্বং ত্বমেব জ্ঞানং। তথাচ শ্রুতিঃ—যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধমাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি। যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি তদ্বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। স বেত্তি

রূপ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত জ্ঞানমাত্র সাক্ষিস্বরূপ বিশেষণবিবর্জ্জিত অখণ্ড (পূর্ণ) দণ্ডায়মাম চিদ্রূপ তুমি। আমি কে? যাহা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা কহিতেছি, নিঃসংশয় হইয়া শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়গণ আপনাদিগকে আপনারা জানে না, আর আপনাদিগের আত্মবৃত্তি ও (ধর্ম্ম) জানে না এবং আপনারা পরস্পর পরস্পরকেও জানে না, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গণকে ও ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি সকলকে তুমি সর্ব্বদা জানিতেছ। মনঃ আপনাকে আপনি জানে না, অন্যকেও জানে না এবং জড় বুদ্ধি প্রভৃতিও আপনাকে আপনি জানে না ও অন্যকেও জানে না, পরন্তু জড় মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি সকলকে তুমি সর্ব্বদা জানিতেছ; অতএব তোমার স্বরূপ রূপ চিন্মাত্র। যেরূপ "রাহুর মস্তক" এই বাক্যে ঐ মস্তকই রাহুরূপ হয়, অর্থাৎ মস্তকে ও রাহুতে অভেদ প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ "জ্ঞানের রূপ তুমি" এই বাক্যে তুমিই জ্ঞানস্বরূপ হও। এবিষয়ে শ্রুতি কহিতেছেন, যাহাঁ দ্বারা (যে চৈতন্য সত্তাতে) দেখিতেছি, যাঁহাদ্বারা শুনিতেছি, যাঁহা দ্বারা গন্ধগ্রহণ করিতেছি, যাহাঁদ্বারা বাক্য বলিতেছি, যাঁহা দ্বারা সুস্বাদু ও বিস্বাদু জানিতেছি, তিনিই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, সেই

বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি।

স্মৃতিরপি—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥

জ্ঞানমত্র সত্ত্বং ইতি ভাবঃ। অথ বিধিমুখেন প্রবোধয়তি। যতো জ্ঞপ্তিস্বরূপস্ত্বং। অতস্তবাজ্ঞানং নাস্তি যথা সূর্য্যে তমঃ। অতস্তস্যাজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকং জ্ঞানমপি তব নাস্তি জ্ঞানস্বরূপাৎ। যথা দীপস্যান্যদীপেচ্ছা নাস্ত্যেব প্রকাশস্বরূপত্বাৎ। তস্মাদজ্ঞানোদ্ভবৌ বন্ধমোক্ষাবপি তব নস্তোহতো নিত্য মুক্তএব ত্বং।

ব্রহ্ম সমস্ত জ্ঞেয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই, তাঁহাকে প্রধান পুরুষ ও মহৎ কহে, তাঁহার দীপ্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ দীপ্তিযুক্ত হইতেছে। স্মৃতিতেও কহিয়াছেন, দেহাদি বাহ্যবস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণ প্রধান, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মনঃ প্রধান, মনঃ হইতে বুদ্ধি প্রধান এবং বুদ্ধি হইতে যিনি প্রধান, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। এস্থলে জ্ঞানই বস্তু (১) এই অভিপ্রায়, অনন্তর বেদবিধিক্রমে তাহা বোধ প্রদান করিতেছেন,—যেহেতু জ্ঞানস্বরূপ তুমি, অতএব যেরূপ সূর্য্যসম্বন্ধে অন্ধকার নাই, সেইরূপ তোমার সম্বন্ধে অজ্ঞানও নাই, একারণ ঐ অজ্ঞাননিবারক জ্ঞানও তোমার সম্পর্কে নাই; অতএব তুমি স্বয়ং চিদ্রূপ, যেমন স্বপ্রকাশস্বরূপ প্রদীপের প্রকাশ জন্য অন্য প্রদীপের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেই কারণ অজ্ঞানজাত বন্ধ ও মোক্ষ, এই দুই তোমার নাই, অতএব তুমি নিত্য মুক্তস্বরূপ। কারণ বেদে অভিহিত

---

(১) বস্তু? সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

যতঃ শাস্ত্রমাহ—

অনাত্মন্যাত্মধীর্ব্বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ॥

অতস্ত্বঞ্চিদ্রূপঃ। সদ্রূপং প্রদর্শয়তি। যদা চক্ষুরাদীনি করণান্যাদিত্যাদ্যনুগৃহীতানি ভবন্তি তদা স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। তত্র বুদ্ধিঃ করণব্যাপারমনুভবতি তচ্চৈতন্যোজ্জ্বলিতো-

---

আছে যে জড় দেহাদি অবস্তুতে (১) আত্মবোধই বন্ধন এবং তাহার অপনোদনই মোক্ষ, নিত্য মুক্তরূপ আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই, অতএব তুমি জ্ঞানস্বরূপ। নিত্যস্বরূপ প্রদর্শন করাইতেছেন। যে সময়ে নয়ন (২) প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, সূর্য্য (৩) আদি পঞ্চ অধিপতি দেবের অনুগ্রহ লাভ করে, সেই সময়েই তাহারা নিজ নিজ গ্রাহ্যরূপ (৪) আদি পঞ্চ অর্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে, সে স্থলে বুদ্ধিও প্রধানরূপে সেই সেই ইন্দ্রিয়গণের দর্শনস্পর্শনাদিকার্য্য অনুভব করিয়া থাকে। তোমার চৈতন্যদ্বারা সমুদ্ভাসিত দর্শনকর্ত্তা ও দর্শনীয়বস্তু এই উভয় প্রকার প্রয়োগ যখন পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থারই নাম জাগরণ; তুমি ইহার সাক্ষিস্বরূপ। বুদ্ধি যে সময়ে জাগরণ, অনুভূতি, জ্ঞান ও অভিলাষ এতচ্চতুষ্টয়ে সমন্বিত হইয়া কুসুমনিমীলনের

---

(১) অবস্তু ? অজ্ঞানাদিসকল জড়সমূহঃ।

বেদান্তসারঃ।

(২) নয়ন, শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, ও ঘ্রাণ।

(৩) সূর্য্য, দিক্, বায়ু, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার, অপিচ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎবাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চের অধিপতি অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি হন এবং মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের চন্দ্র ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ও রুদ্র হন।

(৪) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

ভয়াত্মকদ্রষ্টৃদৃশ্যাকারং বিপরিণমতে তজ্জাগরণং ভবতি তস্য সাক্ষী ত্বং জাগ্রৎসংস্কারপ্রত্যয়বাসনাবাসিতা বুদ্ধিঃ পুষ্প-পুটিকাবৎ যদা ভবতি তৎ স্বপ্নং সাক্ষী ত্বমেব। জাগ্রৎস্বপ্নে সংস্কারৈঃ সহ বুদ্ধিরবিদ্যায়াং লীনা সতী নির্ব্বিকল্পাত্মভাবা ভূত্বা যত্র তিষ্ঠতে সেয়ং সুষুপ্ত্যবস্থা। তথাচ শ্রুতিঃ—যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তমিতি। তস্যাপি সাক্ষী ত্বমেব। এবং অবস্থাত্রয়-ভাবাভাবসাক্ষী অনুস্যূতং পৃথক্ ভূতং। কালত্রয়স্থায়ী সর্ব্বদাভাবরূপস্ত্বমিত্যর্থঃ। অন্যস্য সত্তামসত্তাং স্বয়ং জানাসি স্বসত্তা স্বতএব প্রমাণং। অতঃ স্বসত্তা অনুভবসিদ্ধা অতস্তব স্বরূপং সদ্রূপং আনন্দরূপতাং প্রদর্শয়তি। ইন্দ্রিয়াণি স্বস্ব বিষয়াদত্যন্তং প্রমিতানি ভূত্বা ত্বয়ি সুখস্বরূপে বিশ্রাম্যন্তি

ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নিদ্রা কহা যায়। তুমি তাহার সাক্ষি-স্বরূপ। জাগরণ ও স্বপ্ন সংস্কারের সহিত বুদ্ধি অবিদ্যাতে বিলীনা হইয়া বিকল্পবিহীনভাব অবলম্বন করিয়া যে অবস্থাতে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহার নামই সুষুপ্তি। শ্রুতিতেও এইরূপ কথিত আছে যে,—নিদ্রার যে অবস্থাতে কোনরূপ অভিলষিত বিষয় কামনা করা যায় না এবং কোনরূপ স্বপ্নও অবলোকিত হয় না, তাহাকেই সুষুপ্তি বলে। তাহারও সাক্ষিস্বরূপ তুমি। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার বিদ্যমানতার ও অবিদ্য-মানতার সাক্ষিস্বরূপ তোমাতে সমস্ত গ্রথিত থাকিলেও তুমি বিভিন্নরূপ হও। ভূত, বর্ত্তমান ও ভাবী এই তিনকালস্থায়ী হইয়া তুমি সকল সময়েই নিত্য বিদ্যমানরূপে থাক। অপরের বর্ত্তমানতা এবং অবর্ত্তমানতাও আপনি সুবিদিত আছ। তোমার স্বকীয় স্থিতি আপনাতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এত-ন্নিবন্ধন তোমার স্বকীয় বিদ্যমানতা উপলব্ধিদ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়, অত-এব তোমার স্বরূপই নিত্যতাময়। তোমার আনন্দময়তা প্রদর্শিত হই-

পুনঃ সুখস্বরূপাৎ উত্থিতানি স্বস্বব্যাপারে সমর্থানি ভবন্তি। অতস্তব আনন্দস্বরূপং। অদ্বিতীয়ত্বং প্রদর্শয়তি আব্রহ্মাদি পিপীলিকান্তমনুস্যূতং অন্তর্যামী সাক্ষী একএব অতস্তব স্বরূপমদ্বিতীয়ং।

তথাচ শ্রুতিঃ—

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলোনির্গুণশ্চেতি।

নন্নু সাক্ষী সপ্রপঞ্চঃ সদ্বিতীয়ঃ কিং ন ভবসি। শৃণু— মৃদ্বিকারেষু মৃদেব সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমেব তন্তুকার্য্যেষু তন্তু-

---

তেছে। ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় স্বকীয় গ্রাহ্য অর্থ হইতে অত্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া সুখ স্বরূপ তোমাতে বিশ্রাম করে এবং পুনর্ব্বার সুখস্বরূপ তোমা হইতে আপনার আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এই হেতুই তুমি আনন্দস্বরূপ। তোমার অদ্বৈততা দর্শিত হইতেছে। ব্রহ্মা অবধি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত সংসার তোমাতেই গ্রথিত, তুমি সকলের অন্তরাত্মা (মনোগতজ্ঞ) সাক্ষিস্বরূপ ও এক। এই নিমিত্ত তোমার স্বরূপই দ্বিতীয়শূন্য। ইহা শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, এক পরমাত্মা নিখিল ভূতেতে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। তিনি সকল স্থলেই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন ও সকলের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধিপতি সমুদায় ভূতের আশ্রয়, সাক্ষিস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, একমাত্র এবং সত্ত্বাদিগুণ রহিত। যদি তুমি সকলের সাক্ষিস্বরূপ হইলে, তবে তুমি পঞ্চভূতময় আকারবিশিষ্ট ও দ্বিতীয়যুক্ত (অনেক) কেন না হও? ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, শ্রবণ কর। যাদৃশ মৃত্তিকাদ্বারা বিনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য নানাবিধ আকারে পরিণত হয়, বস্তুতঃ মূল উপাদান একমাত্র মৃত্তিকা, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে; অপিচ কাঞ্চনের বিকার এক কাঞ্চনমাত্র ও সূত্রদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদি ক্রিয়াতে একমাত্র সূত্রই মূলকারণ; তাদৃশ চিদ্-

রেব চিদ্বিবর্ত্তশ্চিদেব রজ্জুসর্পবৎ শুক্তিকারজতবৎ অতস্ত্বম-দ্বিতীয়ঃ। অখণ্ডত্বং প্রদর্শয়তি। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ রহিতত্বাৎ ত্বমখণ্ডঃ। অচলত্বং প্রদর্শয়তি। জন্মমৃত্যুরহিতত্বাৎ ত্বমচলঃ। অজত্বং প্রদর্শয়তি। অনাদিত্বাৎ কারণরহিতত্বাৎ ত্বমজঃ। অক্রিয়ত্বং প্রদর্শয়তি। যথা চুম্বুকসন্নিধিমাত্রেণ জড়ং লৌহং চেষ্টতে তথাহংকার-মমকারেচ্ছা-প্রযত্নরহিতস্য সচ্চিদানন্দস্বরূপস্য তব সত্তাসন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোবুদ্ধিসকাশাৎ সদসৎক্রিয়া উৎপদ্যন্তে। অতস্তব স্বরূপ-মক্রিয়ং।

বিকারবিশিষ্ট যাহা, তাহা চিন্মাত্রই, শুদ্ধ ভ্রান্তিহেতুই রজ্জুতে ভুজঙ্গের ও শুক্তিতে (ঝিনুকে) রৌপ্যের আরোপের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, অতএব তুমি অদ্বিতীয়স্বরূপ। তোমার অখণ্ডতা প্রদর্শিত হইতেছে। ত্বদীয় সজাতীয়, বিজাতীয় ও আত্মগত এই তিন প্রকার বিভিন্নতা নাই, এই হেতুই তুমি অখণ্ড। তোমার অচলতা প্রদৃষ্ট হইতেছে। তোমার জন্ম ও মরণ নাই, এই কারণেই তুমি অচল। তোমার অজত্বপ্রদর্শন করা হইতেছে। তোমার আদিও নাই এবং উৎপত্তিও নাই, এনিমিত্তই তোমাকে অজশব্দে অভি-হিত করা যায়। তোমার ক্রিয়াবিবর্জিতত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। যেমন অয়স্কান্ত প্রস্তরের সামীপ্যমাত্রই সমাকর্ষণশক্তি সমাকৃষ্টশক্তিশূন্য লৌহেরও গতিশক্তি উপস্থিত হয়, তাদৃশ তোমার অহঙ্কার-(১)জনিত বাসনা নাই, তুমি মমকার-(২)জনিত ইচ্ছা ও প্রযত্নবিহীন, নিত্য জ্ঞান ও সুখস্বরূপ, তোমার বিদ্যমানতার নিকটবর্ত্তী মাত্র, সম্বন্ধদ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে সৎ ও অসৎ এই উভয় কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---

(১) আমি।

(২) আমার।

তথাচ শাস্ত্রম্—

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ॥

অত্র ভগবানাহ—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধং।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমং॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥

অথ কূটস্থস্বরূপত্বং প্রদর্শয়তি। কূটবৎ অবিকারিতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ (১)। অনন্ততাং প্রদর্শয়তি। অব্যক্তাদি

অতএব তোমার স্বরূপই অক্রিয়। ইহার প্রমাণ শাস্ত্রেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেরূপ তপনের আলোককে প্রাপ্ত হইয়া মানবগণ স্বস্বকার্য্য সংসাধিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মসম্বন্ধীয় চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। এস্থলে (ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে) ভগবান কহিয়াছেন। শরীর চিজ্জড়গ্রন্থি, অহঙ্কার পৃথক্‌করণরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি এবং বিবিধ প্রাণ অপানপ্রভৃতি বায়ুর ব্যাপার, এই চারিস্থলে দৈব (আদিত্যাদি) অথবা অন্তর্যামী আত্মাই পঞ্চমস্বরূপ। দেহ, বাক্য ও মনঃদ্বারা মনুষ্য যে কোন ধর্ম্ম বা অধর্ম্মজনক কর্ম্ম করে, সেই সমস্ত কর্ম্মের কারণ সেই শরীরাদি পঞ্চ হয়। অনন্তর কূটস্থস্বরূপতা প্রদৃষ্ট হইতেছে,—যিনি কূটবং অর্থাৎ শিলারাশি বা পর্ব্বতের ন্যায় বিকারশূন্যরূপে

---

(১) ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

গীতা পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ।

কূটোরাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বতইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতি।

স্বামিকৃত টীকা।

পৃথ্বীপর্য্যন্ততত্ত্বেষু পূর্ব্বং ব্যাপকং চৈতন্যং। যথা ঘটোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ব্যাপকং নভঃ অতস্ত্বমনন্তস্বরূপঃ। স্বপ্রকাশং প্রদর্শয়তি। তব দৃশ্যমানমিদং সর্ব্বং ত্বং ন ভবসি ইতি তবৈবানুভবঃ। অতস্ত্বং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপঃ ব্রহ্মত্বং প্রদর্শয়তি।

বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ বা প্রত্যগাত্মেহ চোচ্যতে।
তৎ ত্বং ব্রহ্ম পরং রূপং গীয়তে বহুধা শ্রুতিঃ।

অতস্ত্বং ব্রহ্ম এবঞ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়মখণ্ডমচলমজমক্রিয়ং কূটস্থানন্ত (১) স্বরূপং স্বয়ং প্রকাশং ব্রহ্ম এতৈর্দ্বাদশভির্ব্বিশেষণৈর্ব্বিশেষিতং যৎ তদেবাহমিতি বিজানীহি।

অবস্থান করেন, তাঁহাকেই কূটস্থ বলা যায়। তোমার অন্তহীনতা প্রমাণীকৃত হইতেছে। যেরূপ ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্ব ব্যাপক আকাশ, সেইরূপ প্রকৃতি * অবধি পৃথিবীপর্যন্ত তত্ত্বসকলের পূর্ব্বব্যাপক চৈতন্য। অতএব তুমি অনন্তস্বরূপ। তুমি আপনা আপনিই প্রকাশিত আছ। স্বয়ং প্রকাশতা সপ্রমাণ করা হইতেছে। যে অখিল জগৎ দর্শন করা যাইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তুমি নহ, তোমার অনুভব মাত্র (মনোধর্ম্ম); এই হেতুই তোমাকে স্বতঃপ্রদীপ্ত বলা যায়। তোমার ব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। তুমি যারপর-নাই মহান্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, এইহেতু তুমি প্রত্যগাত্মরূপী ব্রহ্মশব্দে কথিত হইয়াছ। সেই পরংব্রহ্মরূপ তুমি, শ্রুতি ইহা বহুপ্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রকার তুমি বিজ্ঞাত

---

(১) সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং। ৩॥

গীতা দ্বাদশ অধ্যায়।

কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চেঽধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতং।

স্বামিকৃত টীকা।

---

* প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র (পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত)।

অত্র শ্রুতয়ঃ—

সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামনন্তরমবাহ্যং সবাহ্যোভ্যন্তরোহ্যজঃ। অশরীরং শরীরেষু জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাপাপহানিঃ। অত্রায়ং পুরুষঃ (১) স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ যোঽয়মসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ যোঽয়মবিনাশী পুরুষঃ প্রত্যগানন্দময়ঃ পুরুষঃ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ যোঽয়মমৃতময়ঃ পুরুষঃ। বিজ্ঞানমানন্দব্রহ্ম প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞান-

---

হও যে, চিদ্রূপ, সদ্রূপ, আনন্দরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ (মায়াপ্রপঞ্চের আধাররূপে অবস্থিত), অনন্ত, স্বপ্রকাশ ও ব্রহ্ম, এই দ্বাদশ বিধ বিশেষণ বিশিষ্ট যিনি হন, তিনিই আমি। এস্থলে বেদসকল বলিয়াছেন, এই সমস্তই ব্রহ্মের নামমাত্র। এই এক আত্মাই সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আত্মা ইহাতেই অনুপ্রবিষ্ট ও ইহার শাসনকর্ত্তা হইলেন। এই আত্মাকে যাঁহারা জানেন ও মনে করেন, তাঁহাদিগের নিকটে তিনি অন্তরেও নাই, বাহিরেও নাই, অথচ তিনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন। অশরীরী আত্মাকে আত্ম অঙ্গে অবগত হইয়াই অখিল পাপে পরিত্রাণ পায়। এস্থলে এই পুরুষ (দেহরূপ পুর মধ্যে যিনি অবস্থান করেন) স্বতঃ প্রকাশ, বিজ্ঞানরূপ, সঙ্গরহিত, বিনাশশূন্য, প্রত্যগানন্দপূর্ণ, সহস্রশিরাঃ ও মৃত্যুহীন। তিনি বিজ্ঞানময়, আনন্দরূপ ব্রহ্ম; প্রজ্ঞাময়, প্রতিষ্ঠাময় ও প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম; সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-

---

(১) "পুরীষু শেতে যঃ সঃ পুরুষঃ"।

মনন্তং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম অয়ং আত্মা ব্রহ্ম। স্মৃতয়শ্চ * ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি (১)। নবদ্বারে পুরে দেহী (২)। অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ (৩)। সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু (৪)। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ (৫)। ন জায়তে ম্রিয়তে বা (৬)। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং (৭)। অবিভক্তং বিভক্তেষু (৮)। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (৯)।

স্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম এবং একমাত্র ও অদ্বিতীয়স্বরূপ ব্রহ্ম। এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম। স্মৃতিসকলও এ বিষয় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পদের বাচ্য যে সংসারী জীব, তাহা সকল ক্ষেত্রের আধাররূপে আমাকে অবগত হও। জিতচিত্তব্যক্তি নবদ্বারবিশিষ্ট পুরীরূপ দেহমধ্যে থাকিয়া স্বয়ংও কিছু করেন না এবং অপরকেও কিছু করান না। অনাদি ও নির্গুণ হেতু এই পরমাত্মা অব্যয়; স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহে নির্ব্বিশেষরূপে স্থায়ী পরমাত্মাকে যিনি সন্দর্শন করেন, যিনি উত্তম পুরুষ, তিনি ক্ষর (জড়) ও অক্ষর (চেতনা) এই দুই হইতে ভিন্ন। আত্মা জন্মেন না ও মরেন না। পূর্ণকাম পরমাত্মা কোন ব্যক্তির পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত

---

* পাঠক মহোদয়গণ যদি এই সকল শ্লোকের সম্পূর্ণপাদ সন্দর্শন বাসনা করেন, তাহাহইলে ভগবদ্গীতার এই সমস্ত স্থল দৃষ্টি করিবেন।

	গীতা	অধ্যায়	শ্লোক।
(১)	„	১৩	২
(২)	„	৫	১২
(৩)	„	১৩	৩১
(৪)	„	১৩	২৭
(৫)	„	১৫	১৭
(৬)	„	২	২০
(৭)	„	৫	১৪
(৮)	„	১৮	২০
(৯)	„	৫	১৭

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (১)। উপদ্রষ্টানুমন্তা চ (২)। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (৩)। আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বা ইতি। এতৈরন্যৈশ্চ বিশেষণৈর্ব্বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম। তত্ত্বমসি ইতি সানুভবঃ ব্রহ্মাহমস্মি ইতি শ্রুতিস্মৃতী গৃহীত্বা শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া এবং বেদবাক্যতঃ গুরুতঃ স্বতস্ত্রিপ্রকারেণ ব্রহ্মা-

---

পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে এক আত্মা। বিদ্যাবিনয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে ও গো কুক্কুরাদিতে আত্মার সমরূপ অধিষ্ঠান। বহুজন্মের পুণ্যদ্বারা চরাচর বিশ্বকে বাসুদেব বোধ হয়। আত্মা পৃথগ্‌রূপে সমীপে থাকিয়া সাক্ষী এবং সামীপ্য সম্বন্ধে অনুগ্রাহক। নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের গুণ রূপাদি বৃত্তিতে সেই সেই আকারে আত্মা প্রকাশমান। আত্মাই সর্ব্বদেবময় ইত্যাদি। এই সকল এবং অন্যান্য বিশেষ্যধর্ম্ম দ্বারা যিনি পৃথক্‌ভূত হন, তিনিই পরমব্রহ্ম। (তত্ত্বমসি) (১) "সেইব্রহ্ম তুমি" ও (ব্রহ্মাহমস্মি) (২) "আমিই ব্রহ্ম", এই শ্রুতিতেও

	গীতা	অধ্যায়	শ্লোক।
(১)	"	৭	১৯
(২)	"	১৩	২২
(৩)	"	১৩	১৪

---

(১) তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

শ্রুতিঃ।

হে শ্বেতকেতো! তৎ ত্বং অসি।

শিষ্যোপদেশ স্থলে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ 'তৎ' অপ্রত্যক্ষচৈতন্য (ঈশ্বর) ও "ত্বং" প্রত্যক্ষ চৈতন্য (জীব), এই উভয় পদের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগে এক চৈতন্যমাত্র লক্ষ্যরূপে সিদ্ধান্ত হয়।

(২) স্বকীয় অনুভব-স্থলে "ব্রহ্মাহমস্মি" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বেদবাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি ইতি জ্ঞাত্বা বর্ত্তমানঃ স মুক্ত ইতি।

তথাচ শ্রুতিঃ—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়॥

অত্র ভগবদ্‌বচনং—

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

স্মৃতিতে উক্ত অনুভবসিদ্ধ বাক্য গুরুর আদেশক্রমে গ্রহণ করিয়া এবং বেদবচন, গুরু ও আপনা হইতে, এই ত্রিবিধ উপায়ে আমিই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি অবস্থান করিতেছেন, তিনিই সকল বন্ধন হইতে পরিমুক্ত। বেদে এইরূপ পরিকীর্ত্তিত আছে। এই তিমির রাশি (মায়া বা বিশ্বপ্রপঞ্চ) হইতে সুদূরস্থিত তপনপ্রতিম পরম্ জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে আমি অবগত হইয়াছি। সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়া পুরুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির অপর পন্থা নাই। এস্থলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গীতা শাস্ত্রে ত্রয়োদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে) কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পুরুষকে উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) আদিরূপে জানেন এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতি গুণরূপ ভাবান্তর প্রাপ্ত সুখদুঃখাদি সহ বিজ্ঞাত হন, সে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে সকল বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না (মুক্ত হন)। বহুজন্মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যের সঞ্চয়ক্রমে অন্তিমজন্মে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া চরাচর বিশ্ব

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বমহং বাসুদেবাখ্যমদ্বয়ং জ্ঞাতব্যং। এতৎ জ্ঞেয়ং নিত্যমেব সংস্থিতং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। একএব আত্মা পরং ব্রহ্ম সর্ব্বসংসারধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তস্ত্বমিতি সিদ্ধং। এবং ত্বমভয়ং প্রাপ্তোঽসি সংসারদুঃখান্মুক্তোঽসীতি এতৎ সর্ব্বং বিমৃষ্য যথেচ্ছসি তথা কুরু। অতস্ত্বং বেদকিঙ্করো ন ভবসি।

সংসার এক বাসুদেবমাত্র (১) এই সর্ব্বাত্ম দৃষ্টিদ্বারা আমার ভজনা করেন। এবম্বিধ অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ। তন্নিবন্ধন বাসুদেব সংজ্ঞিত আমাকেই অখিল জগন্ময় ও দ্বিতীয় রহিত বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া বিধেয়। আমিই এক নিত্য পদার্থ ও চরাচরাত্মক জগতে অবস্থিত, ইহাই সকলের অধিগন্তব্য বিষয়। ইহা ব্যতিরেকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর কিছুই পরিজ্ঞাত হইবার নাই। অপিচ একমাত্র তুমিই আত্মা ও পরমব্রহ্ম, সমস্ত সাংসারিক ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া আছ; ইহাই প্রমাণীকৃত হইল। এইরূপে তুমি অভয় লাভ করিলে এবং সাংসারিক ক্লেশহইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে; অধুনা এই সমুদায় আলোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর।

---

(১) সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥ ১১ ॥
বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাসনাদ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ। মোক্ষধর্ম্ম।

তিনি এই বিশ্ব সংসারের সমুদায় স্থানে সমস্ত বস্তুতেই বাস করিয়া থাকেন, এজন্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া ব্যক্ত করেন। "যিনি বাস করেন এবং দীপ্তিযুক্ত করেন, তাঁহার নাম বাসুদেব" ইহা মোক্ষধর্ম্মেও বিবৃত আছে।

অতঃ শাস্ত্রমাহ—

আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরং।
যদ্বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ॥
আত্মা বেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং ত্বং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ॥

ভো ভগবন্! যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জ্জন্মাভাব উক্তঃ। তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ অত্র জন্মনি কৃতানাং কর্ম্মাণাং উত্তরকালভাবিনাঞ্চ। যানি চাতিক্রান্তান্যনেক জন্মকৃতানি তেষাঞ্চ ফলমদত্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি। তস্মাৎ ত্রিঃ প্রকারাণ্যপি ত্রীণি জন্মান্যারভিষ্যন্ত্যেব সংহিতানি সর্ব্বাণ্যেকমেব জন্ম বা অন্যথাকৃতবিপ্রনাশে সর্ব্বত্রানবস্থা প্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রানর্থকত্বঞ্চ স্যাদিতি।

এই হেতুই বলিতেছি, তুমি বেদের দাস হইও না, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ নিগদিত আছে, যিনি আত্মাকে অদ্বিতীয় বিশ্বের কর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি যেরূপ জানেন, সেইরূপই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহার কোথাও কখন ভয়ের সঞ্চারমাত্রও হয় না, অথবা যে মহাসত্ত্বব্যক্তি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হন, তিনি স্বাধীনভাবেই বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাকে কখনও কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। শিষ্য কহিলেন,—হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! আপনি বলিলেন যে, জ্ঞানলাভ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, যদি তাহাই প্রকৃত হয়, তবে জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে এই জন্মে যে যে কর্ম্ম করা হইয়াছে ও এই জন্মের উত্তরকালে যে যে কর্ম্ম করা হইবে এবং পূর্ব্বে অনেক অনেক জন্মে যে যে কর্ম্ম করা হইয়াছিল, ফল প্রদান না করিয়া সেই সকল কর্ম্মের ধ্বংস করা একেবারে কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? তবে কি এই তিনপ্রকার জন্ম আরম্ভ করিয়াও সমস্ত সংমিলিত হইয়া একমাত্র

তথাচ শ্রুতিঃ—

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি॥

ন জন্ম জায়তে ইত্যুক্তং তন্ন। জ্ঞানাগ্ন্যুপস্পৃষ্টানি সর্ব্ব-কর্ম্মবীজানি প্রদহ্যন্তে নাঙ্কুরয়ন্তি।

তথাচ শ্রুতিঃ—

বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥ ইতি।

ভো ভগবন্! অস্তু তাবৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহো জ্ঞানসহ ভাবিত্বান্নত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎ-

---

জন্মেই পর্য্যবসিত হয়? যদি তাহা না হয়, তবে কি জন্মকৃত কর্ম্ম ধ্বংস হইলে সর্ব্বত্র স্থিতভাবের উপলক্ষহেতু শাস্ত্রই মিথ্যা হইবে? কারণ বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, পুণ্যজনকই হউক, আর পাপজনকই হউক, যে-রূপ কর্ম্ম যে জন্মে করা হইয়াছে, তাহার ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে, ফল ভোগ না করিলে শতকোটি কল্পেও কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যদি পুন-র্জ্জন্মই না স্বীকৃত হইল, তবে কর্ম্মক্ষয় কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? গুরু কহিলেন,—জ্ঞানরূপ অগ্নির স্পর্শে সকল কর্ম্মের বীজ দগ্ধ হইয়া যায়, তাহার অঙ্কুর পর্য্যন্তও উদ্গত হয় না। বেদেও ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন বীজ সকল অনলদ্বারা দগ্ধ করিলে পুনরায় কখনই অঙ্কু-রিত হয় না, তেমন জ্ঞানের উদয়ে আত্মার, অর্থাৎ দেহের পুনরুৎপত্তি কখ-নই হয় না। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! যদি জ্ঞানের উদয়ের পর যে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা জ্ঞানের সহিত বিদ্যমান থাকে বলিয়া জ্ঞান-দ্বারাই দগ্ধ হয়, তবে কি বিগত বহুজন্মের কৃত অথবা এই জন্মে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে কৃত কর্ম্ম সকল জ্ঞানহুতাশনদ্বারা দগ্ধ হইতে পারে? তাহাও কি যুক্তি

পত্তেঃ প্রাক্ কৃতানামতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাং বা কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহো যুক্তিঃ। তন্ন। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সংপৎস্য ইতি। ইষীকা তূলবৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রদহ্যন্তে।

স্মৃতিরপি—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। (১)

ভো ভগবন্! সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ইতি বিশেষণাৎ যথা বর্ত্তমানজন্মারম্ভককর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে। ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে। তথানারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং

সঙ্গত হয়? যদি তাহা না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত না মুক্তিপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত কি চিরকালই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়? কিম্বা আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়? গুরু বলিলেন,—বহ্নিসংযোগে যাদৃশ তৃণ বা তূলারাশি ভস্মসাৎ হইয়া থাকে, তাদৃশ জ্ঞানস্পর্শে কর্ম্ম সমূহও পরিক্ষীণ হইয়া যায়। এ কথা স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে। জ্ঞানরূপ পাবক সকল কর্ম্মকেই ভস্মীভূত করিয়া থাকে। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন,—ভগবন্! আপনি যে বলিলেন, সকল কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই "কর্ম্ম" শব্দের "সকল" এই বিশেষণ পদটীদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, যেমন জ্ঞানোৎপত্তি সত্ত্বেও বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভ কালীন কৃতকর্ম্ম সকল

---

(১) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥
গীতা চতুর্থ অধ্যায়।

যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্মীকৃত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধ কর্ম্মফল ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই ভস্ম করেন।

ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি তদসৎ। তেষাং মুক্তেষুবৎ। প্রবৃত্ত ফলত্বাৎ। যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্তস্য ইষো ধনুর্যো লক্ষ্য বেধোত্তরকালমপ্যারব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে। এবং শরীরারম্ভককর্ম্মশরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেপি আসংস্কারবেগবশাৎ পূর্ব্ববৎ প্রবর্ত্ততে। এবং কিং বহুনায়ং দেহযাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাঃ প্রাপ্নোতি। আরোপিত সুখদুঃখলক্ষণান্যারব্ধফলান্যনুভবন্নন্তঃকরণাভাসাদীনামবভাসকঃ সন্ তিষ্ঠতে। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াৎ জীবন্মুক্তানাং পুনর্জ্জন্মাভাবাৎ।

ফলদান করিতে উন্মুখ থাকিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তেমন যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, পরন্তু তাহারা এ পর্য্যন্ত ফলপ্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই সেই কর্ম্মের ক্ষয় হওয়া পরামর্শসিদ্ধ কি না? ইহার উত্তরে গুরু কহিলেন,—না। একথাও প্রকৃত বলিয়া বোধ হইল না। কর্ম্ম সকলের ফল প্রদানে উন্মুখতাহেতুক ধনুর্নিমুক্ত বাণের ন্যায় দৃষ্টান্ত এ স্থলে পরিগৃহীত হইতে পারে। যেমন লক্ষ্যপদার্থ বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধনুঃ হইতে শর মোচন করিলে তাহা লক্ষ্য ভেদ করিয়া ক্রমশঃ স্বীয় বেগরাহিত্য বশতঃ ভূমিতে নিপতিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তেমন এই দেহের আরব্ধমান কর্ম্ম সকল দেহের বর্ত্তমানতার আবশ্যকতা শেষ হইলে পূর্ব্ববৎ সংস্কার পর্য্যন্ত বেগ পরতন্ত্রতা নিমিত্ত পূর্ব্বেরই ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। আর অধিক কি বলিব। এই আত্মা শরীর ধারণ জন্যই স্বাভিলাষ, অনভিলাষ, পরাভিলাষ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয় এবং কল্পিত সুখ ও দুঃখের লক্ষণ বিশিষ্ট আরব্ধ ফল সকল অনুভব করিয়া অন্তঃকরণ আভাস (১) আদির দ্যোতক হইয়া অবস্থিতি করে। প্রারব্ধ কর্ম্ম

---

(১) আভাসস্তু মৃষাবুদ্ধিরবিদ্যাকার্য্য মুচ্যতে।

রামস্বন্দয়।

অবিদ্যার কার্য্যরূপ মিথ্যাবুদ্ধির নাম আভাস।

তথাচ শাস্ত্রং—

শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থবুদ্ধিঃ কার্য্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশ এবং ক্রমান্নশ্যতি চাত্মমায়া॥

কর্ম্মণো মায়ামূলত্বাৎ। মায়ানাশে সর্ব্বং কর্ম্ম ভস্মসাৎ ভবেৎ। ননু জ্ঞানোত্তরে স্বেচ্ছয়া কৃতানাং কর্ম্মণাং শরীরান্তরেণাপি ভোগো ভবত্বিতি চেৎ। তন্ন—তস্য কর্ম্মফলোপচয়হেতু কর্ত্তৃত্বাভিমানো নাস্ত্যেব। অসঙ্গো নহি সজ্জতে এতইচ্ছাদয় আত্মন্যারোপ্যন্তে ক্ষেত্রধর্ম্মাঃ। ধ্যায়তীব লেলায়তীব।

ক্ষয় হইলেই আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না। তাহা হইলেই দেহীর জীবন্মুক্তি লাভ করা হয়। শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে। শাস্ত্র দ্বারা পরমার্থ বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কার্য্যযোগ্যতা এবং প্রারব্ধদ্বারা প্রতিরূপের নাশ হয়। প্রত্যুত পরমাত্মার মায়া এইরূপ অনুক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয় (১)। মায়াই কর্ম্মের মূল হইতেছে। মায়া বিনষ্ট হইলে সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। শিষ্য কহিলেন,—জ্ঞানোৎপত্তির পর কি স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্ম সকলের দেহান্তর পরিগ্রহেও ভোগ হইয়া থাকে? গুরু কহিলেন,—তাহা হয় না, যেহেতু কর্ম্মফল সঞ্চয়ের কারণস্বরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান নিশ্চিত তাঁহার থাকে না এবং নিঃসংসর্গতাহেতু কোন বিষয়ে আসক্তিও থাকে না, এই ইচ্ছা প্রভৃতি ক্ষেত্রধর্ম্মসমূহ আত্মাতেই পরিকল্পিত হয়। তাহাতেই

---

(১) যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় বা নাশ সর্ব্বত্র সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধ আছে। ইহাকেই অনুলোম ও বিলোমক্রম বলিয়া থাকে। যেরূপ ব্রহ্ম হইতে মায়া প্রকাশ পাইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মেই বিলয় পায় এবং আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়া অন্তে আকাশেই লয় পায়, সেইরূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রদ্বারা পরমার্থ বুদ্ধির উদয় হইয়া পরিশেষে বিজ্ঞানময় বস্তুতেই বিলয় পায় ইত্যাদিরূপ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপীতি (১)।

শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তেত্যনুসন্ধানেন (২) শরীরযাত্রাস্থিতির্ন প্রসিদ্ধেৎ।

তথাচ—

গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ (৩)

জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধক্ষয়শরীরপাতাৎপূর্ব্বন্ত্বিহ কর্ম্ম বিভাগং শৃণু—তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। তস্য পুত্রাদায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং

আত্মা ধ্যান পরায়ণের ন্যায় ও চঞ্চলের ন্যায় বোধ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ প্রকৃতির (প্রাচীন কর্ম্ম সংস্কারাধীন স্বভাবের) অনুরূপচেষ্টা করেন, ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সকলে প্রবৃত্ত হইতেছে। এইরূপ অনুসন্ধানদ্বারাই আত্মার পুনর্ব্বার দেহ ধারণ সুসিদ্ধ হইল না, অপিচ গতসঙ্গ (নিষ্কাম) রাগাদি হইতে মুক্ত এবং যাহার চিত্ত চিদ্‌ব্রহ্মে অবস্থিত, এরূপ হইয়া যিনি পরমপুরুষের আরাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম বাসনার সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয় (সে কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হয়)। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধ ক্ষয়ের ও দেহ বিনাশের পূর্ব্বে এই জন্মে যে যে কর্ম্মের বিভাগ আছে, তাহা শ্রবণ কর। সেই জীবন্মুক্ত্যুপযোগী জ্ঞানোৎপত্তিরপর জ্ঞানীর পূর্ব্বসঞ্চিত পরজন্মের ভোগযোগ্য যে পুণ্য ও পাপ তাহা তাঁহার সম্বন্ধে নাম-মাত্র থাকে। অভিমুক্তপুরুষের শরীর ত্যাগের পর তাঁহার পুত্রেরা যেরূপ

---

(১) গীতা তৃতীয় অধ্যায় ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকঃ।

(২) গীতা তৃতীয় অধ্যায় অষ্টাবিংশ শ্লোকঃ।

(৩) গীতা চতুর্থ অধ্যায় ত্রয়োবিংশ শ্লোকঃ।

দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাং। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব স প্রবিলীয়তে। কিঞ্চ প্রারব্ধং নিশ্চয়াদ্‌ভুংক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে আগামি দ্বিতীয়ং কর্ম্ম তদ্দ্বেষিপ্রিয়বাদিনোঃ। অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নিবীর্য্যং ক্রিয়তে। অপিচ অস্য জীব-ন্মুক্তস্য প্রারব্ধভোগার্থং শরীরধারণে কো দোষঃ। যথা উৎখাতদংষ্ট্রোরোগবৎ। অবিদ্যাকার্য্যং দেহদ্বয়মস্তি তৎ কিং করিষ্যতি। হে স্বামিন্! কারণনাশে কার্য্যমস্তীতি কুত্র দৃষ্টং কেনোক্তং। উচ্যতে—কারণনাশে কার্য্যমস্তীতি

সম্পত্তির অধিকারী হয়, সেইরূপ হিতকারিগণ তাঁহার সৎকার্য্য (পুণ্য) ও অহিতকারিগণ তাঁহার অসৎকার্য্য (পাপ) সকল প্রাপ্ত হয়। পরন্তু তাঁহার জীবন দেহান্তরগামী হয় না, এই শরীরেই ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, সঞ্চিতভাগ তাঁহার জ্ঞানা-গ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় এবং আগামীপুণ্য ও পাপরূপ যে দুই কর্ম্ম, তাহা তাঁহার দেষী ও প্রিয় কারিগণকে অধিকার করে,আর যে,কর্ম্ম প্রারব্ধ হয় নাই,তাহা জ্ঞান-দ্বারা তেজোবিহীন করা যায়। তবে এই জীবন্মুক্তজনের প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের নিমিত্ত দেহ পরিগ্রহ করিতে হানি কি? দেখ, দশন উত্তোলিত করিলেই দশনরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়। অবিদ্যা (১)-জনিত কার্য্য দেহদ্বয় যে থাকে, তাহাতে কি হইবে? শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! কারণ ধ্বংস হইলে যে কার্য্য থাকে, তাহাত কোথাও দেখি নাই, কাহারও মুখে শুনিও নাই। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? গুরু বলিলেন,—না, কারণ নষ্ট হইলেও কার্য্যের বিদ্যমানতা এই জগতেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেখ,

---

(১) অবিদ্যাই কারণশরীর, তাহা হইতে তাহার কার্য্যস্বরূপ অপর শরীরদ্বয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর প্রকাশ পায়।

লোকে দৃশ্যতে যথা রজ্জুস্বরূপে জ্ঞাতে সর্পজ্ঞানং নিবর্ত্ততে তথাপি তজ্জনিতভয়কম্পাদিকং বর্ত্তত এব।

তথাচ শ্রুতিঃ—

যথাঽহিনির্ণয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়িতৈবমেবেদং শরীরং শেত ইতি। অস্মিন্ বিদ্যচ্ছরীরে পতিতে স্থিতে বা স মুক্তএব দগ্ধপটবৎ। শ্রুতিরপি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্ত এব। ইদানীমপি যথা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ স্বপ্ন ব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সতি সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। তথৈব ভ্রান্তিমূলে সংসারমহা-

---

কোন এক খণ্ড রজ্জুকে প্রকৃতরূপে রজ্জু বলিয়া বিজ্ঞাত হইলে, তাহাতে আরোপিত সর্পভ্রম বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাহইতে সমুৎপন্ন ভীতি, কম্পন প্রভৃতি মনে থাকিয়া যায়। বেদে এইরূপ কথিত আছে, যেমন কোন বল্মীকের অভ্যন্তরে সর্পের নির্ম্মোক অবলোকিত হইলে মৃত, বিক্ষিপ্ত বা শয়িত যে অবস্থাতেই হউক, তাহার মধ্যে সেই সর্পের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কল্পনা এই স্থূলশরীর সম্পর্কেও বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। এই বিদ্যমান দেহ অবস্থিতই হউক বা পতিতই থাকুক কিন্তু আত্মা দগ্ধ বসনখণ্ডের ন্যায় পরিমুক্ত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে বেদে আরও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া নিশ্চয় ব্রহ্মকেই পায়, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। অধুনা স্বভাবতঃ তুমিও নিত্যমুক্ত হইয়াছ। যে প্রকার স্বপ্নদর্শনকারিব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট ভয়দ্বারা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সমুদায় স্বপ্নগত ব্যাপারকে মিথ্যা বলিয়া অনুভবকরতঃ নিবৃত্ত হইলে, তাহার অন্তরে কেবল আপনিমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেই প্রকার ভ্রান্তিমূলক মহাস্বপ্নস্বরূপ এই সংসারের সমুদায় কার্য্য মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলে, অবশেষে কেবল স্বয়ংমাত্রই সত্যরূপে অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া

স্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সতি সত্য-স্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। নন্থ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াৎ শরীর নাশঃ শরীরনাশাৎ পুনর্জ্জন্মাভাবঃ সর্ব্ববিশেষরহিতং শূন্য-মেব জাতং। তর্হি নৈবাহমিদমুচ্যতে কিঞ্চ প্রমাণাবিষয়ত্বা-ন্নাস্তি ব্রহ্মেতি প্রসজ্যতে। ততশ্চ অসদেব প্রশস্তং সত্য-স্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। তৎ কিমর্থমঙ্গীকরণীয়ং।

তদসৎ শৃণু—

নির্ম্মুচ্যাপি ত্বচং সর্পঃ স্বস্বরূপং ন মুঞ্চতি।
নাস্ত্যাত্মেতিহি যো বেদ ইতি বক্তুং ন যুজ্যতে॥
কিঞ্চ যথা চন্দ্রোহমাবাস্যায়ামলিঙ্গত্বান্নদৃশ্যতে।

থাকে। শিষ্য কহিলেন,—যদি প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং দেহের বিনাশ হইলে পুনর্জ্জন্মও হয় না, তাহাহইলে ত কাহারও সহিত আর কিছুই কোনরূপ বিশেষ রহিল না, সমস্তই নিরবচ্ছিন্ন শূন্যময় হইয়া যাইল এবং আমি শরীর বা অখিল বিশ্ব বলিয়া এই একটা পদবীরও আর কিঞ্চিৎও রহিল না, তবে ব্রহ্মনামে যে একটা পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে পারে, তাহারও ত কোন অনুকূল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। অতএব এই সকলকে মিথ্যা বলিয়া বিজ্ঞাত হইলেও শেষে যদি স্বয়ংই সত্য-স্বরূপে অবশিষ্ট থাকে, তবে আর এই মিথ্যাভূত সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? গুরু কহিলেন,—তোমার এবম্বিধ বোধও প্রকৃত নহে, শ্রবণ কর। সর্প যেরূপ স্বীয় নির্ম্মোকনির্মুক্ত হইলে স্বকীয় স্বরূপত্ব হইতে বঞ্চিত হয় না, সেইরূপ আত্মাও এই শরীর পরিমুক্ত হইলে কখনও একেবারে আপনার অস্তিত্বপরিশূন্য হন না। আত্মা নাই, এই কথা তুমি কখনও বলিতে পার না। অধিকন্তু যাদৃশ অমাবস্যার রজনীতে চন্দ্রের কোন চিহ্ন থাকে না বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয় না, তাহা বলিয়া কি চন্দ্রের অস্তিত্ব রহিল না এবং অমাবস্যা নিশাতে সূর্য্যের সমসূত্রপাত

অমাবস্যাং যথা চন্দ্রোদৃশ্যতে নার্কযোগতঃ ॥
তথাত্মা জ্ঞানযোগেন ভাসতে ন স্ফুটঃ পরং।
দৃশ্যক্ষয়াৎ তথা দ্রষ্টৃ ব্যবহারো ন দৃশ্যতে ॥
তথাচ আদেশো নেতি নেতি অস্থূলমনণু।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥

যদ্বাচানভ্যুদিতমিথ্যাদিনিষেধস্য সিদ্ধির্নাস্তি সর্ব্বস্য নিষেধস্য শারীরিকত্বাৎ। অতএব সত্যস্বরূপং অবশিষ্যতে। যন্নিষিদ্ধং উক্তং তৎসর্ব্বং প্রপঞ্চস্য নত্বাত্মনঃ। যদাত্মনঃ অসত্ত্বুক্তং ভবতি তদা বন্ধ্যাপুত্রেণ কার্য্যং কথং ন নির্ব্বহতি। অতএব আত্মনঃ সত্যসম্পত্তিঃ। সদ্ভাবে শ্রুতিপ্রমাণং সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। স্মৃতিরপি—

সংযোগজন্য যেমন চন্দ্রমাঃ পরিদৃশ্য হন না, তাদৃশ সুস্পষ্টস্বরূপ পরমাত্মা বিদ্যমান থাকিলেও অজ্ঞানশক্তি সংযোগ জন্য প্রকাশিত হন না। অপিচ দৃশ্য বস্তুর ক্ষয় হইলে যেমন দ্রষ্টার দর্শন কার্য্য লয় পায়, সেইরূপ গুরু ও বেদবাক্যদ্বারা "নেতি নেতি" অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অখিল বস্তু অলীক, এই অনুভবদ্বারা অজ্ঞান অন্তর্হিত হয়। আত্মা স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হয়। যিনি বাক্‌শক্তি দ্বারা প্রকাশিত হন না, তাঁহার সম্বন্ধে নাস্তিত্বকল্পনা সংসাধিত হয় না, যেহেতু সমস্ত নিষেধসূচক মতই শরীর সম্বন্ধতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, অতএব পরিণামে তাঁহার সত্যস্বরূপ অঙ্গীকার্য্য হইল। যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইল, সে সমস্ত পঞ্চভূতময় দেহের, আত্মার নহে। যদি আত্মার কার্য্য বা অস্তিত্বই মিথ্যা হয়, তবে বন্ধ্যার তনয়দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কেন না সত্য হইবে? অতএব আত্মাই সত্যস্বরূপ। তাঁহার নিত্য বিদ্যমানতাপক্ষে প্রমাণ বেদে এইরূপ সংগৃহীত আছে, হে সৌম্য। (প্রিয়শিষ্য)! এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে শুদ্ধ অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। পরমাত্মা সত্যস্বরূপ,

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদন্ততমিত্যাদি (১)।

কিঞ্চ ব্রহ্মসদ্ভাবে প্রমাণাপেক্ষা নাস্তি স্বতঃ প্রমাণং ব্রহ্ম। জাগ্রদাদৌ প্রমাতৃত্বাব্যভিচারাৎ কূটস্থনিত্যতাসিদ্ধিঃ। সুষুপ্তৌ ব্যভিচরতীতি চেৎ। ন তত্রাপি প্রমেয়ত্বমেব নিবারয়ন্তি সর্ব্বে লোকাঃ। কথং ইত্থং—নাহমত্র সুষুপ্তৌ কিঞ্চিদুপলব্ধবানিতি ন প্রমাতৃত্বং। অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ স্থিতিং প্রতি প্রমাণাপেক্ষা নত্বাত্মনঃ। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষা সিদ্ধিঃ তদা কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ। যস্য প্রমাতৃত্বং স এব বোধাত্মেতি নিশ্চীয়তে। অতএব স্বতঃ সিদ্ধ এবাত্মা ন

জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ হন। স্মৃতিতেও এ বিষয়সম্বন্ধে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি এই নশ্বর শরীরাদিতে তাহার সাক্ষিস্বরূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জান ইত্যাদি। অপরন্তু ব্রহ্মের নিত্য বর্ত্তমানতা সংসিদ্ধ করিতে কোনরূপ প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। ব্রহ্ম স্বতঃপ্রামাণিক। অতএব জাগ্রৎ আদিতে নিশ্চয় জ্ঞানের কর্ত্তৃত্বের অব্যভিচারহেতু আত্মার কূটস্থ নিত্যতা সুসিদ্ধ হয়। যদি বল, সুষুপ্তিতেও তাহার ব্যভিচার আছে, সে কথা সমস্তই মিথ্যা। তাহাতে সকল লোকই নিশ্চয় জ্ঞানের বিষয়কে নিবারিত করে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমি সুষুপ্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎও উপলব্ধি করিতে পারিলাম না এবং নিশ্চয় জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব সম্পর্কেও কিছু অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলাম না। গুরু বলিলেন,—অসিদ্ধ পদার্থের স্থিতির নিমিত্তই প্রমাণের প্রয়োজন হয়। আত্মার স্থিতির নিমিত্ত প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। যদি আত্মার নিমিত্তই প্রমাণের আবশ্যকতা হয়, তাহাহইলে কাহার প্রমাণদায়িত্ব (জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব) থাকিবে? যাহার জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব থাকিবে, সেই ব্যক্তিই নিঃ-

(১) গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় সপ্তদশ শ্লোকঃ।

প্রমাণাপেক্ষঃ। যদিদং দৃশ্যজাতং তদবিদ্যয়া কৃতত্বাৎ প্রতীতিমাত্রং কূটস্থস্য নিত্যসিদ্ধত্বাদাত্মসত্তা অনুসৃ্যতং বর্ত্ততেব।

নাভাবো বিদ্যতে সতঃ (*) ইতি স্মৃতিঃ।

অতঃ সৎ স্থূলকার্য্যং অসৎ সূক্ষ্মকারণং তৎসর্ব্বং চিদ্বিবর্ত্তরূপেণ ব্রহ্মৈব ভাতি।

তথাচ স্মৃতিঃ—

সংশয় জ্ঞানাত্মস্বরূপ। অতএব আত্মা স্বতঃ প্রমাণীকৃত, ইহার অপর কোন প্রমাণের স্বাপেক্ষতা থাকে না। এই বিশ্বমধ্যে দৃশ্য পদার্থ যে সমস্ত দেখিতেছ, সে সকলই অবিদ্যাকর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া প্রত্যয় হয় মাত্র, কিন্তু সেই কূটস্থ আত্মা নিত্যসিদ্ধ, তাঁহার বিদ্যমানতা চিরকালের নিমিত্তই অনুস্যূতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্মৃতিতেও এই সন্বন্ধে নিগদিত আছে। সৎস্বভাবস্বরূপ আত্মার বিনাশ কখন সম্ভব হয় না। অতএব স্থূলকার্য্যই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সূক্ষ্মকারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সমুদায়ই চিদ্বিবর্ত্তরূপে (১) এক ব্রহ্ম বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। স্মৃতিতে ইহার

(*) গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়, ষোড়শ শ্লোকঃ।

---

(১) চিত্তের অবস্থা বিশেষ যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন।

চিদেব পঞ্চভূতানি চিদেব ভুবনত্রয়ং।
বিজ্ঞাত মধুনা সম্যগহমেব চিদেব হি॥

পঞ্চভূত চিৎ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি লোক সকলও চিৎ; সম্প্রতি সম্যগ্‌রূপে সুবিদিত হইলাম, আমিও নিশ্চয় চিৎস্বরূপ।

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণো বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

যস্মাদ্ জ্ঞানাদৃতে নাস্ত্যর্থসত্তা তস্মাৎ জ্ঞানং সৎ। ননু কথং একং বহুধাকারং। শৃণু—অনির্ব্বাচ্যা মহতী মায়া লক্ষণা-শক্তির্জ্ঞানং নানাভাবং নয়তি। তথাচ শ্রুতিঃ—ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুষরূপ ইয়তে। ননু দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণো রূপমিত্যুক্তত্বাৎ বাস্তবং দ্বৈতং ভবতু। নৈবং অবিদ্যয়া কৃতত্বাৎ দ্বৈতমিব নতু বাস্তবং। তথাচ শ্রুতিঃ—যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি

প্রমাণ এইরূপ বিবৃত আছে যে, সমুদায় ভূতের বিস্তৃতিস্বরূপ এই বিশ্ব-সংসার এক বিষ্ণুতেই অবস্থিত আছে। সেই হেতু সদ্বিবেক ব্যক্তিরা অভিন্নরূপে জগৎকে আত্মবৎ অবলোকন করিবেন। যেহেতু জ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থের নিত্যতা নাই, তবে জ্ঞানই নিত্য। শিষ্য কহিলেন,—জ্ঞান এক, কি প্রকারে তাহা অনেক আকার প্রাপ্ত হইতে পারে? গুরু বলিলেন,—শ্রবণ কর,—অনির্ব্বচনীয়া সুবিশালা মায়ার লক্ষণাশক্তি জ্ঞানকে বহুবিধ আকারে পর্য্যবসিত করিয়া থাকে। বেদে এ বিষয় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। প্রধান পুরুষ মায়াদ্বারা নানাপ্রকার বেশসংগত হন (১)। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কথিত অনুসারে ব্রহ্মের এই দুইটী রূপ লক্ষিত হইতেছে, তবে কি সত্য সত্যই তাঁহার দ্বিতীয়ত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে? গুরু উত্তর করিলেন,—এরূপ কখনই হইতে পারে না,—ব্রহ্ম এক। তাঁহার অবিদ্যা জনিত কার্য্যহেতুই দ্বৈতবোধ উপস্থিত হয় মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ এই,—যাহাতে দ্বৈতভাব উপস্থিত হয়, তাহাতে একজন অপরকে দর্শন করি-

(১) "অহং বহু স্যাম্।"
অর্থাৎ পূর্ণাত্মব্রহ্ম এক হইয়াও স্বসংকল্পদ্বারা বহুরূপ হন।

তদিতর ইতরং পশ্যতি ইতর ইতরং জিঘ্রতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ। তৎ কো ন কং পশ্যেৎ কো ন কং জিঘ্রতি। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽস্তি বিজ্ঞাতা। ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। ইত্যেতৎ সর্ব্বমখিলমাত্মৈব। অতস্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবাত্মা তৎ ত্বমিতি। বেদান্তবিদ্বদনু-ভবশ্রুতিগুরুপ্রসাদেন জায়মানঃ ব্রহ্মাপরোক্ষবৃত্তিসাধনেন মায়ানিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে।

অপ্রমেয়ং স্বস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে।

তেছে ও একজন অপরের ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছে, ইহাই অনুভূত হয়। পরন্তু যাহাতে এই বিশ্বের সমুদায়ই আত্মময় হইয়া যায়, তাহাতে কেহই কাহাকে অবলোকন করে না, বা কেহই কাহারও ঘ্রাণ গ্রহণ করে না। ব্রহ্ম সকলেরই বিজ্ঞাতা, তাঁহার বিজ্ঞাতা কেহই নাই। তিনি সকলেরই দ্রষ্টা ও শ্রোতা, তাঁহার কেহই দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই। এই সমস্তই এক আত্মময়। তিনি সকলই বিজ্ঞাত আছেন, অরে তাঁহাকে কে বিজ্ঞাত হইবে? এই নিখিল জগৎ প্রপঞ্চ এক আত্মাতেই পরিব্যাপ্ত, অতএব আত্মাই সকলের প্রকাশক। তিনি অবিনশ্বর, পবিত্র, জ্ঞানময়, মোক্ষময়, স্বপ্রকৃতিস্থিত এবং প্রতিশরীরবৃত্তিসমন্বিত। অবশেষে মীমাংসিত হইল যে, তুমিই সেই আত্মা। তুমি বেদান্তবেত্তা পণ্ডিতের ন্যায় অনুভব, শ্রুতি ও গুরুর প্রসন্নতাদ্বারা জ্ঞানোদ্দীপ্তচিত্ত এবং ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অপরোক্ষবৃত্তি সাধনাদ্বারা মোহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে, তোমার সমুদায়ই মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে। অবশেষে তুমি আপনিই আপনাকে অপ্রমেয় আত্মস্বরূপ অবগত হইবে। এইরূপে মানব মায়ানিদ্রা হইতে জাগরিত, জীবন্মুক্ত ও প্রারব্ধকর্ম্মজন্য ফলদ্বারা অবাপিত

এবং মায়ানিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ জীবন্মুক্তঃ সন্ প্রারব্ধকর্ম্ম-জনিতফলাবাধিতো লোকং অনুগ্রহন্ পূর্ব্ববত্তিষ্ঠতি।

শাস্ত্রমাহ—

জ্ঞাত্বাপ্যসর্পং সর্পোত্থং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি।
বিধ্বস্তাখিলমোহোপি মোহকার্য্যং তথাত্মনি॥

অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থমিতি। অশনাচ্ছাদনস্বশরীরং নোপভোগার্থায় লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ। ভো ভগবন্! লোকস্যোপকারঃ কঃ? উপকার স্ত্রিবিধশ্চেতি। তৎ কথং? ইত্থং—দর্শনং ভজনং সম্ভাষণঞ্চেতি। দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি। ভজনেন শ্রেয়োত্তরোত্তরবৃদ্ধিঃ। সম্ভাষণেন মোক্ষো ভবতি এবং নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবস্বরূপোহং। এবংবিধোবোধঃ আচার্য্য

হইয়া, লোককে অনুগৃহীত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত হয়। শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে, যেমন অসর্পকে সর্পবোধের পর অসর্পরূপে বিজ্ঞাত হইলেও লোকের ভুজঙ্গভীতিজনিত কম্প পরিত্যক্ত হয় না, তেমন সমস্ত মায়া হইতে পরিমুক্ত হইলেও মনুষ্য আপনা হইতে মায়ার কার্য্যও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। জীবন্মুক্তব্যক্তির শরীরধারণ কেবল লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত। আহারীয় গ্রহণ, বসন পরিধান ও শরীর রক্ষা উপভোগের জন্য নহে, কেবল লোকের হিতের জন্য করাই বিধেয়। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন,—লোকের উপকার কয়প্রকারে হইতে পারে? গুরু বলিলেন,—উপকার তিনপ্রকার। শিষ্য কহিলেন,—কি কি? গুরু কহিলেন,—শ্রবণ কর। দর্শন, ভজন ও সম্ভাষণ। দর্শনদ্বারা পাপক্ষয়, ভজনদ্বারা ক্রমশঃ শ্রেয়োঃবৃদ্ধি এবং সম্ভাষণ দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যখন যে ব্যক্তির আমিই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্যস্বভাবস্বরূপ এই প্রকার জ্ঞান গুরুর প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়, তখন সে ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত এবং সংসার পাশ হইতে

প্রসাদাৎ। যদা জায়তে তদা অজ্ঞানপ্রবুদ্ধঃ। সংসারাৎ বিনির্ম্মুক্তোভবতি। শ্রুতিরপি—আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। আচার্য্যাদেবাদ্বৈতবিদ্যাং বিদিত্বা তরতি শোকমাত্মবিৎ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতীতি।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

ইতি স্মৃতিঃ—ইদানীমন্যবিদ্যোপাসনে দোষমাহ। অন্য বিদ্যাঃ ক্রিয়া উপদিশন্তি কালান্তরে অনিত্য ফলতাং দর্শয়ন্তি। সর্ব্ববিদ্যা ক্রিয়াপরেতি। যদি ক্রিয়াফলং মোক্ষো ভবেৎ তদা অনিত্যত্বং প্রসজ্যেৎ। ঘটবৎ স্বর্গাদিবৎ নশ্যেদিতি। অমুমেবার্থং শ্রুতিরপ্যাহ তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো

পরিমুক্ত হইয়া থাকেন। বেদে আছে, সদ্‌গুরুসম্পন্ন ব্যক্তি আত্মাকে অবগত হন। আত্মবিৎ জন গুরুর সমীপে অদ্বৈতবিদ্যা বিজ্ঞাত হইয়া শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। সেই পরাবর (প্রধান ও অপ্রধান) রূপ পরমাত্মা পরিদৃষ্ট হইলে সাধকের সকল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হন। স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত আছে। জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধকর্ম্ম ব্যতীত সকল কর্ম্মই ভস্ম করে। এক্ষণে আত্মবিদ্যা ব্যতিরেকে অন্য বিদ্যার উপাসনাতে যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে। ইহলোকে অন্য অন্য বিদ্যাদ্বারা কেবল ক্রিয়ার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পরলোকে তাহাদ্বারা অনিত্য ফল পরিদৃষ্ট হয় মাত্র! অন্য সকল বিদ্যাই ক্রিয়ামূলক। যদি কর্ম্ম ফলই মোক্ষ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলেত সমস্তই অনিত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। ঘটের ন্যায় ও স্বর্গাদির ন্যায় সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ইহাকেই প্রকৃত পরমার্থ বলিয়া থাকে। শ্রুতিতেও এই অর্থ অবিকল বিশদীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মকারিব্যক্তি যেরূপ ইহকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ

লোকঃ ক্ষীয়তে। এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি। স্মৃতিরপি ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি (১)। অতঃ আচরণে দুঃখং ফলে স্পর্দ্ধাদুঃখং ভোগান্তে পতনং দুঃখং। এবমন্যবিদ্যোপাসনে দুঃখাদ্দুঃখমাপ্নোতি। শ্রুতিরপি মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্যতে। অন্যোসাবন্যোহমস্মীতি ন স বেদ। যথা পশুরেবং স দেবানাং। তস্মাদন্যবিদ্যাং পরিত্যজ্য ইমাং অধ্যাত্মবিদ্যামাশ্রয়। সা বিদ্যা কিদৃশী! অত্র ভগবতোক্তং—

পরকালে পুণ্যজিত স্বর্গাদিলোক হইতেও পরিচ্যুত হয়, ঐরূপ স্মৃতিতে ও পরিব্যক্ত আছে। স্বর্গভোগজনক পুণ্যক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে সমাগমন করে। অন্য বিদ্যার উপাসনা করিলে তাহার আচরণেও দুঃখ, ফলভোগেও স্পর্দ্ধাজন্য দুঃখ এবং ভোগের শেষেও পতনরূপ দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। এই রূপ অন্য বিদ্যার আরাধনাতে দুঃখের পর পুনর্ব্বার দুঃখই লাভ হইয়া থাকে। বেদেও এইরূপ কথিত আছে। যে ব্যক্তি ইহলোকে নানাপ্রকার নিরীক্ষণ করে, সে মৃত্যুর পর পুনঃ মৃত্যুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি অন্য (আত্মভিন্ন) দেবতার উপাসনা করিবেন, তিনি দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং আমিও সমস্ত হইতে বিভিন্ন এরূপ পরিজ্ঞাত হন না। সুতরাং দেব বৃন্দের মধ্যে তিনি পশুতুল্য গণ্য হন। এই জন্যই অন্য বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া এই অধ্যাত্ম বিদ্যা আশ্রয় কর। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে বিদ্যা কি প্রকার? গুরু বলিলেন যে, ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই আত্মজ্ঞান রাজবিদ্যা

---

(১) গীতা নবমঅধ্যায়, একবিংশশ্লোকঃ।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমং।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং ॥ (১)

কিঞ্চ যথা অগ্নিহোত্রাদীনাং স্বর্গাদিফলং দর্শয়তি শ্রুতিঃ তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং প্রদর্শয়ন্তী। মধ্যে কার্য্যান্তরং নিবারয়তি শ্রুতিঃ। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং ইতি বেদানুশাসনং বেদানুশাসনমিতি।

অথ শঠানাং ধূর্ত্তানাং অশ্রদ্ধধানানাং নাস্তিকানাং উৎপথগামিনাং এতদ্বিদ্যাং ন প্রকাশয়েৎ।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
ইতি শ্রুতিঃ ॥

(বিদ্যা সকলের রাজা), রাজগুহ্য (গোপনীয় বিদ্যার মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট) অত্যন্ত পাবন, স্পষ্টরূপ বোধগম্য, বেদোক্তধর্ম্মযুক্ত, সুখ-সাধনযোগ্য এবং অক্ষয়ফলপ্রদ হেতু অব্যয়। অপরন্তু শ্রুতিবাক্য প্রমাণ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞাদিগের স্বর্গ আদি অপবর্গ ফল ও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেও মহান্ পুরস্কার প্রদর্শন করায়। এবং মধ্যে কার্য্যান্তরকে নিবারিত করে। ব্রহ্মবেত্তা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন, ইহাই বেদের অনুশাসন। শঠ, ধূর্ত্ত, শ্রদ্ধাবিরহিত, নাস্তিক ও মন্দপথানুসারী জনগণের সমীপে এই বিদ্যা প্রকাশ করিবে না। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, যাঁহার দেবতাতেও যেমন ভক্তি গুরুতেও তেমনই ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সন্নিধানেই এই কথিত পরমার্থ বিষয়িণী অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করিবে। যে আত্মতত্ত্ব

---

(১) গীতা, নবমঅধ্যায়, দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

ইতি শ্রীঅধ্যাত্মবিদ্যোপদেশং বৈ যোধীতে শ্রদ্ধয়া যুতঃ।
তরতি শোকমাত্মবিৎ অন্ত্যাদি ফলমশ্নুতে।

ইতি অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিঃ সমাপ্তঃ।

যে ব্যক্তি এই অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া অধ্যয়ন করেন, তিনি মহাশোকসাগর হইতে পরিত্রাণ ও পরমফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইতি অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ বিধির ভাষা বিবরণ সমাপ্ত।

বিমুক্তিসোপানম্।

——oo——

নমস্কৃত্য গুরুং ভক্ত্যা গোরক্ষো জ্ঞানমুত্তমং।
অভীষ্টং যোগিনাং ব্রূতে পরমানন্দকারকং ॥ ১ ॥
শ্রীগোরক্ষমতং ব্যক্তং যোগিনাং হিতকাম্যয়া।
ধ্রুবং তস্যাবরোধেন জায়তে পরমং পদং ॥ ২ ॥
এতদ্বিমুক্তিসোপান-মেতৎ কালস্য বঞ্চনং।
যদ্ব্যাবৃত্তং মনোভোগাদাসক্তং পরমাত্মনি ॥ ৩ ॥
দ্বিজসেবিতশাখস্য শ্রুতিকল্পতরোঃ ফলং।
শমনং ভবতাপস্য যোগং ভজত সত্তমাঃ ॥ ৪ ॥

যোগিপ্রবর গোরক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া পরমানন্দ কারক যোগিগণের অভীষ্ট উত্তম জ্ঞান বলিতেছেন ॥ ১ ॥

যোগিগণের হিতসাধন মানসে শ্রীগোরক্ষমত ব্যক্ত হইয়াছে। এই মতের অববোধমাত্র সাধকদিগের পরমপদ লাভ হয়, অর্থাৎ গোরক্ষ যেরূপ মুক্তির কারণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই মুমুক্ষুরা অনায়াসে মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন ॥ ২ ॥

এই গ্রন্থ বিমুক্তিশৈলারোহণের সোপানস্বরূপ, অর্থাৎ এই গ্রন্থের লিখিত উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ মুক্তিপদ পাইতে পারে, যাহারা এই গ্রন্থের উল্লিখিত উপদেশানুসারে কার্য্য করে, তাহারা কালের বশীভূত হয় না। পরন্তু মনঃ বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমাত্মাতে সমাসক্ত হইয়া থাকে। ৩ ॥

দ্বিজগণ শ্রুতিরূপ কল্পতরুর শাখা সেবা করিয়াছেন, সেই কল্পবৃক্ষের ফল সেবন করিলে ভবতাপ উপশান্ত হয়। যাঁহারা শ্রুতির মর্ম্ম অবগত হইয়া

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥ ৫॥
আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
এতেষামখিলান্ ভেদান্ যোজানাতি স যোগবিৎ॥ ৬॥
চতুরশীতিলক্ষাণামেকৈকং সমুদাহৃতং।
তথা শিবেন পীঠানাং ষোড়শানাং শতং কৃতং॥ ৭॥
আসনেভ্যঃ সমস্তেভ্যোদ্বয়মেতদুদাহৃতং।
একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনং॥ ৮॥

যোগসাধনে তৎপর থাকেন, তাঁহারা কখনও সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করেন না। হে সাধু সকল! তোমরা শ্রুতিমার্গানুসারে যোগ ভজন কর॥ ৪॥

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি পণ্ডিতগণ এই ষড়্বিধ যোগাঙ্গ বলিয়া থাকেন। এই সকল যোগাঙ্গ সাধন করিলেই যোগ সিদ্ধি হইয়া তাহার ফললাভ হইতে পারে॥ ৫॥

অসংখ্য আসন নিরূপিত আছে, এই জগতে যত প্রকার জীব আছে, আসনও ততপ্রকার জানিবে। যিনি সেই আসন সকলের ভেদ জানিতে পারেন, তাঁহাকেই প্রকৃত যোগবিৎ বলা যায় (১)॥ ৬॥

শিব চতুরশীতিলক্ষ আসন ও ষোড়শপীঠ নিরূপণ করিয়া সেই সকল আসনের একএকটি লক্ষণও বলিয়াছেন। ঐ সকল লক্ষণ গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে, তাহা শিক্ষা করিয়াই যোগ সাধন করিতে হয়॥ ৭॥

বিবিধ আসনের মধ্যে দুইটি আসন উক্ত আছে। প্রথম সিদ্ধাসন এবং

---

(১) সাংখ্যশাস্ত্রে আসনের কোন নিয়ম বা লক্ষণ অথবা নাম নাই। সাংখ্যপণ্ডিতেরা বলেন, যেরূপ উপবেশন করিলে, কোনরূপ শারীরিক কষ্ট অনুভব হয় না এবং শরীর সুস্থ থাকে, তাহাই আসন শব্দে অভিহিত হয়।

যোনিস্থানকমঙ্ঘ্রিমূলঘটিতং কৃত্বা দৃঢ়ং বিন্যসেৎ
মেঢ্রে পাদমথৈকমেব হৃদয়ে ধৃত্বা সমং বিগ্রহং।
স্থাণুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োঽচলদৃশা পশ্যেদ্ ভ্রুবোরন্তরং
হ্যেতন্মোক্ষকপাটভেদজনকং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ ৯ ॥
বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্তথা
যাম্যোরূপরি তস্য বন্ধনবিধিং কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং।
তৎপৃষ্ঠে হৃদয়ে বিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ন্
এতদ্ব্যাধিবিকারনাশনকরং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় কমলাসন। যত প্রকার আসন উক্ত আছে, তাহাদিগের মধ্যে এই আসনদ্বয়ই প্রধান। ৮ ॥

যোনিস্থানে পাদমূল সংযোজিত করিয়া দৃঢ়রূপে বিন্যস্ত করিবে। পরে ঐ পাদ মেঢ্রদেশে সংলগ্ন করিয়া অপর পাদ হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, এবং সমস্ত শরীর সমভাবে রাখিয়া স্থাণুর (শাখাবিহীন বৃক্ষের) ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযমন করিয়া নিশ্চল দৃষ্টিতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ অবলোকন করিতে থাকিবে। এইরূপ উপবেশনকে মুনিগণ সিদ্ধাসন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এই সিদ্ধাসন মোক্ষধামে গমনের কপাট ভেদ করে, অর্থাৎ যাঁহারা উক্ত আসন অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগের মোক্ষ লাভের বিঘ্ন সকল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

বামোরুর উপরি দক্ষিণ চরণ বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণোরুর উপরি বামচরণ সংস্থাপন করিবে। এইরূপে পাদদ্বয়কে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের উপরি দিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্তদ্বারা বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক হৃদয়েতে চিবুক স্থাপন করিয়া নাসাগ্র অবলোকন করিতে থাকিবে। এই আসন শারীরিক সমস্ত বিকার নাশ করে। এই আসনকে পদ্মাসন বলা যায় ॥ ১০ ॥

আধারং প্রথমং চক্রং স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়কং।
যোনিস্থানং দ্বয়োর্ম্মধ্যে কামরূপং নিগদ্যতে ॥ ১১ ॥
আধারাখ্যং গুদস্থানে পঙ্কজং তচ্চতুর্দ্দলং।
তন্মধ্যে প্রোচ্যতে যোনিঃ কামাখ্যা সিদ্ধিবল্লভা ॥ ১২ ॥
যোনিমধ্যে মহালিঙ্গং পশ্চিমাভিমুখস্থিতং।
মস্তকং মণিবদ্বিম্বং যোজানাতি স যোগবিৎ ॥ ১৩ ॥
তপ্তচামীকরাভাসং তড়িল্লেখেব বিস্ফুরৎ।
ত্রিকোণং তৎপুরং বহ্নেরধোমেঢ্রাদবস্থিতং ॥ ১৪ ॥
গুদস্থানে তথাধারচক্রং তচ্চ চতুর্দ্দলং।
স্বশব্দেন ভবেৎ প্রাণঃ স্বাধিষ্ঠানং তদাশ্রয়ং ॥ ১৫ ॥

প্রথমচক্রকে আধার এবং দ্বিতীয় চক্রকে স্বাধিষ্ঠান কহিয়া থাকে। উক্ত চক্রদ্বয়ের মধ্যে যোনিস্থান আছে, এই যোনিস্থান কামরূপী বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ এই স্থানে সাধকের সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গুহ্যস্থানে আধারাখ্য পদ্ম আছে, ঐ পদ্ম চতুর্দ্দল। এই আধার পদ্মের মধ্যে যে যোনি আছে, তাহাকে কামাখ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করে। এই যোনি সাধকদিগের অতিপ্রিয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভের কারণ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্ত যোনিমধ্যে মহালিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গ পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত, ইহার মস্তক মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল। যিনি এই যোনি ও লিঙ্গ জানিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতযোগবিৎ বলিয়া পরিগণিত হয়েন ॥ ১৩ ॥

মেঢ্রদেশের অধোদেশে ত্রিকোণ বহ্নিপুর অবস্থিত আছে। ঐ ত্রিকোণ বহ্নিপুর প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ॥ ১৪ ॥

গুহ্যস্থানে যে চতুর্দ্দল আধার চক্র আছে, তাহাকে স্বাধিষ্ঠান বলে। "স্বাধিষ্ঠান" এই নামের যোগার্থ দ্বারা এই চক্রকে প্রাণের আধার বলিয়া জানা যায়। স্ব অর্থাৎ প্রাণ, তাহাতে অবস্থিতি করে বলিয়াই ঐ চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান হইয়াছে। ১৫ ॥

স্বাধিষ্ঠানাহ্বয়ং তস্মাৎ মেঢ্রমেবাভিধীয়তে।
তন্তুনা মণিবদ্ভিন্নং যত্র কন্দঃ সুষুম্নয়া॥ ১৬॥
তন্নাভিমণ্ডলে চক্রং প্রোচ্যতে মণিপূরকং।
হৃৎপঙ্কজং দ্বাদশার্ণমনাহতমিতি স্মৃতং॥ ১৭॥
কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রং স্যাৎ ষোড়শাবর্ত্তপঙ্কজং।
আজ্ঞাচক্রং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে দ্বিদলং তত্র পঙ্কজং॥ ১৮॥
গুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ হৃদয়ে কণ্ঠদেশকে।
ভ্রূমধ্যেঽপি বিজানীয়াৎ ষট্‌চক্রন্তু ক্রমাদিতি॥ ১৯॥
তাবজ্জীবো ভ্রমেদ্দেহে যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
ঊর্দ্ধং মেঢ্রাদধোনাভেঃ কন্দযোনিঃ খগাণ্ডবৎ॥ ২০॥

স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপরিভাগ মেঢ্রশব্দে অভিহিত হয়। যেমন মণি সকল সুত্রদ্বারা গ্রথিত থাকে, সেইরূপ চক্র সমূহ সুষুম্না দ্বারা গ্রথিত আছে। পরন্তু এই স্বাধিষ্ঠান চক্রই উক্ত সুষুম্না সূত্রের মূল। এই নিমিত্তই এই স্বাধিষ্ঠানকে আধার বলে॥ ১৬॥

আধারের ঊর্দ্ধে নাভিমণ্ডলে যে চক্র আছে, তাহাকে মণিপূর বলে। এই মণিপূরের ঊর্দ্ধে হৃদয়মণ্ডলস্থ পদ্মের নাম "অনাহত চক্র"। এই পদ্ম দ্বাদশদল॥ ১৭॥

কণ্ঠেতে যে পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধ চক্র। এই পদ্ম ষোড়শপত্র-বিশিষ্ট; এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ্ম আছে, তাহাকে আজ্ঞাচক্র বলে। এই পদ্মের দুইটি মাত্র পত্র জানা যায়॥ ১৮॥

গুহ্যদেশে, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠদেশে ও ভ্রূমধ্যে এই ষট্‌স্থানে ক্রমতঃ স্বাধিষ্ঠানাদি ষট্‌চক্র বিদ্যমান আছে, ইহাই জানিতে হইবে॥ ১৯॥

যাবৎ জীব এই ষট্‌চক্রের তত্ত্ব জানিতে না পারে, তাবৎ দেহমধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। মেঢ্রদেশের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় কন্দযোনি আছে॥ ২০॥

তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ।
তেষু নাড়ীসহস্রেষু দ্বিসপ্ততিরুদাহৃতাঃ ॥ ২১ ॥
প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো ভূয়স্তত্র দশ স্মৃতাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা ॥ ২২ ॥
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী।
অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা ॥ ২৩ ॥
এতন্নাড়ীময়ং চক্রং জ্ঞাতব্যং যোগিভিঃ সদা।
সততং প্রাণবাহিন্যঃ সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ ॥ ২৪ ॥
ইড়া বামে স্থিতা ভাগে পিঙ্গলা দক্ষিণে স্থিতা।
সুষুম্না মধ্যদেশস্থা প্রাণমার্গাস্ত্রয়োমতাঃ ॥ ২৫ ॥

ঐ কন্দযোনি হইতে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী সমুৎপন্ন হইয়াছে, উক্ত দ্বিসপ্ততি সহস্রনাড়ীর মধ্যে দ্বিসপ্ততি নাড়ী প্রধান ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রধানভূত দ্বিসপ্ততিনাড়ীর মধ্যে দশনাড়ী প্রধান, এই দশনাড়ীই প্রাণবাহিনী। উক্ত দশনাড়ীর মধ্যে আবার তিনটি নাড়ী সর্ব্বপ্রধান। তাহাদিগের মধ্যে ইড়ানাড়ী প্রথম, দ্বিতীয় পিঙ্গলা এবং তৃতীয় সুষুম্না ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত দশনাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর নাম উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ অপর সপ্ত নাড়ীর নাম কথিত হতেছে. তাহারা এই—গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ, ও শঙ্খিনী ॥ ২৩ ॥

উক্ত দশনাড়ীময় চক্র সর্ব্বদা যোগিগণ চিন্তা করিয়া জানিয়া থাকেন, উক্ত প্রাণবাহিনী নাড়ী সকল বিদ্যমান আছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ইহারাই উক্ত নাড়ীসমূহের দেবতা ॥ ২৪ ॥

বামভাগে ইড়ানাড়ী অবস্থিত আছে, দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলানাড়ী এবং মধ্যভাগে সুষুম্নানাড়ীর অবস্থান জানিবে। এই তিন নাড়ীই প্রাণের মার্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানোব্যান এব চ।
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥ ২৬॥
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যং অপানো গুদমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যতঃ॥ ২৭॥
ব্যানো ব্যাপী শরীরেষু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ।
প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিখ্যাতাঃ নাগাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ॥ ২৮॥
এতন্নাড়ীষু সর্ব্বাসু চরন্তি জীবরূপিণঃ।
প্রাণাপানবশাজ্জীবোঽপ্যধশ্চোর্দ্ধঞ্চ ধাবতি॥ ২৯॥
বামদক্ষিণভাগেন চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে।
আক্ষিপ্তো ভুজদণ্ডেন যথা চলতি কন্দুকঃ॥ ৩০॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ নামে দশবায়ু, দেহমধ্যে অবস্থিত আছে॥ ২৬॥

প্রাণবায়ু সর্ব্বদা হৃদয়ে বাসকরে এবং অপানবায়ু গুহ্যদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থিতি করে॥ ২৭॥

ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। উক্ত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুই দশবায়ুর মধ্যে প্রধান। উক্ত প্রাণাদি পঞ্চ ও নাগাদি পঞ্চ বায়ুর গণনা হয়। এই সমুদায় বায়ুই শরীরস্থিত জানিবে। ২৮॥

জীবরূপী প্রাণাদি বায়ুসকল পূর্ব্বোক্ত নাড়ী সমূহে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ জীব প্রাণ ও অপান বায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে গমন করে। যখন প্রাণবায়ু জীবকে আকর্ষণ করে, তখন সেই জীব ঊর্দ্ধ-দিকে এবং যখন অপানবায়ু জীবকে আকর্ষণ করে, তখন সেই জীব অধো দিকে গমন করিয়া থাকে॥ ২৯॥

যেমন কন্দুক (বর্ত্তুলাকৃতি খেলনক) ভুজদণ্ডদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বামে ও দক্ষিণে পরিচালিত হয়, কিন্তু উহার চাঞ্চল্য বশতঃ দৃষ্ট হয় না॥ ৩০॥

প্রাণাপানসমাক্ষিপ্তস্তথা জীবোঽবতিষ্ঠতি।
রজ্জুবন্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকর্ষতে পুনঃ।
গুণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃষ্যতে॥ ৩১॥
অপানঃ কর্ষতে প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
ঊর্দ্ধাধঃসংস্থিতাবেতৌ যোজানাতি স যোগবিৎ॥ ৩২॥
হংকারেণ বহির্যাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবোজপতি সর্ব্বদা॥ ৩৩॥

সেইরূপ জীব প্রাণ ও অপান বায়ুকর্ত্তৃক সমাক্ষিপ্ত হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থান করে; অর্থাৎ যেমন কন্দুককে একবার দক্ষিণ হস্তদ্বারা সমাক্ষিপ্ত করিলে তাহা বামদিকে পরিচালিত হয়, এবং পুনর্ব্বার বামহস্ত দ্বারা সমাক্ষিপ্ত করিলে দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, এইরূপে উহা পুনঃ পুনঃ বামদক্ষিণ দিকে যাতায়াত করিতে থাকে, কিন্তু কোনরূপেও বহির্গত হইতে পারে না, সেইরূপ জীবও একবার প্রাণবায়ুকর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করে কিন্তু পরক্ষণেই আবার অপান বায়ুর আকর্ষণে অধোদিকে যাইতে থাকে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রাণ ও অপান বায়ুর আকর্ষণেই জীব দেহ মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর যেমন একটি শ্যেনপক্ষীকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলেও সেই শ্যেনপক্ষী রজ্জুর আকর্ষণে পুনর্ব্বার আগমন করে, সেইরূপ জীব প্রাণ ও অপান বায়ুকর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট হইয়া দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে॥ ৩১॥

প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধদিকে থাকিয়া অপান বায়ুকে আকর্ষণ করে এবং অপান বায়ু অধোদিকে থাকিয়া প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই দুই বায়ু ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থিত আছে। যে ব্যক্তি উক্ত প্রাণ ও অপান তত্ত্ব (হংস মন্ত্রের মর্ম্ম) জানিতে পারে, তাঁহাকেই যোগবিৎ বলা যায়॥ ৩২॥

জীব "হং" এই শব্দ করিয়া বহির্দ্দিকে গমন করে এবং "সঃ" এই শব্দে পুনর্ব্বার অন্তঃপ্রবেশ করিয়া থাকে। জীব সর্ব্বদাই "হংসঃ" এই মন্ত্র জপ করিতেছে॥ ৩৩॥

ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
এতৎসংখ্যান্বিতং সর্ব্বং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥ ৩৪ ॥
অজপানাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ।
অনয়া সদৃশং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥
কুণ্ডলিন্যাঃ সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী।
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ ॥ ৩৭ ॥
কন্দোর্দ্ধকুণ্ডলীশক্তিরষ্টধা কুণ্ডলীকৃতা।
ব্রহ্মদ্বারমুখং নিত্যং মুখেনাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি ॥ ৩৮ ॥

জীব দিবারাত্রির মধ্যে হংসঃ এইমন্ত্র একবিংশতি সহস্র ষট্শত বার জপ করিয়া থাকে। এইরূপ নিয়মেই জীব, উক্ত মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করে। ৩৪।

উক্ত "হংস" এই মন্ত্রের নাম অজপা গায়ত্রী। এই অজপানাম গায়ত্রী যোগিগণকে মোক্ষ প্রদান করে। এই অজপাগায়ত্রীকে স্মরণ করিলে সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৩৫।

এই অজপাগায়ত্রীর সদৃশ বিদ্যা, এ অজপার তুল্য জপ এবং ইহার সমান পুণ্য কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না ॥ ৩৬ ॥

এই প্রাণধারিণী অজপা নাম গায়ত্রী কুণ্ডলিনী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহারই নাম প্রাণ বিদ্যা। যিনি এই মহাবিদ্যাকে জানেন, তিনিই যথার্থ যোগবেত্তা বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ৩৭ ॥

কন্দযোনির উর্দ্ধভাগে এই কুণ্ডলিনী অষ্টধা কুণ্ডলাকারে বিদ্যমান আছেন। ইনি সর্ব্বদা স্বীয় মুখদ্বারা ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়ং।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী ॥ ৩৯ ॥
প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ।
সূচীব গুণমাদায় ব্রজত্যূর্দ্ধং সুষুম্নয়া।
জ্বলন্তী ভুজগাকারা পদ্মতন্তুনিভা শুভা ॥ ৪০ ॥
উদ্ঘাটয়েৎ কপাটন্তু যথা কুঞ্চিকয়া দৃঢ়ং।
কুণ্ডলিন্যা তথা যোগী মোক্ষদ্বারং প্রভেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥
কৃত্বা সংপুটিতৌ করৌ দৃঢ়তরং বদ্ধা তু পদ্মাসনং
গাঢ়ং বক্ষসি সংবিধায় চিবুকং ধ্যানঞ্চ তচ্চেতসি।
বারম্বারমপানমূর্দ্ধমনিলং প্রোচ্চারয়ন্ পূরয়ন্
প্রাণং মুঞ্চতি মোক্ষমেতি শনকৈঃ শক্তিপ্রভাবোদয়াৎ ॥৪২॥

যে মার্গদ্বারা নিরাময় ব্রহ্মধামে গমন করা যায়, প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনী স্বীয় মুখদ্বারা সেই ব্রহ্মধামে গমনের মার্গকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তি বহ্নিযোগে জাগরিত হইয়া, সূচী যেমন সূত্রগ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ বায়ু ও মনকে গ্রহণ করিয়া সুষুম্না মার্গে উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি ভুজগাকারে, জাজ্বল্যমান এবং পদ্মনাল মধ্যগত সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। ইনি সাধককে সর্ব্বপ্রকার শুভপ্রদান করেন ॥ ৪০ ॥

যেমন কুঞ্চিকা (চাবি)-দ্বারা দৃঢ় কপাট উদ্ঘাটন করে, সেইরূপ সাধকগণ কুণ্ডলিনী শক্তিদ্বারা মোক্ষধামের দ্বারের কপাট ভেদ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

সাধক করদ্বয় সংপুটিত করিয়া দৃঢ়তররূপে পদ্মাসন বদ্ধ করিবে, অনন্তর বক্ষঃস্থলে চিবুক বিন্যাসপূর্ব্বক চিত্তেতে ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করিবে এবং পুনঃ পুনঃ অপান বায়ুকে উর্দ্ধে আনয়ন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর পৃথক্ পৃথক্

অঙ্গানাং মর্দ্দনং কৃত্বা শ্রমসংজাতবারিণা।
কট্বম্ললবণত্যাগী ক্ষীরভোজনমাচরেৎ ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মচারী মিতাহারী ত্যাগী যোগপরায়ণঃ।
অব্দাদূর্দ্ধং ভবেৎ সিদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪ ॥
কন্দোর্দ্ধে কুণ্ডলী শক্তিরষ্টধা কুণ্ডলীকৃতা।
ন লাভায় চ মূঢ়ানাং যোগিনাং ক্ষেমদা সদা ॥ ৪৫ ॥
মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জলন্ধরং।
মূলবন্ধঞ্চ যো বেত্তি স যোগী মুক্তিভাজনঃ ॥ ৪৬ ॥
অপানপ্রাণয়োরৈক্যাৎ ক্ষয়ান্মূত্রপুরীষয়োঃ।
যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ ॥ ৪৭ ॥

কুম্ভকাদিরূপ প্রাণসংযমন করিতে হইবে, পরে ক্রমে ক্রমে বায়ু রেচন করিবে; এইরূপ করিলেই শক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়; তাহাহইলে সাধকদিগের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

শ্রমসংজাত ঘর্ম্মবারি দেহ হইতে বহির্গত হইলে প্রতিদিন তাহা অঙ্গে মর্দ্দন করিবে এবং কটু, অম্ল ও লবণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীরপান করিবে। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরিমিত আহার করিবে এবং অন্যকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগপরায়ণ হইবে। এইরূপে একবর্ষ যোগসাধন করিলে সেইব্যক্তি বৎসরের পর সিদ্ধহইতে পারে, ইহার সন্দেহ নাই ॥ ৪৩-৪৪ ॥

কন্দযোনির ঊর্দ্ধভাগে অষ্টটী বেষ্টনে কুণ্ডলাকৃতি হইয়া কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। এই কুণ্ডলিনীশক্তি মূঢ়ব্যক্তিদিগের লাভের হেতু হন না, পরন্তু যোগিগণের ক্ষেম প্রদান করেন ॥ ৪৫ ॥

মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ানবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ ও মূলবন্ধ, যে ব্যক্তি এই সকল জানেন, তিনিই পরম যোগী এবং ভুক্তিমুক্তিভাজন হইতে পারেন ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বদা মূলবন্ধ সাধন করিলে অপান ও প্রাণবায়ুর ঐক্য হইয়া মূত্র ও পুরীষের পরিক্ষয় হয়, তাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবা হইতে পারে ॥ ৪৭ ॥

পাণিগ্রাহেণ সংপীড্য যোনিনাকুঞ্চয়েদ্গুদং।
ঊর্দ্ধমাকৃষ্য চাপানং মূলবন্ধো নিগদ্যতে ॥ ৪৮ ॥
জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠসঙ্কোচলক্ষণে।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ॥ ৪৯ ॥
উড্ডীনং কুরুতে যস্মাদবিশ্রান্তো মহাখগঃ।
উড্ডীয়ানো মহাবন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৫০ ॥
বধ্নাতি চ শিরাজালং ন চ জানাতি ভোজনং।
তত্র জালন্ধরোবন্ধঃ কষ্টদুঃখৌঘনাশনং ॥ ৫১ ॥
উদরাৎ পশ্চিমে ভাগেহপ্যধোনাভের্নিগদ্যতে।
ন রোগো মরণং তস্য ন নিদ্রা ন ক্ষুধা তৃষা ॥ ৫২ ॥

হস্তদ্বারা চরণগ্রহণপূর্ব্বক যোনিস্থান সংপীড়িত করিয়া গুহ্যদ্বার আকুঞ্চিত করিবে, অনন্তর অপানবায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে হইবে। এই বন্ধকে মূলবন্ধ বলিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

কণ্ঠসঙ্কোচরূপ জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস করিলে সহস্রার-গলিত অমৃত জঠরাগ্নিতে পতিত হইতে পারে না এবং তাহার বায়ুও কুপিত হয় না। ৪৯।

যে বন্ধপ্রভাবে আকাশবিহারী সিদ্ধগণ সর্ব্বদা শূন্যে বিহারকরিতেছেন; তাহাকেই উড্ডীয়ান [illegible] [illegible]লিয়া থাকে, এই বন্ধ মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের কেশরী স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি উড্ডী[illegible]ন বন্ধ অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশমার্গে গমন করিতে পারেন ॥ ৫০ ॥

দেহগত শিরাসমূহের গতিরোধ করিয়া ভোজন পরিত্যাগ করিবে, ইহার নাম জালন্ধর বন্ধ, এই বন্ধ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও দুঃখরাশি বিনাশ [illegible]

উদরের পশ্চিমভাগে নাভির অধোদেশে জালন্ধর বন্ধ করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ যোগসাধন করে, তাহার কোন রোগ হইতে পারে না, মরণ হয় না এবং ক্ষুধা, নিদ্রা কিম্বা তৃষ্ণায় তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। ৫২।

ন চ মূর্চ্ছা ভবেত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীং।
কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা॥ ৫৩॥
ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টি মুদ্রা ভবতি খেচরী।
পীড্যতে ন চ রোগেণ ন চ পীড্যেত পাতকৈঃ॥ ৫৪॥
বধ্যতে ন চ কেনাপি মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীং।
চিত্তং চরতি খে যস্মাৎ জিহ্বা চরতি খে গতা।
তেনৈব খেচরী মুদ্রা সর্ব্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতা॥ ৫৫॥
খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ।
ন তস্য ক্ষরতে বিন্দুঃ কামিন্যালিঙ্গিতস্য চ॥ ৫৬॥
যাবদ্বিন্দুঃ স্থিতোদেহে তাবচ্চিত্তং নিরাময়ং।

যে ব্যক্তি খেচরী মুদ্রা জানে, কখনও তাহার মূর্চ্ছা হইতে পারে না। জিহ্বাকে বিপরীতগামিনী করিয়া কপালগর্ত্তে প্রবেশিত করিবে এবং ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে দৃষ্টিস্থাপন করিবে, তাহাহইলেই খেচরী মুদ্রা হয়। এই খেচরী মুদ্রা সাধন করিলে সেই সাধক কখনও রোগে পরিপীড়িত হয় না, কিম্বা তাহার শরীরে কোনরূপ পাপস্পর্শ হইতে পারে না॥ ৫৩-৫৪।

যে সাধক খেচরীমুদ্রা অভ্যাস করিয়া সর্ব্বদা তাহার অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি কাহারও বধ্য হয় না। যেহেতু এই মুদ্রাপ্রভাবে চিত্ত সর্ব্বদা আকাশে বিচরণ করে এবং জিহ্বাও শূন্যমার্গগতা হইয়া বিচরণ করিতে থাকে, সেইজন্য এই মুদ্রাকে খেচরী মুদ্রা কহে। যোগসিদ্ধ যোগিগণ এই মুদ্রাকে সর্ব্বদা নমস্কার করিয়া থাকেন। ৫৫॥

যিনি খেচরীমুদ্রাদ্বারা লম্বিকার (আলজিহ্বার) ঊর্দ্ধগত ছিদ্রকে মুদ্রিত করিতে পারেন, কামিনীগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেও তাঁহার বিন্দু ক্ষয় হয় না। ৫৬।

যাবৎ দেহেতে বিন্দু (রেতঃ) অবস্থিত থাকে, তাবৎ সেই ব্যক্তির চিত্ত নিরাময় থাকে, অর্থাৎ তাহার চিত্তে কোনরূপ বিকারাদি জন্মিতে পারে

যাবদূর্দ্ধ নভো মুদ্রা তাবদ্বিন্দুর্নগচ্ছতি ॥ ৫৭ ॥
চলিতোঽপি যথা বিন্দুর্ন প্রাপ্তশ্চ হুতাশনং।
ব্রজত্যূর্দ্ধং হি তচ্ছক্ত্যা নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া ॥ ৫৮ ॥
সংপ্রোক্তো দ্বিবিধো বিন্দুঃ পাণ্ডরো লোহিত স্তথা।
পাণ্ডরং শুক্রমিত্যাহুর্লোহিতাখ্যং মহারজঃ ॥ ৫৯ ॥
সিন্দূরসন্নিভং বীজং রবিস্থানে মহারজঃ।
শশিস্থানে মহাশুক্রং তয়োরৈক্যং সুদুর্লভং ॥ ৬০ ॥
বিন্দুঃ শিবোরজঃ শক্তির্ব্বিন্দুরিন্দূ রজোরবিঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদং ॥ ৬১ ॥

নভার যাবৎ এই খেচরীমুদ্রা করা যায়, তাবৎ বিন্দুর গমনও হইতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

খেচরীমুদ্রা প্রভাবে চলিত বিন্দুও হুতাশনকে পাইতে পারে না, ববং ঐ বিন্দু সেই হুতাশনের শক্তিবশতঃ যোনিমুদ্রায় নিরুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

বিন্দু দুইপ্রকার কথিত আছে, যথা—পাণ্ডর (শুক্ল) বর্ণ ও লোহিত (রক্ত) বর্ণ। ইহাদিগের মধ্যে পাণ্ডর বর্ণ বিন্দুকে শুক্র এবং লোহিত বর্ণ বিন্দুকে মহারজঃ বলিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

এই মহারজঃ সিন্দুরের ন্যায় এবং এই বীজ রবিস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর মহাশুক্র সর্ব্বদা শশিস্থানে অবস্থিত আছে, কিন্তু মহারজঃ ও মহাশুক্র ইহাদিগের ঐক্য পরম দুর্লভ ॥ ৬০ ॥

বিন্দু শিব ও রজঃ শক্তি অথবা বিন্দু চন্দ্র এবং রজঃ সূর্য্য ; এই উভয়ের সঙ্গম হইলেই সাধক পরমপদ পাইতে পারে। অর্থাৎ এই শিবশক্তির সমাযোগে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

বায়ুনা শক্তিজালেন প্রেরিতঞ্চ যদা রজঃ।
তাবদ্বিন্দুসহৈকত্বং তাবদ্দিব্যবপুস্তথা ॥ ৬২ ॥
শুক্রং চন্দ্রেণ সংযুক্তং রজঃ সূর্য্যেণ সংযুতং।
দ্বয়োঃ সমরসৈকত্বং যো জানাতি স যোগবিৎ ॥ ৬৩ ॥
শোধনং নাড়ীজালস্য চালনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
রসনাশোধনং কুর্য্যাৎ মহামুদ্রাভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥
বক্ষোন্যস্তহনুঃ প্রপীড্য চিবুকং যোনিঞ্চ বামাংঘ্রিণা
হস্তাভ্যামনুধারয়েৎ প্রসরিতং পাদং তথা দক্ষিণং।
আপূর্য্যং শ্বসনেন কুক্ষিযুগলং বদ্ধাসনে রেচয়ে-
দেষা ব্যাধিবিনাশিনীতি মহতী মুদ্রা নৃণাং চোচ্যতে ॥ ৬৫

বায়ু ও শক্তি চালনদ্বারা যখন রজঃ প্রেরিত হইয়া থাকে, তখন সেইরূপ বিন্দুর সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয় এবং সেই সময়েই সাধকের দিব্য শরীর হয় ॥ ৬২ ॥

শুক্র চন্দ্রের সহিত এবং রজঃ সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত হয়। যিনি শুক্র ও রজঃ এই উভয়ের সমরসত্ব ও একীভাব জানিতে পারেন, তিনিই যোগবিৎ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ৬৩ ॥

নাড়ীসমূহের শোধন, চন্দ্র ও সূর্য্যের পরিচালন এবং রসনার শোধন করিবে। এইরূপ করিলেই মহামুদ্রা হইয়া থাকে। অর্থাৎ নাড়ীশোধন, আছেন সূর্য্যের পরিচালন ও রসনা শোধন করিয়া মহামুদ্রা করিতে হয় ॥৬৪॥

বক্ষঃস্থলে চিবুক বিন্যস্ত করিয়া সেই চিবুক পরিপীড়িত করিবে এবং বাম পাদদ্বারা যোনিস্থান পরিপীড়িত করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা প্রসারিত দক্ষিণ পদটী ধারণ করিতে হইবে; অনন্তর বায়ুদ্বারা উদর পরিপূর্ণ করিয়া বদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ বায়ু রেচন করিবে। ইহাকেই মহামুদ্রা বলে। এই মহামুদ্রা সাধক মানবগণের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ করে ॥ ৬৫ ॥

চন্দ্রাংশেন সমভ্যস্য সূর্য্যাংশেনাভ্যসেৎ পুনঃ।
যাবত্তয়োর্ভবেৎ সখ্যং ততো মুদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
অপক্কমথবা পক্কং রসং সর্ব্বোপি লীয়তে।
অপি ভুক্তং বিষং ঘোরং পীযূষমিব জীর্য্যতি ॥ ৬৭ ॥
ক্ষয়কুষ্ঠগুদাবর্ত্ত-গুল্মাজীর্ণজ্বরব্যথাঃ।
তস্য রোগাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুদ্রান্তু যোঽভ্যসেৎ ॥ ৬৮ ॥
কথিতেয়ং মহামুদ্রা মহাসিদ্ধিকরী নৃণাং।
গোপনীয়া প্রযত্নেন ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ ॥ ৬৯ ॥
পদ্মাসনং সমারুহ্য সমকায়শিরোধরঃ।
নাসাগ্রদৃষ্টিরেকাকী জপেদোঙ্কারমব্যয়ং ॥ ৭০

মহামুদ্রা বন্ধনকালে প্রথমতঃ বাম নাসায় বায়ু গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় রেচন করিবে এবং পরে দক্ষিণ নাসায় বায়ু গ্রহণ করিয়া বামনাসায় রেচন করিবে। যখন উক্ত উভয়বিধ পূরণ ও রেচনের তুল্যতা হয়, তখন এই মুদ্রা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬৬ ॥

যে ব্যক্তি এই মহামুদ্রা সাধন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি অপক্ক অথবা পক্ক, যেরূপ রসপান করুন না কেন, সমুদায়ই বিলীন হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি যদি বিষ ভোজন করেন, তাহাহইলে সেই বিষ অমৃতের ন্যায় জীর্ণ হয় ॥৬৭॥

যে ব্যক্তি মহামুদ্রার অভ্যাস করে, তাহার ক্ষয়, কুষ্ঠ, ভগন্দর, গুল্ম, অজীর্ণ, জ্বর ও ব্যথা এই সকল রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

এই মহামুদ্রা কথিত হইল। এই মুদ্রা সাধক মানবগণের সিদ্ধিবিধান করে। ইহা সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে, সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই মহামুদ্রা প্রকাশ করিবে না ॥ ৬৯ ॥

পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া শিরঃ, গ্রীবা প্রভৃতি সকল শরীর সমভাবে স্থির করিয়া রাখিবে, পরে নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক একাকী অব্যয় ওঙ্কার মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে ॥ ৭০ ॥

ভূর্ভুবঃ স্বরোঙ্কারশ্চ সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ।
তস্য মধ্যে তু তিষ্ঠন্তি তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥ ৭১ ॥
ত্রয়ঃ কালাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়োবর্ণা স্ত্রয়ঃ স্বরাঃ।
ত্রয়ো দেবাঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥৭২॥
অকারশ্চ উকারশ্চ মকারো বিন্দুসংযুতঃ।
ত্রিধা মাত্রা স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥ ৭৩ ॥
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তির্গৌরী ব্রাহ্মীতি বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥৭৪॥
বচসা তু জপেন্নিত্যং বপুষা তৎ সমভ্যসেৎ।
মনসা তৎ স্মরেন্নিত্যং তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥ ৭৫ ॥

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও ওঙ্কার ইহাদিগের মধ্যে প্রণবই প্রধান, সেই প্রণবে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই দেবতাত্রয় বিদ্যমান আছেন। অতএব ওঙ্কারই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম ॥ ৭১ ॥

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়; ঋক, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ; অকার, উকার ও মকার এই ত্রিবিধ বর্ণ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই স্বরত্রয় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিন দেবতা, ইহাঁরা সকলেই ওঙ্কারে অবস্থিত আছেন। অতএব ওঙ্কারই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম ॥ ৭২ ॥

প্রণব অকার, উকার, মকার ও বিন্দুসংযুক্ত এবং সেই প্রণবে মাত্রাত্রয় অবস্থিত আছে, ঐ প্রণবই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম। ৭৩ ॥

ইচ্ছার গৌরী, জ্ঞানের ব্রাহ্মী ও ক্রিয়ার বৈষ্ণবী এই ত্রিবিধ শক্তি প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ সত্ত্বভাবে বৈষ্ণবী, রজোভাবে ব্রাহ্মী ও তমোভাবে গৌরী হইয়া এই ত্রিবিধ শক্তি যে প্রণবে বিদ্যমান আছেন, সেই ওঙ্কারই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম ॥ ৭৪ ॥

বাক্যদ্বারা ওঙ্কারমন্ত্র জপ করিবে, শরীরদ্বারা সেই ওঙ্কার অভ্যাস করিবে এবং মনে মনে ওঙ্কার স্মরণ করিবে। এই ওঙ্কারই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম ॥ ৭৫ ॥

শুচির্ব্বাপ্যশুচির্ব্বাপি যোজপেৎ প্রণবং সদা।
ন চ সংলিপ্যতে পাপৈঃ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৭৬॥
চলে বাতে চলেদ্ বিন্দুর্নিশ্চলে নিশ্চলস্তথা।
যোগী স্থাণুত্ব মাপ্নোতি ততোবায়ুং নিরুদ্ধয়েৎ॥ ৭৭॥
যাবদ্ বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবচ্চিত্তং নিরাময়ং।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তস্ততো বায়ুং নিরুদ্ধয়েৎ॥ ৭৮॥
যাবদূর্দ্ধো মরুদ্দেহে তাবচ্চিত্তং নিরাময়ং।
যাবদীক্ষেৎ ভ্রুবোর্মধ্যং তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ॥ ৭৯॥
অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
যোগিনো মুনয়শ্চৈব ততঃ প্রাণং নিরুদ্ধয়েৎ॥ ৮০॥

শুচি (গঙ্গাস্নানাদিদ্বারা শুদ্ধ দেহ) অথবা অশুচি, যে কোন ব্যক্তি এই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মস্বরূপ ওঙ্কার মন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি জলকর্তৃক পদ্মপত্রের ন্যায় পাপকর্তৃকলিপ্ত হয় না। ৭৬।

বায়ু চলিত হইলে বিন্দু চলিত হয় এবং বায়ু নিশ্চল থাকিলে বিন্দুও নিশ্চল থাকে। অতএব যোগী ব্যক্তি বায়ু রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে সেই যোগীও স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে॥ ৭৭॥

যাবৎ দেহমধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ থাকে, তাবৎ চিত্তে কোন বিকার হইতে পারে না, এমন কি যে বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে; তাহার মৃত্যুও নিবারিত হইয়া যায়, অতএব যোগী ব্যক্তি বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে॥৭৮॥

যাবৎ দেহমধ্যে বায়ু ঊর্দ্ধগত থাকে, তাবৎ চিত্তে কোনরূপ রোগাদি বিকার জন্মিতে পারে না, আর যাবৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিশ্চল দৃষ্টি থাকে, তাবৎ কোনরূপেও তাহার মৃত্যু হয় না। ৭৯॥

যেব্যক্তি সর্ব্বদা প্রাণসংযম করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অল্পকাল মধ্যেই প্রাজ্ঞ হইতে পারে। অতএব যোগিগণ ও মুনিগণ ইহাঁরা প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে॥ ৮০।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলো হংসঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ।
বামদক্ষিণমার্গেণ চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥
শুদ্ধিমেতি যদা সর্ব্বং নাড়ীচক্রসমাকুলং।
তদৈব জায়তে যোগী সিদ্ধঃ প্রাণনিয়ন্ত্রণাৎ ॥ ৮২ ॥
প্রাণং সূর্য্যেণ কৃষ্যেত পূরয়েদ্বিবরং শনৈঃ।
কুম্ভয়িত্বা বিধানেন পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ ॥ ৮৩ ॥
প্রজ্বলজ্জ্বলনজ্বালাপুঞ্জমাদিত্যমণ্ডলং।
ধ্যাত্বা নাভিস্থিতং যোগী প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥
বদ্ধপদ্মাসনো যোগী প্রাণং চন্দ্রেণ পূরয়েৎ।
ধ্যায়য়িত্বা যথা শক্ত্যা ততঃ সূর্য্যেণ রেচয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

হংসঃ অর্থাৎ প্রাণবায়ু বাম ও দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা গমন করিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত নাসিকার বহির্ভাগে গমন করিয়া থাকে। ঐ বায়ুর চাঞ্চল্য হেতু উহা দৃষ্ট হয় না ॥ ৮১ ॥

যখন সাধকের সকল নাড়ীচক্র শুদ্ধি লাভ করে, তখনই সেই সাধক প্রাণ সংযমন হেতু সিদ্ধযোগী হইতে পারে ॥ ৮২ ॥

দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু সমাকর্ষণ করিয়া শরীর মধ্যগত ছিদ্র সকল পরিপূর্ণ করিবে। অনন্তর কুম্ভক করিয়া অর্থাৎ বায়ুকে স্তব্ধীভূত রাখিয়া বিধানক্রমে চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বাম নাসায় রেচন করিতে হইবে ॥৮৩॥

প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী সমধিক জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখা সমূহের ন্যায় সমুজ্জ্বল নাভিস্থিত আদিত্যমণ্ডল ধ্যান করিলে সুখী হইতে পারে। তাহার কদাচ সংসারযন্ত্রণা ভোগ হইতে পারে না ॥ ৮৪ ॥

যোগী ব্যক্তি বদ্ধ পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বাম নাসায় বায়ুপূরণ করিয়া যথাশক্তি বায়ুধারণপূর্ব্বক সূর্য্য অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা সেই বায়ুর রেচন করিবে ॥ ৮৫ ॥

অমৃতোদধিসঙ্কাশং গোক্ষীরধবলপ্রভং।
ধ্যাত্বা চান্দ্রমসং বিম্বং প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥
প্রাণঞ্চেদিড়য়া পিবেন্নিয়মিতং ভূয়োঽন্যথা রেচয়েৎ
পীত্বা পিঙ্গলয়া সমীরণময়ং বদ্ধা ত্যজেদ্বাময়া।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোরনেন বিধিনা বিম্বদ্বয়ং ধ্যায়তাং
শুদ্ধা নাড়িগণা ভবন্তি যমিনাং মাসত্রয়াদূর্দ্ধতঃ ॥ ৮৭ ॥
যথেষ্টধারণং বায়োরনলস্য প্রদীপনং।
বাগাধিব্যক্তিরারোগ্যং জায়তে নাড়িশোধনাৎ ॥ ৮৮ ॥
প্রাণো দেহস্থিতোবায়ুর্ব্যায়ামসংনিরোধিনী।
একশ্বাসময়ী নাভৌ ঘনবদ্ গগনে গতিঃ ॥ ৮৯ ॥

প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী ব্যক্তি অমৃতসাগরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন গোক্ষীর-সদৃশ ধবলপ্রভ চন্দ্রবিম্ব ধ্যান করিলে সুখী হইতে পারে। তাহার আর কোন প্রকার সংসারক্লেশের ভোগ হয় না ॥ ৮৬ ।

বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় রেচন করিবে, অনন্তর দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া বামনাসিকাদ্বারা রেচন করিবে। এইরূপে প্রাণ সংযম করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকার সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্র-মণ্ডল ধ্যান করিবে। এইরূপ তিন মাস পর্য্যন্ত প্রাণায়াম দ্বারা সমাধি অভ্যাস করিলে সংযমীদিগের দেহগত নাড়ী সকল শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৮৭।

যথেচ্ছ বায়ু ধারণ করিয়া নাড়ী শোধন করিতে পারিলে তাহার জঠ-রাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, বাক্যের পটুতা জন্মে এবং শারীরিক আরোগ্য সাধিত হইয়া থাকে। ৮৮ ॥

দেহস্থিত প্রাণবায়ুর সংযম করিতে পারিলে পরিশ্রমজনিত ক্লেশবোধ হয় না। কেবল নাভিদেশে আকাশস্থিত মেঘের ন্যায় সেই বায়ুর একশ্বাস-ময়ী গতি হইয়া থাকে। ৮৯

রেচকঃ পূরকশ্চৈব কুম্ভকঃ প্রণবাত্মকঃ।
প্রাণায়ামো ভবত্যেব মাত্রাদ্বাদশসংযুতঃ ॥ ৯০ ॥
প্রাণায়ামো দিবারাত্রৌ দোষজালং পরিত্যজেৎ।
মাত্রাদ্বাদশসংযুক্তৌ নিশাকরদিবাকরৌ ॥ ৯১ ॥
অধমা দ্বাদশা মাত্রা মধ্যমা দ্বিগুণা মতা।
উত্তমা ত্রিগুণা মাত্রা প্রাণায়ামস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৯২ ॥
অধমে জায়তে ঘর্ম্মঃ কম্পোভবতি মধ্যমে।
উত্তমে স্থাণুমাপ্নোতি ততোবায়ুং নিরুদ্ধয়েৎ ॥ ৯৩ ॥
বদ্ধপদ্মাসনো যোগী নমস্কৃত্য গুরুং শিবং।
নাসাগ্রদৃষ্টিরেকাকী প্রাণয়ামং সমভ্যসেৎ ॥ ৯৪ ॥

প্রণবমন্ত্রে দ্বাদশবার রেচক-পূরক ও কুম্ভক করিলেই দ্বাদশমাত্রিক প্রণায়াম হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

দিবা ও রাত্রিতে প্রাণায়াম করিলে সেই ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার দোষ পরিত্যক্ত হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য ইহারাও দ্বাদশমাত্রাসংযুক্ত অর্থাৎ দ্বাদশবার প্রণবমন্ত্র জপদ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য (বাম ও দক্ষিণ নাসায়) প্রাণায়াম করিতে হয় ॥ ৯১ ॥

দ্বাদশমাত্র প্রাণায়াম অধম, চতুর্ব্বিংশতিমাত্র প্রাণায়াম মধ্যম এবং ষট্‌ত্রিংশন্মাত্র প্রাণায়াম উত্তম। এইরূপে যোগবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

অধম অর্থাৎ দ্বাদশমাত্রিক প্রাণায়াম করিলে সাধকের শরীরে ঘর্ম্ম উদ্ভব হয়, মধ্যম প্রাণায়ামে সাধক কম্পিত হইয়া থাকে এবং উত্তম প্রাণায়ামে সাধক স্থাণুবৎ নিশ্চল হইতে পারে। অতএব যোগিগণ সর্ব্বদা প্রাণরোধ করিবে ॥ ৯৩ ॥

যোগী ব্যক্তি বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পুরঃসর একাকী নির্জ্জনে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে ॥ ৯৪ ॥

ঊর্দ্ধমাকৃষ্য চাপানং বায়ুং প্রাণং বিবর্জ্জয়েৎ।
ঊর্দ্ধমুন্নীয়তে শক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৫॥
দ্বারাণাং নবকং নিরুধ্য মরুতং পীত্বা দৃঢ়ং ধারিতং
নীত্বাকাশমপানবহ্নিসহিতং শক্ত্যা সমুচ্চালিতং।
আত্মধ্যানরতস্ত্বনেন বিধিনা বিন্যস্য মূর্দ্ধ্নি ধ্রুবং
যাবত্তিষ্ঠতি তাবদেব নিয়তং শ্রেয়ঃ ফলং বিন্দতি॥ ৯৬॥
প্রাণায়ামো ভবত্যেবং পাতকেন ন পাতকঃ।
ভবোদধিমহাসেতুঃ প্রোচ্যতে যোগিভিঃ সদা॥ ৯৭॥
আসনেন রুজো হন্তি প্রাণায়ামেন পাতকং।
বিকারং মানসং যোগী প্রত্যাহারেণ সর্ব্বদা॥ ৯৮॥

অপানবায়ুকে উর্দ্ধে সমাকর্ষণ করিয়া প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিবে, পরে শক্তির সহিত ঐ বায়ুকে উর্দ্ধে আনীত করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৯৫।

নবদ্বার (১) বদ্ধ করিয়া প্রাণবায়ু গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ়রূপে ঐ প্রাণবায়ু ধারণ করিবে। অনন্তর বহ্নির সহিত অপানবায়ুকে আকাশে আনীত করিয়া শক্তি-দ্বারা পরিচালিত করিতে হইবে। এইরূপে আত্মধ্যানে তৎপর হইয়া জীবকে মস্তকে বিন্যস্ত করিবে। যাবৎ এইরূপ ধ্যান করিয়া অবস্থিতি করে, তাবৎ সেই ব্যক্তি পরমমঙ্গল ফললাভ করে॥ ৯৬।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণায়াম করিলে সেই ব্যক্তির পাপকার্য্যাচরণেও পাতক হইতে পারে না। এই প্রাণায়াম ভবসাগরের সেতুস্বরূপ বলিয়া যোগিগণ বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণায়াম সিদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের আর সংসারে জন্ম হয় না। ৯৭।

আসন অভ্যাস করিলে তাঁহার শরীরে কোন রোগ থাকিতে পারে না। প্রাণায়াম সিদ্ধি করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাতক নষ্ট হইয়া যায়।

---

(১) নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, গুহ্যদ্বার ও মূত্রদ্বার।

ধারণাভির্ম্মনোধৈর্য্যং ধ্যানাদৈশ্বর্য্যমদ্ভুতং।
সমাধৌ মোক্ষমাপ্নোতি ত্যক্ত্বা কর্ম্ম শুভাশুভং ॥ ৯৯ ॥
প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রত্যাহারদ্বিষট্‌কেন জায়তে ধারণা শুভা ॥ ১০০ ॥
ধারণাদ্বাদশৈঃ প্রোক্তং ধ্যানং তত্ত্ববিশারদৈঃ।
ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১০১ ॥
তৎসমাধিঃ পরং জ্যোতিরন্তরং বিশ্বতোমুখং।
তস্মিন্ দৃষ্টে মহাযোগে গতায়াতো নিবর্ত্ততে ॥ ১০২ ॥
সংবদ্ধাসনমেঢ্রমঙ্ঘ্রিযুগলং কর্ণাক্ষিনাসাপুটং
দ্বারাণ্যঙ্গুলিভির্নিয়ম্য পবনং বক্ত্রেণ সংপূরিতং।

আর প্রত্যাহারদ্বারা যোগিগণের মানসিক বিকার সমুদায় বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥

ধারণা সাধনকরিলে যোগিদিগের মনের ধৈর্য্য জন্মে, ধ্যানসিদ্ধ হইলে তাহার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সমাধি হইলে সেই সমাধিশালী সাধক শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপদ লাভ করে ॥ ৯৯ ॥

দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিলে প্রত্যাহার হয়, দ্বাদশ প্রত্যাহারে শুভপ্রদ ধারণা জন্মে। দ্বাদশ ধারণাকে তত্ত্ববিশারদ্ যোগিগণ ধ্যান বলিয়া নিশ্চয় করে এবং দ্বাদশবার ধ্যান সিদ্ধ হইলে সেই সাধকের সমাধি জন্মিয়া থাকে ॥ ১০০-১০১ ॥

সমাধি হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তাহার সেই আত্মজ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে। যাহার এইরূপ সমাধিনামক মহাযোগ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর সংসারে জন্ম ও মরণ হইতে পারে না, সে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১০২ ॥

বদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া মেঢ্রদেশে চরণযুগল বদ্ধ করিবে, অনন্তর অঙ্গুলিদ্বারা কর্ণ, নাসা ও চক্ষুর্দ্বয় নিরুদ্ধ করিয়া মুখেতে বায়ুপূরণ করিতে

বক্ষোন্যস্তমুখস্ত্বপানসহিতং মূর্দ্ধ্নি স্থিতং ধারয়ে-
দেবং যাতি মহাশিবেন সমতাং যোগী চিরন্তন্ময়ং ॥১০৩॥
গগনে ধবলে প্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্।
ঘণ্টাদীনাং প্রবাদ্যানাং সিদ্ধিস্তস্য ন দূরতঃ ॥ ১০৪ ॥
প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বরোগসমুদ্ভবঃ ॥ ১০৫ ॥
হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
ভবন্তি বিবিধা দোষাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥ ১০৬ ॥
যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
অন্যথা হন্তি যোক্তারং তথা বায়োরসেবনাৎ ॥ ১০৭ ॥

থাকিবে। পরে বক্ষঃস্থলে বদন স্থাপন করিয়া অপানবায়ুর সহিত প্রাণ-বায়ুর যোগসাধনপূর্ব্বক মস্তকে স্থাপন করিয়া ধারণ করিবে। এইরূপ কিছু-কাল যোগ সাধন করিলে সেই যোগী ব্যক্তি শিবতুল্য হইতে পারে ॥ ১০৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগসাধন করিতে করিতে গগনমণ্ডল ধবলবর্ণ, দৃষ্ট হয় এবং যখন ঘণ্টানাদের ন্যায় প্রবল ধ্বনি উৎপন্ন হইতে থাকে, তখনই তাহার সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিবে ॥ ১০৪ ॥

যথাযুক্ত প্রাণায়াম করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিলে তাহার সর্ব্বরোগ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অযুক্ত প্রাণায়াম অভ্যাসদ্বারা সর্ব্বরোগের উৎপত্তি হয় ॥ ১০৫ ॥

প্রাণায়ামের ব্যতিক্রম ঘটিলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃশূল, কর্ণশূল ও চক্ষুঃশূল প্রভৃতি বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

যেমন সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্র ইহাদিগকে ক্রমশঃ বশীভূত করিতে হয়, অন্যথা সিংহাদিকে সহসা আয়ত্ত করিতে গেলে সেই সিংহাদিরা সেই বশী-কারককে বিনাশ করে, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়, নচেৎ সেই প্রাণায়ামে সাধকের বিনাশ হয় ॥ ১০৭ ॥

যুক্তং যুক্তং ত্যজেদ্বায়ুং যুক্তঞ্চ পরিপূরয়েৎ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াৎ এবং সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ১০৮ ॥
চরতাং চক্ষুরাদীনাং বিষয়েষু যথাক্রমং।
যৎ প্রত্যাহরণঞ্চৈব প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥ ১০৯ ॥
যথা তৃতীয়কালস্থো রবিঃ প্রত্যাহরেৎ প্রভাং।
তৃতীয়াং সংস্থিতো যোগী বিকারং মানসং তথা ॥ ১১০ ॥
অঙ্গমধ্যে যথাঙ্গানি কূর্ম্মঃ সংকোচনং চরেৎ।
যোগী প্রত্যাহরত্যেবমিন্দ্রিয়াণি তথাত্মনি ॥ ১১১ ॥
যং যং শৃণোতি কর্ণাভ্যাং প্রিয়মপ্যথবাপ্রিয়ং।
তং তমাত্মেতি বিজ্ঞায় প্রত্যাহরতি যোগবিৎ ॥ ১১২ ॥

ক্রমে ক্রমে বায়ুত্যাগ করিবে, ক্রমে ক্রমে বায়ুপূরণ করিবে এবং ক্রমে ক্রমে সেই বায়ু বন্ধকরিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই সাধকের অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। প্রথমতঃ আপনশক্তি বিবেচনা করিয়া যতদূর সহ্য হইতে পারে, তাবৎ পরিমাণ পূরক, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম করিবে ॥ ১০৮ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল স্বস্ব গ্রাহ্যবিষয়ে অনুরক্ত থাকে। যোগী ব্যক্তি সেই সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সমাহরণ করিবে। ইহাকেই যোগীরা প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥

যেমন তৃতীয় বেলাতে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালের পর রবি স্বীয় প্রভা হরণ করিতে থাকেন, সেইরূপ যোগিগণের তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ উত্তম অবস্থা উপস্থিত হইলে তাঁহারা মানসিকবিকার হরণ করেন ॥ ১১০ ॥

যেমন কূর্ম্ম আপন শরীরের মধ্যে হস্ত, পদ, মস্তকাদি অঙ্গ সকল সঙ্কোচিত করিয়া রাখিতে পারে, সেইরূপ যোগীরা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মাতে সংহার করেন ॥ ১১১ ॥

যোগবিৎ সাধক কর্ণদ্বয়ে প্রিয় কি অপ্রিয় যাহা কিছু শ্রবণ করেন, সেই সমুদায়ই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান করিয়া কর্ণদ্বয়কে হরণ করিয়া থাকেন ॥ ১১২ ॥

অমেধ্যমথবা মেধ্যং যং যং জিঘ্রতি নাসিকা।
তং তমাত্মেতি বিজ্ঞায় প্রত্যাহরতি যোগবিৎ ॥ ১১৩ ॥
অমিষ্টমথবা মিষ্টং যং যং স্পৃহতি জিহ্বয়া।
তত্তমাত্মেতি বিজ্ঞায় প্রত্যাহরতি যোগবিৎ ॥ ১১৪ ॥
চন্দ্রামৃতময়ীং ধারাং প্রত্যাহরতি ভাস্করঃ।
তৎপ্রত্যাহরণঞ্চৈব প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥ ১১৫ ॥
একত্রিভু্ঞ্জতে দ্বাভ্যাং আগতাঃ সোমমণ্ডলাৎ।
তৃতীয়াযাঃ পুনস্তাভ্যাং স ভবেদজরামরঃ ॥ ১১৬ ॥
কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছিবঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালো জরা কেন প্রজায়তে ॥১১৭॥

যোগবিৎ সাধক নাসিকাদ্বারা সদ্‌গন্ধ কি অসদ্‌গন্ধ যাহা কিছু আঘ্রাণ করেন, সেই সমুদায় গন্ধই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান করিয়া সেই সাধক নাসিকা-দ্বয় হরণ করেন ॥ ১১৩ ॥

যোগবিৎ সাধক জিহ্বাদ্বারা মিষ্ট কিম্বা অমিষ্ট যাহা কিছু রস আস্বাদ করেন, সেই সকলই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান করিয়া জিহ্বাকে সংহার করেন ॥ ১১৪ ॥

চন্দ্র হইতে যে অমৃতময়ী ধারা বিগলিত হয়, সূর্য্য সেই অমৃতধারা প্রত্যাহরণ করেন, এইরূপ প্রত্যাহরণকে যোগিগণ প্রত্যাহার বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১১৫ ॥

চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সকল অমৃতধারা বিগলিত হয়, যে সাধক সেই সকল ধারার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারা পান করিয়া পুনর্ব্বার তৃতীয় ধারা পান করেন সেই ব্যক্তি জরামৃত্যুবিহীন হইতে পারেন ॥ ১১৬ ॥

কোন স্থানে শক্তি বাস করেন? কোন স্থানে শিব অবস্থিতি করেন? কোন স্থানে কাল বিদ্যমান আছে? এবং কিরূপেই বা মনুষ্যগণের জরা উৎপন্ন হইয়া থাকে? ॥ ১১৭ ॥

পাতালে বসতে লক্ষ্মীর্ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ।
অন্তরীক্ষে বসেৎ কালো জরা তেন প্রজায়তে ॥ ১১৮ ॥
নাভিদেশে ভবত্যেব ভাস্করোদহনাত্মকঃ।
অমৃতাত্মা স্থিতো নিত্যং ভানুমধ্যে চ চন্দ্রমাঃ ॥ ১১৯ ॥
বর্ষত্যধোমুখশ্চন্দ্রোগ্রসত্যূর্দ্ধমুখো রবিঃ।
জ্ঞাতব্যং কারণন্তত্র যেন পীযূষমাপ্যতে ॥ ১২০ ॥
ঊর্দ্ধং নাভেরধস্তালোরূর্দ্ধং ভানুরধঃ শশী।
কেবলং বিপরীতাখ্যং গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ১২১ ॥
ত্রিধা বদ্ধোহি হৃদ্দেশে রোরবীতি মহাত্মনঃ।
অনাহতস্তু তং শব্দং যোগিনাং হৃদয়ে বিদুঃ ॥ ১২২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত প্রশ্নসমূহের মীমাংসার্থ বলিতেছেন,—পাতালে লক্ষ্মী অর্থাৎ শক্তি বাস করেন, শিব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন এবং কাল অন্তরীক্ষে বাস করে। এই কালদ্বারাই প্রাণিবর্গের জরা হইয়া থাকে। ১১৮ ॥

জীবের নাভিদেশে অগ্নিস্বরূপ ভাস্কর বিদ্যমান আছেন, সেই ভাস্করের মধ্যে অমৃতময় চন্দ্র সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত ভানুমধ্যগত চন্দ্র অধোমুখে সর্ব্বদা অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। রবি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সেই চন্দ্র বিগলিত অমৃতপান করিয়া থাকেন। যোগিগণ ইহার কারণ নির্ণয় করিবেন, অর্থাৎ যেরূপে সূর্য্যের অমৃতপান নিবারণ করিয়া স্বয়ং সেই অমৃতলাভ করিতে পারেন, তাহাই করিবেন ॥ ১২০ ॥

নাভির ঊর্দ্ধে ও তালুর অধোভাগে রবি ও শশী আছেন। ইহাদিগের মধ্যে রবি ঊর্দ্ধভাগে এবং শশী অধোভাগে অবস্থান করিতেছেন। ইহারা সময় বিশেষে বিপরীতভাবাপন্ন হয়েন, কিন্তু গুরুবাক্যানুসারে ইহাদিগের কার্য্যাদি জানা যায় ॥ ১২১ ॥

মহাত্মা যোগিদিগের হৃদয়দেশে ত্রিবিধবন্ধ, সর্ব্বদা শব্দ করিতেছে, ঐ

অনাহতমতিক্রম্য চংক্রম্য মণিপূরকং।
প্রাপ্তে প্রাণে মহাপদ্মে যোগিনামমৃতায়তে ॥ ১২৩ ॥
মূৰ্দ্ধ্নঃ ষোড়শপত্রমত্র গলিতং প্রাণাদবাপ্তং হঠাৎ
ঊর্দ্ধস্যোন্নয়নং নিয়ম্য বিবরং শক্তিং পরাং চিন্তয়েৎ।
তৎকল্লোলকলাজলং সুবিমলং ধারামৃতং যঃ পিবেৎ
নির্দ্দোষং স মৃণালকোমলবপুর্যোগী চিরং জীবতি ॥ ১২৪॥
কাকচঞ্চুবদাস্যেন শীতলং সলিলং পিবেৎ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞশ্চিরং জীবেৎ স যোগবিৎ ॥ ১২৫ ॥
রসনাতালুমূলেন যঃ প্রাণসলিলং পিবেৎ।
অব্দার্দ্ধে চ ভবেত্তস্য সর্ব্বরোগবিনির্জ্জয়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সকল শব্দকে অনাহত শব্দ বলা যায়। যোগিগণ কেবল আপন হৃদয়েই ঐ সকল শব্দ জানিতে পারেন ॥ ১২২ ॥

প্রাণ অনাহত চক্র অতিক্রম করিয়া মণিপূরে গমন করিয়া থাকে, পরে ঐ প্রাণ মহাপদ্ম (সহস্রার) আশ্রয় করিলেই যোগিগণের অমৃতলাভ হইতে পারে। ১২৩ ॥

সহস্রারপদ্ম হইতে ষোড়শ অমৃতবিন্দু বিগলিত হইয়া হঠাৎ প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। পরে সেই অমৃতবিন্দু ঊৰ্দ্ধে উঠিতে না পারে, এইরূপ করিয়া তাহার ঊৰ্দ্ধ গমনচ্ছিদ্র নিরোধপূর্ব্বক পরাশক্তিকে চিন্তা করিবে। যে ব্যক্তি এই সুবিমল অমৃতধারা পান করিতে পারেন, সেই যোগিবর সর্ব্বদোষবিহীন, মৃণালবৎ কোমলশরীর পাইয়া চিরকাল জীবিত থাকেন ॥ ১২৪ ॥

যে ব্যক্তি মুখকে কাকচঞ্চুবৎ করিয়া শীতল প্রাণবায়ুস্বরূপ সলিল পান করিতে পারেন, তিনি প্রাণ ও অপানবায়ুর বিধানজ্ঞ। এইরূপ যোগবেত্তা পুরুষ চিরকাল জীবিত থাকেন ॥ ১২৫ ॥

যোগী ব্যক্তি রসনা ও তালুমূলদ্বারা প্রাণবায়ুরূপ জলপান করিবেন, এইরূপ যোগসাধন করিলে বর্ষার্দ্ধ মধ্যে তাঁহার সর্ব্বরোগ বিনাশ পায় ॥ ১২৬ ॥

বিশুদ্ধে পরমে চক্রে শুদ্ধসোমকলাজলং।
তথার্দ্ধেন কৃতং যাতি বঞ্চয়িত্বা মুখং রবেঃ ॥ ১২৭ ॥
নিঃশব্দেন স্থিতোহংসো নির্ম্মলা সিদ্ধিরুচ্যতে।
ততঃ কণ্ঠে বিশুদ্ধাখ্যং চক্রং চক্রবিদোবিদুঃ ॥ ১২৮ ॥
অমৃতং কন্দরে কৃত্বা নাসান্তং শিখরে ক্রমাৎ।
চলিতঞ্চ স্বয়ং যাতি বঞ্চয়িত্বা মুখং রবেঃ ॥ ১২৯ ॥
বিন্দুং সোমকলাজলং সুবিমলং কণ্ঠস্থলাদূর্দ্ধতঃ
নাসান্তঃ সুষিরেণ যাতি গগনং দ্বারং ততঃ পূর্ব্ববৎ।
ঊর্দ্ধাস্যো ভুবি সংনিপত্য নিতরামুত্তানগাত্রঃ পিবেৎ
এবং যঃ কুরুতে জিতেন্দ্রিয়জনো নৈবাস্তি তস্য ক্ষয়ঃ॥ ১৩০॥

রবির মুখ, অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বন্ধ করিয়া বিশুদ্ধাখ্য পরমচক্রে সোমকলা জলপান করিবে, অর্থাৎ বামনাসায় শ্বাস গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই শ্বাস ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া অর্দ্ধশ্বাসমাত্র গ্রহণ করিতে থাকিবে। এইরূপে অর্দ্ধশ্বাসগ্রহণ অভ্যস্ত হইবে। ১২৭।

পূর্ব্বোক্ত শ্বাসবায়ু হ্রাস করিতে করিতে "হংসঃ" নিঃশব্দে অবস্থান করে। তখন কেবল কণ্ঠেই প্রশ্বাসের গতি হয়। ইহাকেই নির্ম্মলসিদ্ধি বলিয়া থাকে। চক্রবিৎ পণ্ডিতেরাই এই কণ্ঠস্থিত চক্রকে বিশুদ্ধ চক্র বলিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই ইহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ১২৮ ॥

যোগিগণের দেহমধ্যে চন্দ্রবিম্বগলিত অমৃত রবির মুখ, অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বন্ধ করিয়া মূলাধার হইতে, নাসাপর্য্যন্ত স্বয়ং পরিচালিত হয়। তাহাতেই যোগিগণের দেহ অবিনশ্বর থাকে ॥ ১২৯ ॥

চন্দ্রগলিত সুনির্ম্মল অমৃত কণ্ঠস্থানের ঊর্দ্ধে নাসান্তর্গত রন্ধ্রদ্বারা পূর্ব্ববৎ সূর্য্যদ্বার রোধকরতঃ গগনে গমন করে। জিতেন্দ্রিয় জন ভূমিতে পতিত ও ঊর্দ্ধবদন হইয়া উত্তানশরীরে ঐ অমৃত পান করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ যোগসাধন করেন, কখনও তাঁহার দেহ ক্ষয় হয় না। ১৩০।

উর্দ্ধজিহ্বঃ স্থিরো ভূত্বা সোমপানং করোতি যঃ।
মাসার্দ্ধেন ন সন্দেহো মৃত্যুঞ্জয়তি যোগবিৎ॥ ১৩১॥
সংপীড্য রসনাগ্রেণ রাজদন্তবিলং মহৎ।
ধ্যাত্বা ভূতময়ীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ॥ ১৩২॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংরুধ্য তদূর্দ্ধং ধারিতং মহৎ।
ন মুঞ্চত্যমৃতং বাপি ত্রিপথা পঞ্চধারকা॥ ১৩৩॥
চুম্বন্তী যদি লম্বিকা যমনিশং জিহ্বা রসস্যন্দিনী
সংস্কারে কটুকাথ দুগ্ধসদৃশী ক্ষীরাজ্যতুল্যাথবা।
ব্যাধীনাং হরণং কফোপশমনং শাস্ত্রাগমোদ্ধারণং
তস্য স্যাদমরত্ব মংশুগলিতং সিদ্ধাঙ্গনাকর্ষণং॥ ১৩৪॥

যে ব্যক্তি উর্দ্ধজিহ্ব হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক চন্দ্রগলিত অমৃত পান কবিতে পারে, সেই ব্যক্তি মাসার্দ্ধ মধ্যে মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে॥ ১৩১॥

যে সাধক জিহ্বার অগ্রভাগদ্বারা দন্তচ্ছিদ্র পরিপীড়নকরতঃ কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি ষণ্মাস মধ্যে কবি হইতে পারে॥ ১৩২॥

সাধক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বাররোধ করিয়া উর্দ্ধভাগে বায়ু ধারণ করিবে। তাহাহইলে কদাচ অমৃত পরিত্যাগ করে না এবং পঞ্চবায়ুই দেহ মধ্যে অবস্থিত থাকে॥ ১৩৩॥

যদি রসবর্ষিণী জিহ্বাকে সর্ব্বদা লম্বিকাতে (আলজিবে) পরিচুম্বিত করিয়া রাখা যায়, তাহাহইলে সেই জিহ্বার সংস্কারে কটু, দুগ্ধসদৃশ, অথবা ক্ষীরসম ও ঘৃততুল্য রসবোধ হয়। এইরূপ করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়, কফ উপশান্ত হয়, আগমাদি শাস্ত্রসমূহ আয়ত্ত হয় এবং অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে। আর সেই ব্যক্তি সিদ্ধাঙ্গনাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে॥ ১৩৪॥

অমৃতাপূর্ণদেহস্য যোগিনোপি ত্রিবৎসরাৎ।
ঊর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে চৈষ হ্নণিমাদিগুণোদয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥
নিত্যং সোমকলাপূর্ণং শরীরং তস্য যোগিনঃ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য বিষন্তস্য ন বাধ্যতে ॥ ১৩৬ ॥
ইন্ধনানি যথা বহ্নিস্তৈলবর্ত্তীব দীপকঃ।
তথা সোমকলাপূর্ণং দেহী দেহং ন মুঞ্চতি ॥ ১৩৭ ॥
আসনেন সমাযুক্তঃ প্রাণায়ামেন সংযুতঃ।
প্রত্যাহারেণ সংযুক্তো ধারণাঞ্চ সমভ্যসেৎ ॥ ১৩৮ ॥
হৃদয়ে পঞ্চভূতানাং ধারণাঞ্চ পৃথক পৃথক্।
মনসোনির্ম্মলত্বেন ধারণেত্যভিধীয়তে ॥ ১৩৯ ॥
যত্তত্বং হরিতালদেহরুচিরং ভৌমং লকারান্বিতং

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহকে অমৃতপূর্ণ করিতে পারিলে সেই যোগীর বর্ষ-ত্রয় মধ্যে ঊর্দ্ধ প্রবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ সেই যোগী শূন্যমার্গে গমন করিতে পারে, আর তাহার অণিমাদি অষ্ট শক্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৩৫ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চন্দ্রামৃত পান করিয়া দেহকে অমৃত পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন, সেই যোগীর শরীরে তক্ষকনাগ দংশন করিলেও সেই বিষে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না ॥ ১৩৬ ॥

যেমন অগ্নি কাষ্ঠ পরিত্যাগ করে না এবং তৈলবর্ত্তী দীপ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত অমৃতপূর্ণ ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করে না ॥ ১৩৭ ॥

যে ব্যক্তি আসন সাধন করিয়া প্রাণায়ামদ্বারা সংযত হইয়াছে এবং যাহার প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ধারণা অভ্যাস করিবে ॥ ১৩৮ ॥

ভূত সকলকে পৃথক্ পৃথক্ হৃদয়ে ধারণ করিলে সেই ধারণাদ্বারা যে মনের নির্ম্মলতা হয়, তাহাকে যোগিগণ ধারণা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৩৯ ॥

মূলাধারদেশে যে, পৃথীতত্ত্ব বিদ্যমান আছে, তাহা হরিতালসদৃশ বর্ণ-

বেদাস্রং কমলাসনেন সহিতঞ্চাধারসংস্থায়িনং।
প্রাণাংস্তত্র বিলীয় পঞ্চঘটিকাশ্চিত্তান্বিতং ধারয়ে-
দেষা স্তম্ভকরী সদা ক্ষিতিজয়ং কুর্য্যাদধোধারণাং ॥১৪০॥
অর্দ্ধেন্দুপ্রতিমং স্বকুন্দধবলং লিঙ্গে তদূর্দ্ধস্থিতং
তৎপীযূষবকারবীজসহিতং যুক্তং সদা বিষ্ণুনা।
প্রাণাংস্তত্র বিলীয় পঞ্চঘটিকাশ্চিত্তান্বিতং ধারয়েৎ
সৈষা দুঃসহকালকূটহরণা স্যাদ্বারুণী ধারণা॥ ১৪১॥
যন্নাভিস্থিতমিন্দ্রগোপসদৃশং তত্ত্বং ত্রিকোণোজ্জ্বলং
মধ্যে রেফবিভূষিতং সুরুচিরং রুদ্রেণ তৎসঙ্গতং।

বিশিষ্ট ও চতুষ্কোণ ঐ ভূমিতত্ত্ব লকার (লংবীজ) সমন্বিত ও কমলাসন সহিত। এই পৃথিবীতত্ত্বে পঞ্চঘটিকা মাত্র প্রাণ বিলীন করিয়া চিত্তধারণ করিবে। ইহার নাম অধোধারণা, এই ধারণা স্তম্ভকরী এবং ক্ষিতি জয় করিতে পারে, অর্থাৎ যাঁহার উক্তরূপ ধারণাসিদ্ধ হয়, তিনি পৃথ্বীতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন॥ ১৪০॥

আধারে ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ লিঙ্গমূলে অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ কুন্দপুষ্পবৎ ধবল পীযূষ মণ্ডল (জল মণ্ডল) অবস্থিত আছে, এই জল মণ্ডল বকার (বং বীজ) সমন্বিত এবং বিষ্ণুসহিত। এই জলমণ্ডলে পঞ্চ ঘটিকামাত্র প্রাণ বিলীন করিয়া চিত্ত ধারণ করিবে। ইহার নাম বারুণী ধারণা। এই ধারণা অভ্যস্ত হইলে দুঃসহ কালকূট (হলাহল বিষ) বিনষ্ট হইয়া যায়। সে হলাহল পান করিলেও সেই বিষে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না॥ ১৪১॥

নাভিতে ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীট বিশেষ) সদৃশ, সাতিশয় সমুজ্জ্বল ত্রিকোণাকার অগ্নিমণ্ডল আছে, এই অগ্নিমণ্ডলের মধ্যভাগ রেফবিভূষিত অর্থাৎ রং বীজ সহিত এবং রুদ্র সমন্বিত, ইহা সাধকবর্গের অতিপ্রিয়। এই বহ্নিমণ্ডলে পঞ্চঘটিকামাত্র প্রাণ বিলীন করিয়া চিত্তধারণ করিবে। ইহার নাম বৈশ্বানরী ধারণা, এই ধারণা বহ্নিবিজয়িনী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই ধারণা অভ্যাস করিতে

প্রাণাস্তংত্র বিলীয় পঞ্চঘটিকাশ্চিত্তান্বিতং ধারয়েৎ
সৈষা বহ্নিজয়া সদা বিজয়তে বৈশ্বানরী ধারণা ॥১৪২॥
যদ্ভিন্নাঞ্জনপুঞ্জসন্নিভমিদং বক্ষোগতং মণ্ডলং।
বৃত্তং সত্যময়ং যকারসহিতং প্রাণেশ্বরো দেবতা।
প্রাণাংস্তত্র বিলীয় পঞ্চঘটিকাশ্চিত্তান্বিতং ধারয়েৎ
সৈষা খে গমনং করোতি যমিনাং স্যাদ্বায়বী ধারণা ॥ ১৪৩ ॥
আকাশঞ্চ বিশুদ্ধবারিসদৃশং যদ্ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতং
তন্নাদেন শিবেন শক্তিসহিতং শান্তং হকারান্বিতং।
প্রাণাংস্তত্র বিলীয় পঞ্চঘটিকাশ্চিত্তান্বিতং ধারয়ে-
দেষা মোক্ষকপাটভেদনকরী প্রাপ্তা নভো ধারণা ॥ ১৪৪ ॥

পারে, তাহার নিকট অগ্নি পরাজিত থাকে, অগ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করিতে পারে না ॥ ১৪২ ॥

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে বিমর্দ্দিত অঞ্জনপুঞ্জসন্নিভ বৃত্তাকার বায়ুমণ্ডল আছে। এই বায়ুমণ্ডল সত্যময় ও যকার (যংবীজ) সহিত, প্রাণেশ্বর ইহার দেবতা। এই বায়ুমণ্ডলে পঞ্চঘটিকামাত্র প্রাণ বিলীন করিয়া চিত্তধারণ করিবে। ইহার নাম বায়বী ধারণা। এই ধারণা প্রভাবে সাধক আকাশে গমন করিতে পারে ॥ ১৪৩ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে বিশুদ্ধ বারিসদৃশ আকাশমণ্ডল বর্ত্তমান আছে। এই আকাশমণ্ডল নাদবিন্দুযুক্ত ও শিবশক্তিসমন্বিত। ইহা শান্ত ও হকারান্বিত অর্থাৎ হংবীজযুক্ত। এই আকাশমণ্ডলে পঞ্চঘটিকামাত্র প্রাণ বিলীন করিয়া চিত্তধারণ করিবে। ইহার নাম নভোধারণা, এই ধারণা মোক্ষধামের কপাট ভেদ করে, অর্থাৎ যে সাধক, এই আকাশ ধারণা অভ্যাস করিতে পারে, সেই ব্যক্তির মোক্ষ লাভের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৪৪ ॥

নাভৌ সংযম্য চিত্তং পবনগতিমধঃ সন্নিরুদ্ধ্যপ্রযত্না-
দাবদ্ধাৎ পাদমূলং তদুরগসদৃশীং তন্তুবৎসূক্ষ্মরূপাম্।।
তন্নীত্বা হৃৎসরোজং তদনু চ গলকে তালুনি ব্রহ্মরন্ধ্রে
শূন্যাৎ শূন্যাতিশূন্যং প্রবিশতি গগনং যত্র দেবো মহেশঃ॥১৪৫॥
গোরক্ষেণোদিতং সর্ব্বং শ্রুতিশাস্ত্রস্য তত্ত্বতঃ।
তস্মাদৌ শ্রোষ্যতে শীঘ্রং তুষ্টয়ে নেতরে জনাঃ॥ ১৪৬॥
স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে দত্তা চ পৃথ্বী দ্বিজে
যজ্ঞানাঞ্চ কৃতং সহস্রমথ তৈর্দ্দেবাশ্চ সংপূজিতাঃ।
সদ্যস্তেন সুতর্পিতাশ্চ পিতরঃ স্বর্গঞ্চ নীতাঃ পুন-
র্যস্য ব্রহ্মবিচারণা ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি ধৈর্য্যং মনঃ॥ ১৪৭॥

ইতি শ্রীগোরক্ষনাথ-বিরচিতং বিমুক্তি-
সোপানং সমাপ্তং।

নাভিদেশে চিত্ত সংযম করিয়া অধোদেশে পবনগতি নিরোধপূর্ব্বক যত্নসহকারে উরগসদৃশ ও তন্তুবৎ সূক্ষ্মরূপা জীবশক্তিকে হৃদয়পঙ্কজে আনয়ন করিবে। তৎপরে তাহাকে গলদেশে আনয়ন করিয়া তৎপরে তালুতে এবং তৎপরে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনীত করিতে হইবে, এইরূপে শূন্যাতিশূন্যক্রমে যে স্থানে মহেশ অর্থাৎ পরমাত্মা আছেন, সেইস্থানে প্রবেশ করিবে॥ ১৪৫॥

যোগিবর গোরক্ষনাথমুনি শ্রুতি ও স্মৃতির তত্ত্বানুসারে এই বিমুক্তিসোপান বলিয়াছেন। আত্মসন্তোষের নিমিত্ত অগ্রে গোরক্ষোক্ত যোগ শ্রবণ করিবে। যাহারা মুমুক্ষু, তাহারাই এই যোগের অধিকারী, কিন্তু ইতরলোকের এই যোগ শ্রবণে অধিকার নাই॥ ১৪৬॥

যাহারা ক্ষণকালমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা মনের ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহারা সমস্ত তীর্থজলে স্নানের ফললাভ করিতে পারেন, ব্রাহ্মণকে পৃথিবী

দান করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, সেই পুণ্যলাভ করিতে পারেন, সহস্র যজ্ঞ-সাধন জন্য ফল ভোগ করিতে পারেন, নিখিল দেবার্চ্চনার সুকৃত পাইয়া থাকেন এবং পিতৃগণের তর্পণ জনিত ফললাভ করিতে পারেন; আর সেই ব্যক্তি পিতৃগণের স্বর্গপ্রাপ্তিসাধন করিতেও পারেন ॥ ১৪৭ ॥

ইতি বিমুক্তিসোপান ভাষাবিবরণ সমাপ্ত।